জুলভার্ন

নোঙ্গর ছেড়া

শামসুদ্দীন নওয়াব

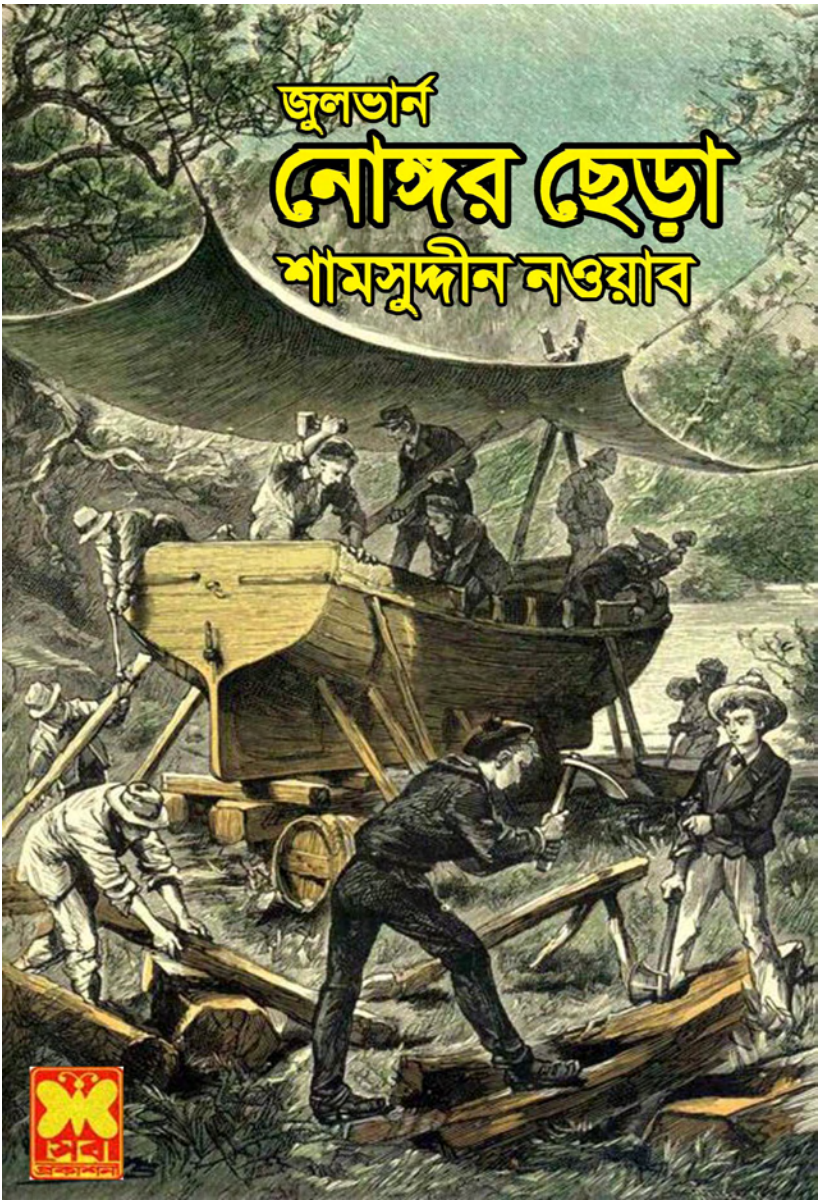

প্রবা প্রকাশনী

নোঙর ছেঁড়া

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২

এক

৯মার্চ, ১৮৬০ সাল।

রাত ১১টা। উত্তাল মহাসমুদ্রে চলছে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা। একে ঝড়ের রাত, তার ওপর বৃষ্টি, উপরন্তু ঘন কুয়াশা। এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, যেন ধরা যায়। ঝড়ের ঝাপটার সাথে কড় কড়াৎ বিদ্যুৎ না চমকালে এই নিকষ ঘন অন্ধকারকে কোন দেয়াল বলেই মনে হত। এরকম আলো-আঁধারের মাঝেই পাহাড়-সমান উঁচু ঢেউ, বিশালাকার ডায়নোসরের মত গর্জে উঠে আছড়ে পড়ছে একে অন্যের ওপর। ছড়িয়ে পড়ছে শ্বেত-শুভ্র ফেনিল আবরণে।

এমনি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় কি যেন একটা খড়কুটোর মত ভেসে যাচ্ছে। না! এ তো খড়কুটো নয়? এ যে ছোট্ট একটা জাহাজ। দু'মাস্তুলওয়ালা এক ছোট্ট স্কুনার।

পর্বতাকার সব ঢেউ একের পর এক এসে জাহাজটির ওপর ভেঙে পড়ছে। ঝড়ো হাওয়ার দমকা ঝাপটায় এক একবার স্কুনারটি দাঁড়িয়ে পড়ে, পরক্ষণেই স্রোতের তোড়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি জাহাজটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে! সাধারণত সমুদ্রের উপকূল ধরে চালানোর উপযোগী করে তৈরি হয় স্কুনার জাতীয় জাহাজ। সেই জাহাজ যে এই মাঝ সমুদ্রে এখনও ভেঙে চুরমার হয়ে যায়নি সেটাই পরম বিস্ময়! কিন্তু, এই ছোট্ট জাহাজটি মহাসমুদ্রে এসে পড়ল কিভাবে? এত ছোট স্কুনার তো কখনোই বিশাল সমুদ্র পাড়ি দেয় না!

জাহাজের আরোহীরা কি জানে, তারা কিভাবে এসে পড়েছে মহাসমুদ্রে? না, তারাও জানে না কিভাবে জাহাজ এই দুর্যোগের রাতে মহাসমুদ্রে এসে পড়েছে। উত্তাল এক মহাসাগরে ছোট্ট স্কুনারের যাত্রা যেমন অসাধারণ, স্কুনারের যাত্রীরা তার চেয়ে আরও অসাধারণ! যাত্রীরা সবাই ছেলে-মানুষ; কেউই চোদ্দ বছরের বেশি বড় হবে না।

জাহাজের পিছন দিকে নিতান্ত অসহায়ের মত বসে আছে তিনটি ছেলে—ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান। ব্রিয়াঁই এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ওর বয়স মাত্র চোদ্দ। গরডন আর ডোনাগান তেরোর কাছাকাছি। ওরা তিনজন ছাড়াও জাহাজের হুইলের কাছে শক্ত হাতে হাল ধরে বসে আছে আর একটি ছেলে মোকো। মোকো নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী উপজাতি মাওরি ছেলে। বয়স তেরো। এই চারজন মিলে আপ্রাণ চেষ্টা করছে স্কুনারটিকে ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে। প্রতি মুহূর্তেই এক একটি বিশাল ঢেউ এসে জাহাজের ওপর আছড়ে পড়ে, আর প্রাণপণ চেষ্টায়

ঠিকভাবে হাল ধরে ঢেউয়ের তালে তালে চলতে থাকে অসম সাহসী মোকো। যেন এক অভিজ্ঞ নাবিক হাল ধরেছে!

এদিকে ঝড়-ঝাপটার প্রতাপ ক্রমেই বাড়তে লাগল। রাত দুটোর পর থেকে দমকা হাওয়া আর ঝড়ের দাপট যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠল। বিশালাকার সব ঢেউ প্রচণ্ড বেগে এসে জাহাজের উপর আঘাত হানছে, তোড়ের চোটে ব্রিয়াঁরা হুড়মুড় করে ডেকের উপর আছড়ে পড়ছে। অসম সাহস ওদের। অন্য কোন সাধারণ বালক হলে এতক্ষণে ভয়ে আধমরা হয়ে যেত। ওরা এত প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটাতেও ঠিকভাবে জাহাজের হাল ধরে রাখতে না পারলে এতক্ষণে জাহাজসুদ্ধ সবারই সমুদ্রের বুকে সলিল-সমাধি হয়ে যেত।

ব্রিয়াঁ, মোকো বা গরডন কারও মুখেই কোন কথা নেই। নিশ্চুপ বসে আছে। আচমকা কোন আঘাতে যেমন চট করে কিছু বোঝার অবস্থা থাকে না, ওদের অবস্থাও যেন ঠিক তেমনি হয়েছে। হতভম্ব অবস্থায় বসে তারা ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখছে আর যেন নেহাত অভ্যাসবশেই ঝড়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলেছে। ওদের বোধশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। নির্বিকার চিত্তে শুধু রোবটের মত হাল ধরে আছে।

এই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে প্রথম কথা বলল গরডন, 'আমরা কি চলছি না থেমে আছি, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না, ব্রিয়াঁ!'

চোদ্দ বছরের ব্রিয়াঁই জাহাজের আরোহীদের সবার চেয়ে বড়। তার চেয়ে বড় আর কেউ না থাকায় জাহাজের নিয়ন্ত্রণভার আপনাআপনি তার উপর এসে পড়েছে। গরডনের প্রশ্নের উত্তরে বেশ গম্ভীরভাবে সে বলল, 'জাহাজ চলছে বলেই তো মনে হচ্ছে।' তারপর কিছুটা ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, 'ডোনাগান! সাবধান! বিশাল এক ঢেউ আসছে! মোকো—জাহাজের মুখ যেন ঠিকভাবে ধরা থাকে।'

ব্রিয়াঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিশাল এক ঢেউ জাহাজের ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা দিল। জাহাজের হাল ধরে আছে অকুতোভয় মাওরি ছেলে মোকো। কিভাবে যে মোকো এই প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত থেকে জাহাজকে বাঁচিয়ে নিল তা ওরা নিজেরাই বুঝতে পারল না। কিন্তু মোকোর দক্ষ চালনায়ই যে স্কুনারটি ঢেউ কেটে ভেসে উঠল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনি সময় ডেকের একটি কামরা থেকে বেরিয়ে এল আরও দু'টি ছেলে। এ দু'জন আবার ব্রিয়াঁদের চাইতে অনেক ছোট। ওদের পেছন পেছন একটি ছোট কুকুরও ছিল। কুকুরটি ভয়ে লেজ গুটিয়ে শুধু একবার 'কেঁউ' করে উঠল। এদের দেখে ব্রিয়াঁ চিৎকার করে উঠল, 'ইভারসন। ডোল! তোমরা বাইরে কেন? এক্ষুণি ঘরের ভেতর যাও। ভয়ের কিচ্ছু নেই। চুপচাপ ভেতরে বসে থাকো।'

ইভারসনরা ভেতরে যেতে না যেতেই আর একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে জাহাজটিকে একদম কাত করে ফেলল। জাহাজ সোজা হতেই কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাক্সটার। ইভারসন আর ডোলের চাইতে বয়সে কিছুটা বড় হলেও ব্রিয়াঁ, গরডনদের চাইতে ছোট। বাক্সটার অন্ধকারে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'ব্রিয়াঁ, আমি কি তোমাদের সাহায্য করতে পারি?'

'না, বাক্সটার, তোমার সাহায্য এখন দরকার নেই। তুমি ভেতরেই থাকো।'

এবার ব্রিয়াঁ জোরে চিৎকার করে বলল, 'ক্রস, ওয়েব, সারভিস, উইলকক্স—তোমরা রুমে বসে কি করছ? ছোটরা সবাই যে ভয়ে কাঁদছে, ওদের কি একটু দেখতেও পারো না! একটু সান্ত্বনাও দিতে পারো না?'

জাহাজের কামরা থেকে কোন সাড়া এল না, বাক্সটারও আর কোন উচ্চবাচ্য না করে কামরার ভেতর চলে গেল।

ভাবতেও অবাক লাগে! ঝড়-ঝাপটার এই রাতে, উত্তাল তরঙ্গায়িত সুদূর মহাসাগরে এতটুকুন এক জাহাজে এতগুলো ছোট ছোট ছেলে কিভাবে এল! জাহাজে সব মিলিয়ে পনেরো জন ছেলে আছে। বাইরে জাহাজের নিয়ন্ত্রণে আছে চারজন, আর কামরার ভেতরে ভয়ে নিশ্চুপ বসে আছে এগারো জন। এই পনেরো জন ছোট ছোট ছেলে আর তাদের একটি কুকুর ছাড়া পুরো জাহাজে অন্য কোন প্রাণী নেই। কোন নাবিক বা অন্য কেউ তো দূরের কথা!

আরও আশ্চর্য, ব্রিয়াঁদের একজনও জাহাজ চালানোর কিছুই জানে না। অথচ তারা কিনা দিব্যি প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে অজানা গন্তব্যে!

অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের এক উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আর এক উপকূল পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার মাইল বিস্তৃত এই প্রশান্ত মহাসাগর। ব্রিয়াঁদের ছোট্ট স্কুনারটি কিভাবে এসে পড়ল এই বিশাল মহাসমুদ্রে! জাহাজের ক্যাপ্টেন, লোকজন বা নাবিকদেরই বা কি হলো? তারা কি ঢেউয়ে ভেসে গেছে? জলদস্যুদের হাতে পড়েনি তো? জাহাজটা কোন্ দেশের? আর এই ছেলেগুলোই বা কোথাকার এবং কারা? প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে যখন জাহাজ চলছে তখন ধরে নেয়া যেতে পারে এটা হয়তো অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের কোন বন্দর থেকে এসেছে। তবে, প্রশান্ত মহাসাগরের অজানা কোন দ্বীপের কোন বন্দর থেকে যে এই জাহাজ আসেনি তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

প্রশান্ত মহাসাগরের এদিকটা বোধহয় বেশি নিস্তব্ধ-নিরালা। সম্ভবত এপথে জাহাজ চলাচল একদমই নেই। কোন দিকে কোন জাহাজ বা জনমানবের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্যে ব্রিয়াঁ, মোকো, গরডন ডাঙার খোঁজে প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজটিকে সামনের দিকে চালিয়ে নিচ্ছে। ওদের আশা, আর কিছুদূর গেলেই বোধহয় ডাঙার সন্ধান মিলবে।

সময়ের সাথে সাথে রাত ক্রমেই গভীর হচ্ছে। এরই মাঝে হঠাৎ ঝড়-ঝাপটার শব্দ ছাপিয়ে একটা বিশ্রী কর্কশ শব্দ শোনা গেল। আর একই সাথে ভয়ার্ত ডোনাগান চিৎকার করে জানাল, 'জাহাজের সামনের মাস্তুলটা ভেঙে পড়ল।'

সবাইকে অভয় দেবার জন্যে মোকো বলে উঠল, 'মাস্তুল ভাঙেনি, মাস্তুলের পালটা ছিঁড়ে গেছে।'

সাথে সাথেই ক্ষিপ্র কণ্ঠে নির্দেশ দেয়া শুরু করল ব্রিয়াঁ।

'গরডন, শক্ত হাতে হাল ধরে থাকো তুমি। মোকো, ডোনাগান—তোমরা জলদি আমার সাথে আসো। পাল ফেঁসে জাহাজ হয়তো অচল হয়ে পড়তে পারে। একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।'

ব্রিয়াঁ আর মোকো ছাড়া অন্যেরা সমুদ্র সম্পর্কে কিছু জানে না। তাই এই দুরূহ বিপদে সব দায়িত্ব পড়েছে এ দু'জনের উপর। ব্রিয়াঁ আর মোকো কুড়ুল দিয়ে কেটে ভাঙা মাস্তুল নামিয়ে ফেলল। অন্ধকারেই লোহার তার আর পালের অংশ তারা একপাশে রেখে দিল। বড় মাস্তুলের অনেক জায়গায়ই ভেঙে গিয়েছিল। কেটে ফেলার পর যা রইল তা নেহাতই ছোট্ট এক মাস্তুলের আকৃতি। উপায়ান্তর নেই দেখে তাতেই পাল খাটিয়ে জাহাজের গতি ঠিক রাখতে চেষ্টা করল ব্রিয়াঁ আর মোকো।

মাস্তুল ভেঙে যাবার আগ পর্যন্ত যতটুকু সাহস বা আশা ছিল এখন তার লেশমাত্র নেই ব্রিয়াঁর মনে। তবুও বয়সে সবার বড় দেখে ওকেই ছোটদের সাহস যোগাবার দায়িত্ব নিতে হলো। ছোট মাস্তুলে পাল লাগিয়ে কিছুদূর যেতে না যেতেই আবার তীক্ষ্ণ এক কর্কশ আওয়াজ। বাকি মাস্তুলও ভেঙে গেল বুঝি! অসহায় হতাশ গলায় ডোনাগান বলে উঠল, 'যাক, আপদ দূর হলো! কোন পালই আস্ত নেই, বাঁচারও কোন আশা নেই।'

'হতাশ হবার কি আছে, ডোনাগান? ভয় পাবারও কিছু নেই!' ডোনাগানকে আশ্বস্ত করবার জন্যে বলল ব্রিয়াঁ। যদিও ভয়ে ব্রিয়াঁর নিজেরও অবস্থা শোচনীয়, বাইরে তা প্রকাশ করল না। অনেকটা নিজেকে আশ্বাস দেবার সুরে বলল, 'ঝড়ের ঝাপটা ও সমুদ্রের স্রোত মিলে জাহাজ ঠিকই পাল ছাড়াও সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। গতি কিছুটা ধীর হতে পারে—এই যা।' মনে মনে ব্রিয়াঁ ভাবছে, 'জাহাজটি ছোট হলেও যথেষ্ট মজবুত ও শক্ত বলেই রক্ষা! নাহলে যে এতক্ষণে কি হত ভাবতেও গা শিউরে ওঠে।'

এমনি সময়ে মোকো সবাইকে সাবধান করে দিয়ে আর একটি বিশাল ঢেউয়ের আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। মোকোর কথা শেষ হতে না হতেই ঢেউ এসে পড়ল জাহাজের উপর। ব্রিয়াঁরা যে যা সামনে পেল তাই শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকল। এবারের ঢেউ সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল। ভাঙা মাস্তুলের কাঠ ও অন্যান্য যা কিছু ডেকের উপর ছিল সবই খড়কুটোর মত ভেসে গেছে ঢেউয়ের টানে।

এ কি! আর একটি জিনিসও যে ভেসে গেছে! যা ভাবতেও ব্রিয়াঁদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। মোকো! মোকোকে আর ডেকে দেখা যাচ্ছে না। ব্রিয়াঁ ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল, 'মোকো! মোকো তুমি কোথায়-য়-য়!' উদভ্রান্তের মত তিনজনেই চিৎকার করতে লাগল মোকোর সন্ধানে। কিন্তু, মোকোর কোন সাড়া নেই। ব্রিয়াঁ, গরডনের স্বরে ব্যাকুলতা, 'যেভাবেই হোক মোকোকে আমাদের বাঁচাতেই হবে। এক্ষুণি একটা লাইফ বেল্ট সমুদ্রে ফেলো। ডোনাগান, তুমি একটা লম্বা দড়ি সমুদ্রে নামাবার ব্যবস্থা করো।' উত্তেজনায় অধীর গলায় তারা ডেকেই চলেছে, 'মোকো! মোকো! মোকো!'

এমনি সময় একটি ক্ষীণ আর্তস্বর শোনা গেল: 'বাঁচাও! বাঁচাও!'

মোকোর আওয়াজ চিনতে পেরে ব্রিয়াঁ তক্ষুণি সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় আর কি। কিন্তু গরডন তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'সমুদ্র থেকে তো মোকোর গলার স্বর ভেসে আসছে না!'

গভীর মনোযোগের সাথে কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল ব্রিয়াঁ: 'বাঁচাও! বাঁচাও!' মোকোর গলা চিনতে মোটেও ভুল হলো না ব্রিয়াঁর। কিন্তু, সমুদ্রের গর্জন আর ঝড়ের শোঁ শোঁ আওয়াজ এত তীব্র যে মোকো কোথা থেকে বাঁচার আকুতি জানাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না। তবুও আন্দাজে ভর করে ব্রিয়াঁ জাহাজের সম্মুখভাগের দিকে এগুলো। অবশেষে মোকোকে জাহাজের সামনের এক গলুইয়ের ভেতর আটক অবস্থায় পাওয়া গেল। ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যে যায়নি সেটাই হাজার শোকর!

মোকোকে টেনে তুলতে গিয়ে দেখা গেল একটি বড় কাঠের পিপে গলুইয়ের মধ্যে ঢুকে মোকোকে চেপ্টে ধরেছে। ব্রিয়াঁ, গরডন ও ডোনাগান বহু কসরৎ করে পিপেটাকে সরিয়ে মোকোকে গলুইয়ের ফাঁক থেকে টেনে বের করল। মোকোর চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। শিউরে শিউরে উঠছে। কিন্তু, একটু যে হাঁফ ছাড়বে তার জো নেই। একটার পর একটা ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজের টাল-মাটাল অবস্থা। মোকো তাই আবার দৌড়ে গিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরল। ঢেউ কাটিয়ে জাহাজকে সে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সামনের দিকে।

উত্তাল সমুদ্রে ভোরের আভাস ফুটে উঠছে। প্রায় পাঁচটা বাজে। অন্ধকার অনেকটা কেটে গেছে বটে কিন্তু তবুও বেশি দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। বেলা যত বাড়ছে, আলোও ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আকাশে মেঘ থাকলেও ঝড়ের দাপট কমে এসেছে। ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান নিশ্চুপ বসে প্রকৃতির এই ধূসর চেহারা দেখছে। এমনি সময় সারেঙের চাকার কাছ থেকে মোকোর উল্লসিত চিৎকার শোনা গেল: 'ডাঙা! ডাঙা! ওই যে ডাঙা দেখা যায়।'

মোকোর চিৎকারে বাকি তিনজন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখল, সত্যিই বহুদূরে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। পুব দিকের দিগন্ত রেখায় একটি সবুজ ক্ষীণ আভাস। আকাশ মেঘলা থাকায় এবং সমুদ্রের ঘন কুয়াশার জন্যে যদিও ঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না ওই সবুজ রেখাটি আসলে মেঘ না ডাঙা, তবুও ওরা সবাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আরও নিশ্চিত হবার জন্যে ব্রিয়াঁ দূরবীন তুলে নিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে দেখল ওদের আশা মিথ্যা নয়। ওটা আসলেই ডাঙা।

বাতাসের টানে পরবর্তী মিনিট পনেরোতে জাহাজটি ডাঙার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেল। ঘন কুয়াশাও অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। ব্রিয়াঁ আবার দূরবীন চোখে লাগিয়ে পরখ করে দেখল। এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাঙা।

ব্রিয়াঁকে উদ্দেশ করে গরডন বলে উঠল, 'ওটা যে ডাঙাই তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এলাকাটা বেশ নিচু মনে হচ্ছে।'

উঁচু-নিচুতে কিছু এসে যায় না। দূরের ওই ক্ষীণ রেখাটি যে ডাঙা, সবুজ গাছপালায় ভরা স্থলভাগ, সেটাই ব্রিয়াঁদের জন্যে যথেষ্ট। একটুখানি মাটির ছোঁয়া, গাছপালার মায়া যে কত সুন্দর, কত আকাঙ্ক্ষিত তা মাইল দু'য়েক দূরের ওই স্থলভূমি আজ যেন নতুন করে শিখিয়ে দিল। জাহাজের যা গতি, তাতে মনে হয় আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওরা ডাঙায় পৌঁছে যেতে পারবে।

আরও আধ ঘণ্টা জাহাজ চলার পর তীর-রেখা একদম স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সবকিছু একেবারে ছবির মত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। উপকূলের ঠিক পিছনেই সারিবদ্ধ পাহাড়। এক একটা প্রায় দু'শো ফিট উঁচু। সেই পাহাড়ের নিচেই বিস্তৃত শ্যামল সমতল ভূমি। পাহাড়ের কোণ ঘেঁষে দেখা যায় বেলাভূমির হলুদ বালির ঝিকিমিকি। জাহাজ সোজা সেই বেলাভূমির দিকেই যাচ্ছে। ব্রিয়াঁরা মনে মনে ভাবল, দ্বীপের সম্মুখভাগে কোন প্রবাল-প্রাচীর না থাকলেই রক্ষা!

সেই যে কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়! ব্রিয়াঁদের বেলাতেও দেখা গেল এই বচনটিই সত্য হলো। জাহাজটি আরও কাছে যেতেই ব্রিয়াঁ দেখল ডাঙার আশেপাশে এমন কোন নিরাপদ জায়গা নেই যেখানে তারা জাহাজটা ভেড়াতে পারে। বেলাভূমির এদিকটায় সমুদ্রের ভেতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক প্রবাল প্রাচীর। আর প্রবালের সেই প্রাচীরের গায়ে এক একটা ঢেউ শব্দ তুলে ভেঙে পড়ছে। ওই কোরালরীফে একবার জাহাজ আটকে গেলে কি হবে ভাবতেও মনে মনে শিউরে উঠল সে। জাহাজটি যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভয়ার্ত চোখে ব্রিয়াঁ লক্ষ করল, কোন এক অমোঘ টানে জাহাজ কেবলই ওই সর্বনাশা প্রাচীরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে! গত রাতে ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলাতেও ব্রিয়াঁর মনে আত্মবিশ্বাস ছিল ওরা উদ্ধার পাবেই। কিন্তু, আজ জাহাজ যেভাবে ওই প্রাচীরের দিকে ছুটে চলেছে তাতে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়াবহ এই বিপদের কথা তাড়াতাড়ি সবাইকে বুঝিয়ে বলল ব্রিয়াঁ। সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টা চালাল জাহাজের মুখ 'মৃত্যু ফাঁদ' থেকে অন্য দিকে ঘোরাতে। কিন্তু, কপাল খারাপ, চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, তেমনি ওই প্রাচীরটিও যেন জাহাজকে টানছে! ব্রিয়াঁদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ঢেউয়ের ধাক্কায় আর বাতাসের তোড়ে জাহাজ ক্রমেই প্রবাল প্রাচীরের দিকে এগুতে লাগল।

সকাল ছ'টা। ওদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। প্রচণ্ড এক ঢেউয়ের ধাক্কায় পাথরের সেই স্তূপে গিয়ে পড়ল জাহাজটি। ব্রিয়াঁরা সবাই ভয়ে আঁতকে উঠল। আতঙ্কে চোখ বন্ধ করেছে ওরা। কে যে কোথায় ছিটকে পড়বে, তার ঠিক নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! জাহাজটি মোটেও চুরমার হয়ে গেল না। ঘূর্ণিজলের ঘুরপাকে একবার চরকির মত ঘুরেই জাহাজটি থেমে গেছে।

জাহাজ আসলে ওই পাথরের স্তূপে ধাক্কা খায়নি। তলার বালিতে আটকে গেছে। তাও শুধু ক'মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই জাহাজটি আবার থর থর করে কেঁপে উঠল। আর একটি বিশাল ঢেউ প্রচণ্ড ধাক্কায় জাহাজটিকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। জাহাজটি সোজা গিয়ে পড়ল নিরেট পাথরশ্রেণীর মধ্যে। সেই ঘূর্ণিজলে জাহাজ কাত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওই দেখা যায় বেলাভূমি! মাত্র সিকি মাইল পথ। কিন্তু, এই প্রচণ্ড ঘূর্ণিজলের মধ্যে দিয়ে কি করে এই পথটুকু পার হবে ব্রিয়াঁরা? কিভাবে পৌছাবে তীরে?

দুই

কুয়াশা কেটে গেছে। কিন্তু সমুদ্র এখনও অশান্ত। থামেনি ঝড়ের রেশ। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছে ব্রিয়াঁ আর গরডন। এভাবেই প্রায় দু'ঘণ্টা কেটে গেল। এ সময়ে নীরবতা ভঙ্গ করে ব্রিয়াঁ বলে উঠল, 'ঝড় বোধহয় কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে। ঝড় থামলে ঢেউও কমে যাবে। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করলে ভাটার টানে পানিও নেমে যাবে। তখনই আমরা ডাঙার দিকে যাবার চেষ্টা করতে পারি। না কি বলো?'

'কিসের অপেক্ষা?' ডোনাগান প্রতিবাদ জানাল ব্রিয়াঁর যুক্তির, 'আমরা তো এখুনি তীরে যাবার জন্যে রওনা হতে পারি।'

ডোনাগানের কথার সমর্থন করল আর একটি ছেলে—নাম উইলকক্স। বয়স বারো বছর। 'ঠিক বলেছ, ডোনাগান,' উইলকক্স বলে উঠল, 'অপেক্ষা কিসের? চলো এখুনি নেমে যাই আমরা।'

জাহাজের ছেলেদের মধ্যে ডোনাগানের তিনজন ভক্ত ছিল। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স তাদের নাম। শুধুমাত্র এই চারজনের কাছেই ব্রিয়াঁ অপ্রিয়। ফরাসী বলে ব্রিয়াঁকে ওরা একদম সহ্য করতে পারে না। কিন্তু, ওদের চারজন ছাড়া জাহাজের সবার কাছেই ব্রিয়াঁ যথেষ্ট প্রিয়পাত্র। সবাই ব্রিয়াঁর কথা শোনে, মেনে চলে। আর সেজন্যেই ডোনাগানের যত রাগ। ব্রিয়াঁর যে কোন কথারই প্রতিবাদ তার করাই চাই। ব্রিয়াঁ যা বলবে তার উল্টোটা করতেই হবে, এমন একটা ভাব ডোনাগানের। সেজন্যই, ব্রিয়াঁর যুক্তি অগ্রাহ্য করে ডোনাগান তার তিন সঙ্গী নিয়ে জাহাজের সামনের দিকে এগিয়ে গেল রওনা হবার প্রস্তুতি নিতে। জাহাজ থেকে ডাঙা মাত্র সিকি মাইল হলেও ওই সামান্য পথের বিপজ্জনক অবস্থা দেখে ওরা মনে মনে চুপসে গেল। প্রবল ঢেউ আর ঘূর্ণি, তারপর প্রবাল-শ্রেণী—এসবের ভেতর দিয়ে নৌকা চালিয়ে যাওয়ার সাহস হলো না ডোনাগানদের। তবে তারা এমন ভাব দেখাতে লাগল, যে এখুনি বুঝি রওনা হয়ে পড়ে। ব্যস্ততার আর শেষ নেই!

ব্রিয়াঁ ওদের শেষবারের মত সতর্ক করে দিতেই ডোনাগানের মেজাজ বিগড়ে গেল। গলায় ঝাঁঝ এনে বলে উঠল, 'তুমি এত মাতব্বরী করার কে? আমাদের যা খুশি, তাই করব। তোমাকে কেউ ফোঁপরদালালির জন্য ডাকেনি এখানে।'

ব্রিয়াঁর চোখ-মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠলেও নিজেকে সামলে নিল সে। ও তো সবার বড়, ওর মেজাজ খারাপ করলে চলবে না! এদিকে ডোনাগান ব্রিয়াঁকে মুখের উপর দু'কথা শুনিয়ে দিলেও রওনা হবার কোন আভাসই দেখাল না। ডোনাগানের এই মিথ্যা আত্মাভিমান দেখে ব্রিয়াঁ মনে মনে হাসল। সামনের ওই স্থলভূমির পরিচয় উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্রিয়াঁ।

স্থলভাগের দু'পাশে দুই অন্তরীপ। ডাঙার উত্তর দিক উঁচু, বন্ধুর ও পর্বত ঘেরা। আর দক্ষিণ অংশ নিচু, সমতল। এটা কোন দ্বীপ, কি দ্বীপ নয়, কোন মহাদেশের অংশ

কি অংশ নয় ইত্যাদি চিন্তা ওদের সবার মনে দেখা দিলেও ডাঙায় পৌঁছানো যায় কি করে সেটাই এখন ওদের মুখ্য ভাবনা।

অত্যন্ত মনোযোগের সাথে চারপাশ পর্যবেক্ষণ করছে ব্রিয়াঁ। ভীষণ নিরাশ হতে হলো তাকে। যতদূর চোখ যায় কোথাও কোন জনবসতির চিহ্ন নেই। কুঁড়েঘর, আগুনের ধোঁয়া অথবা অন্যকিছু? না! কিছুই চোখে পড়ে না! কোন প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বলেও মনে হয় না!

পাশে দাঁড়িয়ে মোকো। নিরাশ কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'নদী তো দেখা যায় কিন্তু কোন নৌকা বা ভেলার কোন চিহ্নই নেই।'

মোকোর কথা শেষে ডোনাগানের গলা শোনা গেল, 'জন-প্রাণী না থাকলে ধোঁয়াই বা আসবে কোন্ জাহান্নাম থেকে, আর নৌকাই বা দেখা যাবে কিভাবে?'

ডোনাগানের কথা শুনে ব্রিয়াঁ ঠিক বুঝে উঠতে পারল না, লোক না থাকার অর্থ ডোনাগান ঠিক উপলব্ধি করতে পারছে কিনা। ওদের বিপদের গুরুত্ব হয়তো এখনও বুঝে উঠতে পারেনি সে।

জোয়ারের পর ভাটার সময় এল। বেলাও গড়িয়ে গেছে অনেকখানি। তিনটে বাজে প্রায়। ভাটার টানে পানি নামতে শুরু করেছে। ব্রিয়াঁরা এই সময়ের অপেক্ষাতেই ছিল। ভাটার সুযোগেই ওদের ডাঙায় গিয়ে উঠতে হবে। তাই ব্রিয়াঁ, বাক্সটার, গরডন ও আরও কয়েকজন মিলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জাহাজের খোল থেকে বের করে এনে ডেকে রাখতে লাগল। প্রথমে ওরা প্যাক করা বাক্সের খাবার-দাবার নিয়ে যাবে বলে স্থির করল। জাহাজের খোল নানান ধরনের খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিসে একদম ঠাসা রয়েছে। ওরা ঠিক করল খাবার-জিনিস আগে ডাঙায় নিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্তর পরে নেয়া হবে। কিন্তু, নেয়া যায় কিভাবে? জাহাজে মাত্র একটি নৌকা অবশিষ্ট আছে। বাকি সব কোথায় ভেসে গেছে কে জানে? যে নৌকাটা আছে সেটাও আবার খুবই ছোট। পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক পারাপার করা যাবে না। ওরা বুঝে নিল ওদের বেশ কয়েকবারই আসা-যাওয়া করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

নৌকায় যতটুকু আঁটানো যায় ততটুকু জিনিস তুলে ব্রিয়াঁরা সেটাকে পানিতে নামাল। নৌকা পানিতে নামিয়ে ব্রিয়াঁ-গরডনরা জাহাজের ভেতর গেল সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখতে।

ডোনাগানরা যেন এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। যেই না ব্রিয়াঁরা ভেতরে গেছে অমনি ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স নৌকায় উঠে বসল। নৌকা ছাড়বার আয়োজন করছে এমন সময় ব্রিয়াঁরা ডেকে ফিরে এসে ডোনাগানদের এই কাণ্ড দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ব্রিয়াঁর মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ও খুব ভাল করেই জানে ডোনাগানদের ভাবগতিক মোটেও সুবিধার নয়। ওরা একবার ডাঙায় গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হয়, জাহাজের অন্যান্য সবার কি হবে সে দিকে ফিরেও তাকাবে না।

ব্রিয়াঁ রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'এ কি, ডোনাগান? সবাই জাহাজে রইল আর তোমরা চারজন আমাদের ফেলে রেখেই চলে যাচ্ছ!'

'আমাদের যখন যা খুশি তাই করব,' স্পষ্ট উত্তর দিল ডোনাগান। 'তুমি মানা

করবার কে?'

'আচ্ছা? দেখি তোমরা কিভাবে একা একা যাও!'

ব্রিয়াঁ লাফিয়ে পড়ল নৌকায়।

এবার ওয়েবের পালা। বেশ মস্তানি ঢঙে শার্টের আস্তিন গুটাতে গুটাতে বলল, 'ওটার সঙ্গে এত কি কথা বলছ,, ডোনাগান? এসো, আমরা রওনা হয়ে যাই! ব্রিয়াঁ, তুমি ভালয় ভালয় নৌকা ছেড়ে সরে পড়ো দেখি!' কথা শেষ না করেই ব্রিয়াঁকে জোরে এক ধাক্কা মেরে বসল ওয়েব।

নিচে পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিল ব্রিয়াঁ। নৌকা থেকে লাফিয়ে এক পাথরের উপর নামল সে। তারপর নৌকার গলুই দু'হাত দিয়ে শক্ত করে আটকে বলে উঠল, 'এবার যাও দেখি? দেখি কেমন করে যাও?'

ওয়েবও তৎক্ষণাৎ নৌকার দাঁড় তুলে ব্রিয়াঁর মাথায় মারবার উপক্রম করল। এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো এখুনি এখানেই একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে যায়। এই দেখে গরডন ঝট করে নৌকায় লাফিয়ে নেমে ওয়েবের হাত আটকে ধরল। বাক্সটার, সারভিস, ইভারসনরাও নিশ্চুপ বসে নেই। তারা পরম উৎসাহে নৌকায় নেমে ডোনাগানদের উচিত শিক্ষা দেবার পাঁয়তারা কষতে লাগল। পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে গরডন দু'পক্ষের মাঝে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'হচ্ছেটা কি তোমাদের? তোমাদের কাণ্ডজ্ঞান কি লোপ পেয়েছে নাকি? এটা কি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বা মারামারি করার সময়? একে তো আমাদের সামনে অজানা বিপদ। কোথায় সবাই একসাথে মিলে পরস্পরকে সাহায্য করে এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করবে, না, করছ মারামারি! তোমাদের কি লজ্জা-শরম বলতে কিছুই নেই?'

গরডনের ধমক যথেষ্ট কাজে লাগল। ওদের কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। লজ্জিতভাবে সবাই নেমে পড়ল নৌকা থেকে। ডোনাগানও কোন প্রতিবাদ না করে নেমে পড়ল ঠিকই, কিন্তু ওর মুখ গোমড়া হয়েই থাকল।

ভাটার টানে পানি অনেকখানি কমে গেলেও স্রোতের তোড় এখনও কমেনি। এই স্রোতে নৌকা চালানো দুঃসাধ্য হবে। তাই, ওদের অপেক্ষা করতে হবে বিকেল পর্যন্ত। ভাটা শেষ হয়ে পানি একদম শান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

গরডন প্রস্তাব দিল, 'চলো, আমরা এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নিই।'

খাবারের কথা শুনে সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল। টিন খুলে বিস্কুট, জ্যাম আর শুকনো মাংস পেট ভরে খেলো সবাই। ভূরিভোজ ভালই হলো। কিন্তু, ভাটার টান যেন আর শেষ হয় না। স্রোত ঠিক আগের মতই রয়ে গেছে। একটুও কমেনি। গরডন চিন্তিত স্বরে ব্রিয়াঁকে বলল, 'এখন কি হবে? ভাটার টান তো মোটেও কমল না।'

'আমিও তাই ভাবছি, গরডন। আবার জোয়ার এসে পড়লে আজকে আর আমরা পার হতে পারব না। তার মানে বুঝতে পারছ?'

'তুমি ঠিকই বলেছ, ব্রিয়াঁ।' গরডনও ভাবছে কি করা যায়, 'আবার জোয়ার আসবার আগেই আমাদের জাহাজ থেকে নেমে পড়তে হবে। তা নাহলে, নতুন

ঢেউয়ের তোড়ে, পাথরের ধাক্কায় জাহাজ একদম চুরমার হয়ে যাবে।'

'সেটা তো বুঝতে পারছি,' ভগ্নস্বরে বলল ব্রিয়াঁ, 'কিন্তু এখন সবাই ডাঙায় পৌঁছাই কি করে? একটা ভেলা বানাবারও কোন উপায় নেই। কাঠের টুকরো-টাকরা যা ছিল সবই ঢেউয়ে ভেসে গেছে। হাতেও সময় খুবই কম! একমাত্র সম্বল আমাদের এই নৌকাখানা।' ব্রিয়াঁ বলে চলেছে, 'এই এক নৌকা করে তো আর সবাই পার হতে পারবে না। তাই ভাবছি, একটা কাজ করতে পারলে বোধহয় সমস্যার সমাধান হয়! জাহাজের মোটা দড়িটা যদি আমরা কেউ প্রবাল প্রাচীরের সাথে কোন পাথরে বেঁধে দিয়ে আসতে পারি তাহলে অন্যরা লাইফ বেল্ট পরে একে একে দড়ি ধরে পথটুকু পার হতে পারবে। এখানে যদিও ঢেউয়ের টান অত্যন্ত প্রবল, পানি হবে বড় জোর গলা সমান। দড়ি ধরে লাইফ বেল্ট পরে ঠিকই যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু দড়িটা বাঁধবে কে?' গরডন চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে জিজ্ঞেস করল। 'যে বাঁধতে যাবে তার তো ফিরে না আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। পানির যে ঘূর্ণিপাক, তাতে ডুবে যাবার আশঙ্কাই বেশি।'

ব্রিয়াঁ নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল, 'আমিই যাব দড়ি বাঁধতে।'

'তুমি!' গরডনের কণ্ঠে বিস্ময়। 'তাহলে আমিও তোমার সাথে যাব।'

'না, গরডন, আমি একাই যাব। তুমি বরঞ্চ জাহাজের সবার দিকে নজর রেখো।'

যেতে যখন হবেই তখন আর দেরি করে লাভ কি? যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই মঙ্গল। একটা মোটা শক্ত দড়ি কোমরের সাথে বাঁধল ব্রিয়াঁ। তারপর গরডনকে বলল, 'আমি কোমরে দড়ি নিয়ে সাঁতার কেটে এগুতে থাকব আর তুমিও সাথে সাথে দড়ি ছাড়তে থাকবে। দড়ি ছাড়তে কোন গোলমাল কোরো না যেন।'

জাহাজের সব খুদে যাত্রীরা ডেকে এসে ভিড় করেছে। জীবন বাজি ধরে ব্রিয়াঁ সমুদ্রে নামছে। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে কোন দুর্ঘটনা। এমনকি মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। বিরাট সব ঢেউ প্রচণ্ড বেগে যেভাবে ধাক্কা দিচ্ছে নিরেট পাথরশ্রেণীতে, ঘূর্ণিজলের যে অস্বাভাবিক তোড়, সব মিলিয়ে সমুদ্রে নামার কথা ভাবতেই অন্যদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

ডেকে ছিল ব্রিয়াঁর ছোট ভাই জ্যাক। সে কোন কথাই শুনবে না। অশ্রুসজল আতঙ্কিত চোখ ওর। কিছুতেই ওর বড় ভাই ব্রিয়াঁকে সমুদ্রে নামতে দেবে না সে। জ্যাক শেষ পর্যন্ত কান্নাকাটি শুরু করে দিল। ভাইকে আদর করে, অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে নেমে পড়ল ব্রিয়াঁ। ঢেউ আর প্রচণ্ড স্রোতের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এগুতে লাগল ব্রিয়াঁ। গরডন, মোকো, জ্যাক সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে ব্রিয়াঁর দিকে। উত্তেজনা ও আশঙ্কায় ওদের শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। ব্রিয়াঁর এই দুঃসাহসিকতা ওর প্রতি সবার শ্রদ্ধাবোধ এনে দিল।

সামনেই এক প্রবল ঘূর্ণিপাক! ব্রিয়াঁ আপ্রাণ চেষ্টা করছে এই ঘূর্ণি পার হতে। কিন্তু, ব্রিয়াঁর শক্তিতে কুলাচ্ছে না। হঠাৎ সেই ঘূর্ণির আবর্তে তলিয়ে গেল ব্রিয়াঁ। শুধুমাত্র অস্পষ্ট আর্তচিৎকার শোনা গেল, 'গরডন! বাঁচাও!'

গরডনও বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, অন্য ছেলেদের নিয়ে দড়ি ধরে টান দিল। অর্ধ-চেতন ব্রিয়াঁকে তোলা হলো ডেকে। ব্রিয়াঁর আর দড়ি বাঁধা হলো না।

এখন ওরা কি করবে? ব্রিয়াঁ তো দড়ি বাঁধতে পারল না। কিভাবে ওরা এখন পৌঁছবে ডাঙায়? এদিকে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এল। ভাটার শেষে জোয়ারও এসে পড়ল। ছোট্ট ছেলেগুলো শুধু হতাশ চোখে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখছে। যতই সময় পার হচ্ছে ওদের হতাশাও বেড়ে যাচ্ছে। সবাই ডেকের উপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে।

জোয়ারের জল ক্রমশই বাড়ছে। আর জাহাজ পানিতে কিছুটা ভেসে উঠে পাথরের সাথে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। হঠাৎ সবাই ভয়ে চিৎকার করে উঠে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। বিশালাকার এক ঢেউ প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে আসছে ওদের জাহাজের দিকে। ওদের চিৎকার বাতাসে মিলিয়ে যেতে না যেতেই সেই ঢেউ প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ল ওদের জাহাজের ওপর। এক ধাক্কাতেই প্রায় কুড়ি ফুট উপরে লাফিয়ে উঠে ছুটল জাহাজ।

সোজা তীরবেগে এসে জাহাজটি পড়ল সেই অজানা বালুকাবেলায়। পাথরের চাঁই বা প্রবালশ্রেণীর সাথে কোন সংঘর্ষ না ঘটিয়েই সব ডিঙিয়ে জাহাজটি সোজা এসে পড়েছে। ঢেউ চলে যেতেই ব্রিয়াঁরা দেখতে পেল জাহাজটি সমুদ্র সৈকতে সামান্য কাত হয়ে পড়ে আছে। আর ছেলেরাও তেমন কেউ আহত হয়নি। জাহাজেরও তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

ওই তো ডাঙা। কে জানে ওখানে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে!!

তিন

কাহিনীর শুরু।

এ কাহিনী যে সময়কার, সে সময় নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড শহরের নামকরা স্কুলগুলোর অন্যতম একটি স্কুল—চারম্যান বোর্ডিং স্কুল। শহরের নামী-দামী সব পরিবারের ছেলেরা এ স্কুলের ছাত্র। চারম্যান বোর্ডিং স্কুলের মান তখনকার ইউরোপের যে কোন নামকরা স্কুলের সমতুল্য। চারম্যান বোর্ডিং স্কুল শুধুমাত্র লেখা পড়া, অর্থাৎ, পাঠ্য-পুস্তকের ওপরই জোর দিত না, বরং পাঠ্য-পুস্তকের বাইরেও নানান বিষয়ে ছাত্রদের উৎসাহিত করা হত। ফলে, ছাত্ররা যখন এ বোর্ডিং থেকে পাস করে বেরিয়ে আসত তখন তারা শুধুমাত্র একটি সার্টিফিকেটেরই অধিকারী হত না, সত্যিকার অর্থে মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ার শিক্ষা নিয়ে বেরুত। ওরা সবাই যেন এক এক জন খুদে প্রতিভা। খুদে নাগরিক।

নিউজিল্যান্ড দ্বীপের নামকরণ করে ওলন্দাজ নাবিকেরা। তারা যখন প্রথমবারের মত এই দ্বীপে পদার্পণ করে তখন দ্বীপের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে এবং শান্ত পরিবেশের মায়াবী আকর্ষণে মুগ্ধ হয়ে সুন্দর এই দ্বীপটির নাম দেয় নিউজিল্যান্ড। যার বাংলা অর্থ 'নব সিন্ধু সৈকত'।

নিউজিল্যান্ডে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে আছে সাদা বরফে মোড়া সারি সারি পাহাড়। অপূর্ব সব হ্রদ। হিম-যুগের সব বরফের নদী ও হিমবাহ আছে। দেশের এক তৃতীয়াংশ ভূমি জোড়া দুর্গম অরণ্য। আরও আছে মূল দ্বীপের চারদিকে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ। সব মিলিয়ে এ যেন এক অপরূপ স্বর্গীয় দ্বীপপুঞ্জ।

১৮৬০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি। চারম্যান বোর্ডিং স্কুলের একদল ছেলে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনরা হৈ-হল্লা করতে করতে বেরিয়ে পড়ল স্কুল থেকে। দু'মাসের জন্যে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। সবাই এতদিন ধরে অপেক্ষা করছিল এই ছুটির জন্যে। ছুটিটা কে কিভাবে কাটাবে তাও প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। এদের ভেতর একদলের আবার সমুদ্রে ছুটিটা কাটাবার কথা। স্কুলের সবাই ওদের সমুদ্রে পাড়ি দেবার কথা জানে। এ দলটি এ জন্যে অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা ছোট্ট এক স্কুনারে করে নিউজিল্যান্ডের চারধারে ঘুরে বেড়াবে। অন্যদের ঈর্ষা হবারই কথা।

ছেলেদের অভিভাবকেরা দেড় মাসের জন্যে ওই স্কুনারটি স্কুলেরই একজন ছেলের বাবা—ক্যাপ্টেন উইলিয়াম গারনেটের কাছ থেকে ভাড়া করেছেন। সমুদ্র ভ্রমণে যে দলটি যাচ্ছে তাদের মধ্যে স্কুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাস থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচু ক্লাসের ছাত্ররাও রয়েছে। ওদের বয়স আট থেকে চোদ্দ বছর। ব্রিয়াঁ ও জ্যাক, এই দুই ভাই ফরাসী। গরডন আমেরিকান। ওরা তিনজন ছাড়া আর সবাই হচ্ছে ইংরেজ।

ক্যাপ্টেন গারনেটের যে জাহাজে করে ছেলেদের সমুদ্রে পাড়ি দেবার কথা সেটা এক পালতোলা স্কুনার জাতীয় জাহাজ। জাহাজটি অনেক পুরানো হলেও যথেষ্ট মজবুত। ছেলেদের নিয়ে রওনা হবার জন্যে জাহাজে একজন ক্যাপ্টেন, দু'জন মেট, ছয়জন নাবিক আর একজন বাবুর্চি নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও টুক-টাক কাজের জন্যে রয়েছে এক আদিবাসী মাওরি ছেলে মোকো।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ। ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে জাহাজ অকল্যান্ড থেকে যাত্রা করবে। যাত্রার আগের সন্ধ্যায় জাহাজের ক্যাপ্টেন, মেট আর নাবিকেরা জাহাজের ভার মোকোর হাতে ছেড়ে শহরে গেল একটু আমোদ-ফুর্তি করতে। পরদিন ভোরে তারা জাহাজে ফিরে জাহাজ ছাড়বে। এদিকে অভিভাবক আর ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে চোদ্দ জন ছেলে আগের দিন বিকেলেই জাহাজে চলে এসেছে। কথা আছে, তাদের অভিভাবকেরা পরদিন ভোরে এসে জাহাজে উঠবে সমুদ্রে যাত্রার জন্যে।

গোটা জাহাজ এখন ছেলেদের দখলে। জাহাজে না আছে কোন অভিভাবক, না আছে ক্যাপ্টেন বা অন্য কেউ। শুধু ওরা চোদ্দ জন এবং মাওরি ছেলে মোকো। কোন বাধা-নিষেধ নেই। যার যা খুশি করো। ছেলেরাও আর কালক্ষেপ না করে শুরু করে দিল নাচ, গান আর হৈ-হল্লা। মাওরি মোকোর বয়স মাত্র চোদ্দ। সে-ও বয়ার সঙ্গে জাহাজের বাঁধন ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে ওদের সাথে যোগ দিয়েছে। রাত ১০টা পর্যন্ত ওরা নাচানাচি আর চেঁচামেচি করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তাই যে যার কেবিনে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওরা শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে যে বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। মোকো তার

কর্তব্য পালনের জন্য বাইরে এসে চারদিক ভাল করে পরীক্ষা করে শুতে গেল। মোকো দেখল, যদিও আকাশের অবস্থা বেশি ভাল না, ঝড়ো হাওয়া বইছে তবুও ভয়ের কিছু নেই। অন্তত তেমন কিছু ওর চোখে পড়েনি।

এরপরের ঘটনা জাহাজের খুদে যাত্রীরা কেউই আর জানে না। কিভাবে যেন বয়া থেকে জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে যায়। আর ঝড়ো হাওয়ার টানে জাহাজ সোজা বন্দরের বাইরে এসে পড়ে। ঘুমন্ত ব্রিয়াঁরা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সারা রাত কিভাবে জাহাজ ভেসে চলেছে।

অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে যায় মোকোর। ও-ই প্রথম জাহাজের এই দশা দেখে। জাহাজ যে কোথায় ভেসে এসেছে তার কিছুই ও বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল মোকো। তারপর একটু ধাতস্থ হয়েই সবাইকে ডেকে তুলল। ওরাই বা কি করবে? ওরা তখন অকল্যান্ড থেকে ভেসে এসেছে বহুদূর! কোথায় কেউ জানে না!

জাহাজ ভেসে চলেছে তো চলেছেই। এদিকে আকাশ কালো করে মেঘ জমেছে। শুরু হয়েছে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। চারদিকের সাগরে যেন তাণ্ডবলীলা শুরু হয়েছে।

বিপদে পড়লেই মানুষের সত্যিকার পরিচয় যাচাই করা যায়। তেমনি, প্রয়োজনই সৃষ্টি করে যোগ্য নেতৃত্ব। দিশাহারা বালকেরা যখন ভীত ও সন্ত্রস্ত, তারা যখন স্থির করতে পারছে না কি করণীয়, ব্রিয়াঁ তখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। ও-ই সবচেয়ে বড়। সুতরাং ওকেই এখন ঠিক করতে হবে—কি করা হবে, না হবে। মোকোকে নিয়ে সে মাস্তুলে পাল টাঙাল যাতে করে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তারপর ব্রিয়াঁ বুদ্ধি করে ওদের দুর্ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ কতগুলো কাগজে লিখে তা বোতলে ভরে ভাল করে আটকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল। ব্রিয়াঁদের আশা, যদি ওই বোতল কোন জাহাজের লোকের চোখে পড়ে, বা অন্য কারও চোখে পড়ে তাহলে হয়তো ওর বিবরণ পড়ে উদ্ধারের জন্যে কোন না কোন জাহাজ আসবেই। কিন্তু, এই বিশাল সমুদ্রে ছোট্ট এসব বোতল কার চোখে পড়বে? কে বুঝবে এর গুরুত্ব!

অন্যদিকে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে অকল্যান্ডে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকাল বেলায় সবাই জানতে পারল বাচ্চাদের নিয়ে জাহাজ কিভাবে যেন সমুদ্রে ভেসে গেছে। অভিভাবকদের সবার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। কেননা, জাহাজে না আছে কোন অভিজ্ঞ নাবিক, না আছে কোন বয়স্ক লোক! বাচ্চাদের অবস্থা ভেবে সবাই অস্থির হয়ে পড়ল। সাথে সাথে চারদিকে তার বার্তা পাঠানো হলো। অসংখ্য জাহাজ ছেলেদের উদ্ধারের জন্যে সমুদ্র তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু তবুও বাচ্চাদের বা সেই জাহাজের কোন চিহ্নমাত্র খুঁজে পেল না কেউ। একের পর এক, অনেকদিন কেটে গেল এভাবে। অভিভাবকরাও ধরে নিলেন তাঁদের সন্তানদের ফিরে পাবার আর কোন আশাই নেই। সমুদ্র নিশ্চয়ই এতদিনে গ্রাস করেছে সবাইকে।

দেখতে দেখতে দু'মাস পার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ওদের আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছে। চারম্যান বোর্ডিং স্কুলের ছুটিও শেষ হয়ে গেছে। স্কুল আবার খুলেছে।

ছেলেরা সবাই ক্লাসে এসেছে কিন্তু ওদের চোখেমুখে বিষাদের ছায়া। একই সাথে ওদের চোদ্দ জন সহপাঠী আজ নিরুদ্দেশ। তারা বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও কেউ জানে না। এর চাইতে দুঃখজনক আর কি হতে পারে।

চার

বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকত, মরুভূমির মত ধুধু করছে। কোথাও জন-মানবের কোন চিহ্নই নেই।

ডাঙায় পা রাখতে পেরে ছোটরা সবাই আনন্দে মেতে উঠল। সমুদ্রে থাকতে থাকতে ওদের অনেকে সমুদ্রপীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এদিকে ব্রিয়াঁ ও অন্য যারা বয়সে একটু বড়, তারা দ্বীপের অবস্থান, কোন লোকের বাস করার চিহ্ন আছে কিনা, ওরা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবে কিনা এসব ভাল করে পরখ করে দেখতে লাগল। কিন্তু, ওদের ভীষণভাবে নিরাশ হতে হলো। ওরা এমন কিছু কোথাও খুঁজে পেল না যা দেখে বোঝা যায় এই দ্বীপে কোন লোক বাস করে। আসলে এখন বাস করা তো দূরের কথা, কোন যুগে কেউ এখানে বাস করেছে তাও মনে হয় না।

গরডনের সাথে পরামর্শ করতে গিয়ে ব্রিয়াঁ লক্ষ করল সে ভীষণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। গরডন ভালভাবেই বুঝতে পারছে ওরা এক জন-মানবহীন দ্বীপে এসে পড়েছে। যেখানে প্রতি মুহূর্তেই বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। হয়তো হিংস্র বন্য জন্তু-জানোয়ারের আস্তানাই হবে এটা।

গরডনকে কিছুটা ভরসা দেবার জন্যে ব্রিয়াঁ বলল, 'এ অঞ্চলে কোন মানুষ বাস করে বলে মনে হয় না। কিন্তু তাই নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কি আছে? আমাদের সাথে তো প্রচুর খাবার-দাবার, গোলা বারুদ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। আমরা ঠিকই একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারব। আগে চলো, মাথা গুঁজবার মত একটা আশ্রয় খুঁজে বের করি। তারপর দেখা যাবে অন্য কিছু। সমুদ্রে ডুবে মরার হাত থেকে যখন রক্ষা পেয়ে গেছি তখন এত ভয়ের কি আছে? এটা কোন মহাদেশই হোক বা নাম না জানা দ্বীপই হোক, এটা তো ডাঙা। ডাঙায় যখন একবার উঠতে পেরেছি, উদ্ধার পাবার কোন না কোন ব্যবস্থা হবেই।'

শেষ পর্যন্ত ওরা ভেবেচিন্তে ঠিক করল, যতদিন পর্যন্ত একটা নিরাপদ আশ্রয় ওরা খুঁজে না পায় ততদিন জাহাজেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। জাহাজের এখনও যা অবস্থা, তাতে নিশ্চিন্ত মনে এতে অনেকদিন কাটিয়ে দেয়া যাবে। ঝড়ের তোড়ে ডেকের সামনেটা ভেঙে গেলেও সেলুনের ও কেবিনের তেমন কিছুই ক্ষতি হয়নি। জাহাজটাকে আবার পানিতে নামানো না গেলেও ওদের জন্যে এটা এখন এক বিরাট আশ্রয়।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। জাহাজেই থাকা হবে। সুতরাং সব কিছু ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ব্রিয়াঁরা। সবাই মিলে জাহাজ থেকে ওঠা-নামার সুবিধার জন্যে একটা দড়ির মই তৈরি করে ফেলল। এবার খাবারের বন্দোবস্ত করতে হয়।

মোকোকে দেয়া হলো রান্নার ভার। আর বাক্সটার তার বোনের কাছ থেকে নানান রকম মজাদার খাবার রান্না করতে শিখেছে। তাই ও নিজে থেকেই এগিয়ে এল মোকোকে সাহায্য করবার জন্য।

সাঁঝের তারা নিভে গিয়ে রাত নেমে এল। এখন ওদের সবাইকে নিশ্চিন্ত মনে হচ্ছে। ওদের মন থেকে উৎকণ্ঠার ভাব মুছে গেছে। সবার মুখেই আবার হাসির ছ'টা দেখা যাচ্ছে। সবাইকে এখন বেপরোয়া কোন দুঃসাহসিক অভিযানের অভিযাত্রী বলে মনে হচ্ছে। সবাইকে আনন্দে উৎফুল্ল দেখালেও ওদের একজন সেই মন-মরা অবস্থাতেই চুপচাপ বসে আছে। ওর কোন ভাবান্তর নেই। কি হয়েছে ব্রিয়াঁর ছোট ভাই জ্যাকের?

রাত ক্রমেই গভীর হয়ে এল। গত ক'দিনের ঘুমাতে না পারার ক্লান্তি ওদের পেয়ে বসেছে। তাই খেয়ে নিয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান পালা করে পাহারা দিতে থাকল। অজানা-অচেনা জায়গা, কখন কি বিপদ আসে তার ঠিক নেই। তাই নিজেদের সাবধানতা নিজেদেরই অবলম্বন করা উচিত।

রাতটা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে সবাই বেশ ভোরেই জেগে উঠল। সকালের নাস্তা খেয়েই ওরা লেগে গেল জাহাজের সমস্ত কিছুর তালিকা করতে। খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড়, অন্যান্য রসদ পত্র সবকিছুরই একটা তালিকা ওরা তৈরি করতে চায়। ফলে ওরা বুঝতে পারবে কিসের ওপর ওরা ভরসা করতে পারে। খাবারের কথা উঠতেই গরডন বিজ্ঞের মত সুন্দর এক যুক্তি দিল, 'জাহাজে খাদ্যের যে পুঁজি, তাতে বেশ অনেকদিন চলবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কতদিন? কতদিন, কত মাস, কত বছর এখানে থাকতে হবে তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? সেজন্যেই আমাদের উচিত যতদিন পারা যায় জাহাজের খাবার না খেয়ে এই দ্বীপ থেকেই খাবারের ব্যবস্থা করা। আমরা পাখির ডিম, ঝিনুক, মাছ ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টা করলেই বুদ্ধিমানের কাজ করব।'

গরডনের কথা শুনেই ছোটরা সব আনন্দে নেচে উঠল। পাখির ডিম, ঝিনুক সংগ্রহ আর মাছ ধরা, এসব কাজের মধ্যে ওরা সত্যিকার রোমাঞ্চের গন্ধ খুঁজে পেল। হৈ চৈ আর ছোটাছুটির এই মোক্ষম সুযোগ হাতে পেয়ে ইভারসন লাফিয়ে উঠল, 'চল! আমরা এক্ষুণি পাহাড় ঘুরে পাখির ডিম খুঁজে নিয়ে আসি।'

সারভিসও কম যায় না, সে বলল, 'আমি বরঞ্চ মাছ ধরতে যাই। আর কে কে যাবে আমার সাথে?'

ডোল, কোস্টার ও আরও কয়েকজন 'আমি যাব, আমি যাব!' করে সার্ভিসের পাশে এসে দাঁড়াল।

ছোটদের এই খেলায় মেতে ওঠা দেখে ব্রিয়াঁ বলল, 'এটা খেলা করার সময় নয়। যে যেই কাজ পারবে সে-ই শুধু সেটা করতে যাবে। পাখির ডিম সংগ্রহ বা মাছ ধরা পরে হবে। এখন চল কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে আনি। সামুদ্রিক ঝিনুক খেতে খুব মজা হবে। ঝিনুক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান শুরু করি।' ব্রিয়াঁর কথা শুনে ছোটরা সব ছুট দিল সমুদ্রের তীর থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করতে।

এদিকে বয়সে যারা কিছুটা বড় তারা ডেকে বসে জাহাজের সব জিনিসের একটি লিস্ট তৈরি করে ফেলল। কোথায় কি আছে সব বিস্তারিত লিখে রাখল ব্রিয়াঁরা। জাহাজ চালানোর জন্য রয়েছে ব্যারোমিটার, কম্পাস, স্টর্মগ্লাস ইত্যাদি। আগ্নেয়াস্ত্র আছে: আটটা এয়ারগান, একটা রাইফেল, বারোটা রিভলভার, দুটো পিতলের কামান আর প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ। রাইফেলের গুলি রয়েছে প্রায় তিনশো। এয়ারগানের গুলি অসংখ্য, আর দুই পিপে বারুদ। এছাড়াও মাছ ধরার সরঞ্জাম, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। মোট কথা, পরিবার-পরিজনসহ একদল অভিজাত মানুষের বিলাস ভ্রমণের জন্যে যা যা প্রয়োজন তার কোন কমতি নেই।

দেখতে দেখতে প্রায় দুপুর হয়ে এল। সারভিস, ডোল, কোস্টাররা ইতিমধ্যে ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরেছে। ওরা এক লোভনীয় খবর জানাল। ঝিনুক কুড়াতে গিয়ে ওরা অনেক বুনো কবুতর দেখে এসেছে। ডোনাগান শিকারের গন্ধ পেয়েই লাফিয়ে উঠল, 'গোটা কয়েক কবুতর শিকার করে আনলেই খাবারটা বেশ মজাদার হবে। তোমরা কি বলো, ক্রস, ওয়েব, উইলকক্স?' ওরাও ডোনাগানের কথায় সায় দিয়ে উঠল। ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে এমনি সময়ে মোকো এসে সবাইকে খাবার জন্য ডাক দিল। ফলে পাখি শিকার আপাতত বন্ধ রেখে সবাই খেতে চলল।

খেতে বসে ওদের আনন্দ-উল্লাস দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না ওরা কোন বিপদে আছে। ওদের হাবভাব এমন, যেন ওরা পিকনিক করতে এসেছে। দুপুরের আহারের পর সারভিস, ইভারসন, ডোল আর কোস্টার ছিপ নিয়ে নদীতে গেল মাছ ধরতে। অন্যরা সবাই জাহাজের জিনিসপত্র ঠিকঠাক করে রাখতে লেগে গেল।

সন্ধ্যার আগেই ইভারসন বেশ বড় তিনটে মাছ ধরে নিয়ে এল। মজা করে তাজা মাছ ভাজা খেয়ে সবার চোখ জুড়িয়ে এল ঘুমে। রাতও বেশ হয়েছে। সুতরাং যে যার মত ঘুমাতে গেল।

গত রাতে ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান পালা করে পাহারা দিয়েছিল। তাই আজ ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স পাহারায় থাকল। বলা তো যায় না অজানা জায়গায় কখন কি বিপদ হয়!

পাঁচ

রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত। এভাবেই কেটে গেল আরও বেশ ক'টা দিন। যারা ছোট, তারা বাবা-মা'র কড়া শাসনের বাইরে এমন মুক্ত বিহঙ্গের মত দিন কাটাতে পেরে যারপরনাই খুশি। নিজেদের খেয়াল খুশিমত ঘুরে ফিরে, খেলাধুলা করে দিন কাটাতে পেরে ওদের মনে কোন উদ্বেগ-দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই। এভাবে সারাটা জীবন কাটাতে পারলেই যেন ওরা সবচেয়ে সুখী হয়। কিন্তু, ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান চিন্তিত। ওরা বুদ্ধিতে এবং বয়সে সবার বড় এবং ওরা ঠিকই

জানে আর কিছুদিন পরই ছোটরা এই আনন্দ-ফুর্তি ভুলে বাবা-মা'র কাছে যাবার জন্য অস্থির হয়ে উঠবে। সেজন্যেই এই তিনজন সারাক্ষণ নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবে। দেশে ফিরবার উপায় খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে।

ব্রিয়াঁ একদিন নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্যে পাহাড়ের উত্তর দিকটা ঘুরে আসার প্রস্তাব দিল। ওরা কোথায় আছে সেটা যদিও বুঝতে পারছে না, তবে এ অঞ্চল যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় নয়, তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। খুব সম্ভব দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি কোন অঞ্চল হবে এটা।

ব্রিয়াঁর প্রস্তাবে ডোনাগান, গরডনরা রাজি হলেও আবহাওয়ার কারণে ওদের আরও ক'দিন অপেক্ষা করতে হলো। বৃষ্টি আর কুয়াশার জন্যে ওরা বেশ কয়েকদিন জাহাজ থেকে বেরুতেই পারল না। তবে অবশ্য এরই মধ্যে আবহাওয়া কিছুটা ভাল হলেই ডোনাগান তার শিকারের সঙ্গীদের নিয়ে কবুতর শিকারে বের হয়ে পড়েছে।।

এমনি একদিন ডোনাগান তার দল নিয়ে গেছে কবুতর শিকারে। ইভারসনরা গেছে মাছ ধরতে। আর ব্রিয়াঁ, গরডন, বাক্সটার ও মোকো জাহাজের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ সমুদ্রের কিনার থেকে ছেলেদের হৈ-চৈ শুনে ব্রিয়াঁরা সেদিকে ছুটল ব্যাপার কি দেখবার জন্যে। ওদের আসতে দেখে জেনকিন্স বলে উঠল, 'ব্রিয়াঁ, তোমরা শিগ্‌গির এসো, দেখো ইভারসন কেমন ঘোড়ায় চড়েছে!'

ব্রিয়াঁরা দূর থেকে দেখতে পেল কোস্টার আর ইভারসন কি যেন এক জন্তুর পিঠে চেপে বসেছে আর জন্তুটি ওদের নিয়েই সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইভারসনরা চেষ্টা করেও ওটাকে আটকাতে পারছে না। কাছাকাছি এসে ব্রিয়াঁরা দেখল যে সারভিসরা এক অতিকায় সামুদ্রিক কাছিমের উপর আঁকড়ে বসে আছে আর অন্যান্যেরা একটা বড় দড়ি দিয়ে কাছিমের গলায় বেঁধে সেটাকে টেনে ধরে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু অত বড় কাছিমের শক্তির সাথে কি ওরা কুলিয়ে উঠতে পারে?

কাছিমটাকে দেখেই ব্রিয়াঁ ভাবল, ওটাকে ধরতে পারলে চমৎকার হবে! এ ধরনের সামুদ্রিক কাছিমের মাংস খুব সুস্বাদু হয়। এই কাছিমটাকে কাবু করতে পারলে তাদের খাবারের ব্যাপারে বহুদিন আর কোন ভাবনা থাকবে না।

কিন্তু কি করে এটাকে ধরা যায়? গুলি করার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। পাথরের মত শক্ত খোলে গুলি কোন কাজেই আসবে না।

সবাই যখন ভাবছে তখনই গরডনের মাথায় বুদ্ধিটা খেলে গেল। কাছিমটাকে ধরতে হলে ওটাকে চিৎ করে উল্টে ফেলতে হবে।

কাছিমটার আকার-আকৃতি আবার দেখে নিয়ে সারভিস জানতে চাইল, 'এত বড় কাছিমকে উল্টাবে কি করে?'

ব্রিয়াঁর মাথায় কিন্তু উল্টে ফেলার বুদ্ধি চলে এসেছে। সে মোকো আর সারভিসকে দৌড়ে গিয়ে জাহাজ থেকে কয়েকটা বাঁশ নিয়ে আসতে বলল। মোকোরা ছুটল বাঁশ আনতে। সবার ভেতরেই কেমন যেন একটা দুঃসাহসিক ভাব এসে গেছে। ওরা যেন এক যুদ্ধে নেমেছে।

ব্রিয়াঁ দেখল, কাছিমটা আর হাত পঞ্চাশেক গেলেই সমুদ্রে নেমে পড়বে। একবার সমুদ্রে নামতে পারলে ওদের মত একশো জনও আর ওটাকে আটকাতে পারবে না। তাই সে ইভারসন ও কোস্টারকে কাছিমটার পিঠ থেকে নামিয়ে সবাইকে নিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়ি ধরে টেনে ওটার গতিরোধ করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু, ওদের টানের কোন তোয়াক্কা না করে কাছিমটি রাজকীয় ঢঙে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। টাগ-অফ-ওয়ারে কাছিমটির হারবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! বরঞ্চ, সবাইকে টেনে নিয়ে চলতে লাগল। আর বুঝি ওটাকে ঘায়েল করা গেল না। ঠিক এ সময়ে মোকো আর সারভিস বাঁশ নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলো। বাঁশ দিয়ে সবাই মিলে বহুক্ষণ কসরৎ করে শেষ পর্যন্ত কাছিম মহাশয়কে চিৎ করে ফেলল। আর যেই না চিৎ করা, কাছিম বাবাজী একদম কাবু! তার এতক্ষণের বাহাদুরি একদম উবে গেল। এখন নিতান্তই অসহায়ের মত মুখ বার করে চার পা শূন্যে তুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কচ্ছপটাকে কাবু করার পর মোকো সবার জিভে পানি এনে দিয়ে বলল, 'এই ধরনের কাছিমের মাংস চমৎকার নরম হয়, আর খেতে যা স্বাদ না! আজ তোমাদের এমন সুন্দর করে রেঁধে খাওয়াব যে কোনদিনই ভুলতে পারবে না।'

মোকোর কথা শেষ হতেই ওরা দ্বিগুণ উৎসাহে হাতের কুড়ুল দিয়ে কচ্ছপটাকে কাটা শুরু করে দিল। আস্ত কচ্ছপটাকে বয়ে নিয়ে জাহাজে যাওয়া সম্ভব নয় বলেই ওরা টুকরো টুকরো করে কেটে নিল। নুন মাখিয়ে রাখলে অনেক দিন ধরে ওরা এই মাংস খেতে পারবে।

কিভাবে যে এপ্রিল মাস চলে এল তা ওরা টেরই পেল না। আবহাওয়াও বদলে গেছে অনেক। ঝড়-বৃষ্টির নিত্য প্রকোপ কমে গেছে। শীতও কমে গেছে বেশ। আবহাওয়া দেখে মনে হয় আগামী কয়দিন ভালই থাকবে। এই সময়ের অপেক্ষাতেই যেন বসে ছিল ওরা। শীত আসবার আগেই মাথা গুঁজবার একটা ভাল ঠাঁই ওদের খুঁজে বার করতে হবে।

ডোনাগান তাই একদিন প্রস্তাব দিল, 'ব্রিয়াঁ, চলো আমরা ক'জন কালই পুব দিকের পাহাড়টা ঘুরে আসি। ওধারে হয়তো বা ভাল আশ্রয় পেলেও পাওয়া যেতে পারে। বনের মধ্যে দিয়ে শর্টকাট রাস্তা ধরে গেলে বেশি সময় লাগবে না।'

ব্রিয়াঁ এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল।

গরডন ওদের প্ল্যান শুনে জানতে চাইল, 'তোমরা যদি কাল সকালে রওনা হও, তাহলে কি কালই ফিরে আসবে?'

'তা হয়তো সম্ভব নাও হতে পারে,' বলল ব্রিয়াঁ। 'আমাদের ফিরতে দিন কয়েক দেরিও হতে পারে। যদি দেরি হয় তাহলে কোন দুশ্চিন্তা কোরো না। আমরা সাবধানেই থাকব। তোমরাও সাবধানে থেকো।'

পরদিন ভোরে ব্রিয়াঁ, ডোনাগান, সারভিস আর উইলকক্স বেরিয়ে পড়ল শীতকালের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। সাথে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই নিল ওরা। আরও নিল দিন চারেকের খাবার। আত্মরক্ষার জন্যে রিভলভার, গোলা-বারুদ নিতেও ভুলল না। ওদের সহযাত্রী কিন্তু আরও একজন আছে, ওদের প্রিয়

কুকুর ফ্যান।

রওনা হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা জঙ্গলে পৌঁছে গেল। জঙ্গল ধরে যেতে যেতে ওরা অসংখ্য নাম না জানা জন্তু-জানোয়ার আর পাখি দেখতে পেল। সামনে কোন জন্তু দেখলেই ফ্যান ঘেউ ঘেউ করে ছুটে যায় সেদিকে। কিন্তু ব্রিয়াঁদের উদ্দেশ্য শিকার নয়, সুতরাং ওরা ফ্যানকে নিরস্ত করল এরকম অহেতুক ছোটাছুটি থেকে। ওদের এই অভিযানের প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে অন্তরীপের সেই পাহাড়টা ঘুরে ফিরে পুরো অঞ্চলটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা। কোন ভাল আশ্রয় খুঁজে বের করা।

ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ডালপালা সরিয়ে ওরা অবশেষে একটি ছোট পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছল। কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ওরা পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। উপরে উঠে দূরবীন দিয়ে চারদিক ভাল করে দেখল। দূরবীন দিয়ে যতদূর দেখা যায় কোথাও সমুদ্রের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া গেল না। ডোনাগানের হাত থেকে উইলকক্স দূরবীন নিল। কিন্তু পিছনের দিকে ফেলে আসা প্রবাল দ্বীপের জলোচ্ছ্বাস ছাড়া আর অন্য কিছুই ওর চোখে পড়ল না। ব্রিয়াঁ বেশ চিন্তিত হয়ে বলল, 'এটা কোন মহাদেশের অংশ তা আমার মনে হয় না। আমার মনে হয় এটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন দ্বীপ। তবে যাই হোক না কেন আমার মনে হয় জঙ্গলটা পার হলেই আমরা পুব দিকে সমুদ্র দেখতে পাব।'

সারভিস ব্রিয়াঁর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, 'আর একটু পথ পার হলেই সব বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে।'

সারভিস খাবার কথা বলতেই অন্যদেরও খিদে চাড়া দিয়ে উঠল। সবাই পাহাড় থেকে নেমে পেট ভরে খেয়ে নিল কচ্ছপের মাংস। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল পুব দিকের পথে।

পাহাড়ী রাস্তায় চলতে ওদের যতটুকু কষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট হতে লাগল ঝোপঝাড় সাফ করে বনটুকু পার হতে। শেষ পর্যন্ত, ঝোপঝাড় কেটে, ডাল-পালা সরিয়ে জঙ্গলটুকু পার হতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল। একটা ফাঁকা জায়গা দেখে ওরা ডালপাতা এনে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। এই আগুনের পাশে বসেই রাত কাটাবে ওরা। ভোর হলেই আবার রওনা হবে গন্তব্য পথে।

পরদিন দুপুর নাগাদ ওরা এসে পৌঁছল একটা পাহাড়ী নদীর কাছাকাছি। জায়গাটা বেশ খোলা-মেলা। নদীর পানি খুবই স্বচ্ছ, একদম কাঁচের মত। নদীর গভীরতা এক হাঁটুর বেশি নয়। ওরা এই নদীর পাড় ধরে বেশ অনেকদূর যাবার পর দেখতে পেল নদী পার হবার জন্যে কে যেন সুন্দর করে বড় বড় পাথর সাজিয়ে নদীর ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। ব্যাপারটা দেখে সবাই ভয় পেয়ে গেল। এটা যে প্রকৃতির খেয়ালে ওদের জন্যে আপনা-আপনি তৈরি হয়নি তা ওরা বেশ বুঝতে পারল। এটা বুঝতেও ওদের মোটেই কষ্ট হলো না যে এই রাস্তা মানুষেরই তৈরি। তাহলে নিশ্চয়ই এখানে মানুষ আছে? কারা থাকে এখানে? কোন জলদস্যুদের আস্তানা নয়তো এটা? অথবা কোন ভাল মানুষের বসতি? কিংবা নরখাদক? কারা?

এরা কারা হতে পারে?

অজানা আশঙ্কায় ব্রিয়াঁরা এবার খুব সাবধানে চোখ-কান খোলা রেখে চলতে লাগল। কিন্তু সারা দিন পরও না দেখা গেল সমুদ্রের কিনারা না কোন জন-মনুষ্যির চিহ্ন।

সারাদিনের পথ চলায় ওরা ভীষণ ক্লান্ত। তাই তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করেই ওরা রাত কাটাবার মত একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে শুরু করল। অল্প কিছুক্ষণ খুঁজতেই ওরা পেয়ে গেল রাত কাটাবার জায়গা; একটা বিরাট গাছ—ডালপালা ও লতা-পাতা নিয়ে এমনভাবে কাত হয়ে আছে যেন কোন কুঁড়ে ঘর। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ, গা এলিয়ে দেয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন ভোরে আলো ফুটে উঠতেই প্রথমে ঘুম ভেঙে গেল সারভিসের। চোখ কচলাতে কচলাতে সে বেরিয়ে এল বাইরে। পিছন ফিরে তাকিয়েই সে চিৎকার করে উঠল, 'ব্রিয়াঁ, ডোনাগান, উইলকক্স তোমরা কি উঠেছ? জলদি এদিকে আসো!' সারভিসের এরকম চিৎকারে ব্রিয়াঁরা ঘুম ঘুম চোখে ছুটে এল ওর কাছে।

'দেখো! দেখো, আমরা কোথায় রাত কাটালাম!' উত্তেজিত সারভিস এক নিঃশ্বাসে কথা শেষ করল।

ব্রিয়াঁরা সবাই স্তম্ভিত হয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল কোথায় তারা রাতটা কাটিয়েছে। যেটাকে ওরা গাছের ডালের আচ্ছাদন মনে করেছিল আসলে সত্যিই সেটা একটা ছোট্ট কুঁড়েঘর। এই ধরনের কুঁড়েঘরের কোন দেয়াল থাকে না। গাছের গায়ে ঠেকানো চালা চারধারে ঢালু হয়ে নেমে যায়। রেড ইন্ডিয়ানরা এ ধরনের ঘরে বাস করে। এই কুঁড়েঘর 'অ্যাজুপা' নামে পরিচিত।

ডোনাগান শান্ত স্বরে বলল, 'এখানে তাহলে মানুষ থাকে।'

ব্রিয়াঁ ঝটপট উত্তর দিল, 'এখন না থাকলেও আগে যে থাকত সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।'

'এবার বোঝা যাচ্ছে নদীর ওপর দিয়ে কে এমনভাবে পাথর সাজিয়ে রাস্তা করেছে,' উইলকক্স মন্তব্য করল।

ব্রিয়াঁরা সেখানে আর দেরি না করে আবার রওনা হলো। ওরা একটা জিনিস লক্ষ করল, যতই সামনে যাচ্ছে ততই ঝোপঝাড় কমে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা এক বালুচরে এসে পড়ল। বালুচরের অল্পদূরেই ওরা দেখতে পেল উত্তাল সমুদ্র অজস্র ফেনা নিয়ে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে।

ব্রিয়াঁর অনুমানই সত্য হলো দেখে সবাই কেমন যেন নিরাশ হয়ে পড়ল। এটা যে কোন মহাদেশের অংশ নয়, একটা দ্বীপ মাত্র, তা বুঝতে ওদের আর বাকি রইল না। অর্থাৎ, উদ্ধার পাবার আশা যে ছেড়ে দেয়াই ভাল সেটা ওরা বুঝে নিল।

হতাশ মনে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কিছুটা সময় বিশ্রাম নিয়ে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলো ওরা। এমন সময় ওদের পোষা কুকুর ফ্যান কারও দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে সোজা সমুদ্র তীরের দিকে ছুটে গেল। তারপর ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে সোজা সমুদ্রের কিনারে মুখ ডুবিয়ে চুক চুক করে পানি খেতে লাগল। ওরা অবাক হয়ে ভাবল, সমুদ্রের পানি তো লোনা, ফ্যান কি করে এই

লোনা পানি খাচ্ছে? ওরা ছুটে গেল ফ্যানের দিকে। উইলকক্স আঁজলা ভরে পানি নিয়ে মুখে দিল স্বাদ পরখ করবার জন্য, এবং সাথে সাথেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সমুদ্রের পানি এত মিষ্টি, এত পরিষ্কার হয় কি করে?' উইলকক্সের কথায় অন্যেরাও দু'হাতে পানি নিয়ে খেলো। এতক্ষণে ওরা বুঝতে পারল তারা যেটাকে সমুদ্র মনে করেছে, আসলে সেটা এক দিগন্ত বিস্তৃত হ্রদ।

ব্রিয়াঁরা আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল। এটা কোন মহাদেশের অংশ না দ্বীপ সেটা আবার অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তাই ওরা সিদ্ধান্ত নিল, এ বিষয়টি নিশ্চিত না জেনে ওদের ফেরা চলবে না। অর্থাৎ, ওদের আরও খোঁজ নিতে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে রাত্রিটা কোনমতে ওরা কাটিয়ে দিল। পরদিন ভোরেই আবার শুরু হলো পথ চলা। বেশ অনেকক্ষণ চলার পর ওরা একটা পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছাল। ছোট্ট এক নদীর কিনার ঘেঁষে এই পাহাড়। নদীর দক্ষিণ পাড়ে বিরাট এক জলাভূমি। ব্রিয়াঁরা পাহাড়টির পাশ ঘেঁষে গিয়ে পৌঁছাল এক সমতল ভূমিতে। ঠিক এমনি সময়ে বড় বড় পাথরের আড়ালে একটা জীর্ণ নৌকা দেখতে পেয়ে উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল সারভিস। নদীর তীর থেকে অল্প দূরেই নৌকাটি পড়ে আছে। দিনের পর দিন রোদ বৃষ্টিতে পড়ে থেকে নৌকাটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শ্যাওলা পড়ে কাঠগুলো পচে গেছে। নৌকাটির জীর্ণ অবস্থা দেখে আঁচ করবার উপায় নেই কতদিন বা কত বছর আগে এটা ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল।

ওই নৌকা দেখে ওরা আরও শঙ্কিত হয়ে উঠল। এদিকে ফ্যানও কেন জানি হঠাৎ করে অদ্ভুত আচরণ শুরু করে দিল। গর্‌র্ গর্‌র্ শব্দ করে এক একবার ছুটে যায় সামনের দিকে, আবার কি দেখে যেন ভয়ে লেজ গুটিয়ে ফিরে চলে আসে। ওরা ফ্যানের এমন অদ্ভুত আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেছে।

হঠাৎই ডোনাগানের চোখ পড়ল কাছের একটা বীচগাছের গুঁড়ির ওপর। কে যেন ছুরি দিয়ে স্পষ্ট ইংরেজিতে লিখে রেখেছে:

এফ. বি.

১৮২৭

অবাক বিস্ময়ে ওরা তাকিয়ে রইল ওই অক্ষরগুলোর দিকে। কারও মুখে রা নেই। অদ্ভুত এক অনুভূতি ওদের বাক্ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এদিকে ফ্যানকেও বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। ওর রকম-সকম দেখে ব্রিয়াঁ সবাইকে সতর্ক হয়ে চলতে বলল। ওরা সবাই বন্দুক উঁচিয়ে ধীর পায়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ফ্যানের পেছন পেছন চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে একটা ঝোপের সামনে এসে ফ্যান আবার গর্‌র্ গর্‌র্ করে চাপা গর্জন শুরু করে দিল। ব্রিয়াঁ আর ডোনাগান ভাল মত লক্ষ করে দেখল ঝোপের ভেতর কোন গুহা আছে বলে মনে হচ্ছে। ব্রিয়াঁ আর ডোনাগান তখন কুড়ুল দিয়ে সেই ঝোপ কেটে সাফ করে সামনে কি আছে তা দেখার জন্যে এগুলো। আর অন্য দুইজন বন্দুক হাতে পেছনে তৈরি রইল যদি কোন বিপদ আসে সেই শঙ্কায়। ওরা ধীরে ধীরে, খুব সতর্ক পায়ে ঝোপ পেরিয়ে সেই পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়াল। ওদের সামনেই ছোট মুখওয়ালা বেশ বড় একটা গুহা। ব্রিয়াঁরা ঠিক মনস্থির করতে

পারছে না ওই গুহায় ঢুকবে কিনা। কে জানে কি অপেক্ষা করছে সেখানে। গুহাটি হয়তো বিষাক্ত গ্যাসে ভরা হতে পারে। অথবা, কোন বন্য জন্তুর আবাস। যাই হোক না কেন, এই গুহা ওদের ভাল করে দেখতেই হবে। হয়তো শীতের জন্য এটা তাদের একটা ভাল আশ্রয় হতে পারে।

গুহাটিতে সত্যি বিষাক্ত গ্যাস আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে সুন্দর একটা বুদ্ধি এল ব্রিয়াঁর। কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে ফেলল গুহাতে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। ব্রিয়াঁ জানে, গুহাতে বিষাক্ত গ্যাস থাকলে আগুন নিভে যাবে। কিন্তু শুকনো পাতা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠায় আশ্বস্ত হলো সে—না, গ্যাস নেই।

উইলকক্স সকাল থেকেই কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিল। গুহার সামনে এসে ওর ভয় আরও বেড়ে গেছে। তাই সে ব্রিয়াঁকে ভীত-শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এই গুহায় এখনই নামতে চাও?'

ডোনাগানও কিছুটা ভয় পেয়েছে। সে বলল, 'গুহায় বিষাক্ত গ্যাস না হয় নেই। কিন্তু, হিংস্র জীব-জন্তু তো থাকতে পারে? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখে নিলে ভাল হত না?'

ব্রিয়াঁ নিজেও ভয় পেয়েছে। কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে না দিয়ে বলল, 'ভয়ের কি আছে? ওই বড় ডালটাকে মশাল বানিয়ে ভেতরে ঢুকব আমরা। তাছাড়া সবার কাছেই তো বন্দুক আছে।'

কথা শেষ করেই ডালটিতে আগুন ধরিয়ে দুরু দুরু বুকে গুহায় ঢুকে পড়ল ব্রিয়াঁ। অন্যেরা সবাই গেল পিছন পিছন।

গুহাটায় এক বিশ্রী ছমছমে ভাব বিরাজ করছে। অজানা ভয়ে ওদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার অবস্থা হলেও ওরা এগিয়ে চলেছে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি আসতে পারে।

গুহার প্রবেশ পথটি বেশ ছোট, চার ফুট উঁচু ও দুই ফুট চওড়া। তবে প্রবেশ পথ ছোট হলেও ভেতরটা বেশ বড়। প্রায় ১২ ফুট উঁচু এবং লম্বায় ও চওড়ায় পঁচিশ ফুট। মেঝেটা বালি আর শক্ত পাথরে ঢাকা।

মশালের আলোতে ব্রিয়াঁদের কিম্ভূতকিমাঁকার ছায়া পড়ছে গুহার দেয়ালে। ঠিক ভূতের মত দেখাচ্ছে ছায়াগুলোকে। মশালটা ভালভাবে জ্বলছে না। তাই উইলকক্স হঠাৎ আবছা আঁধারে দেখতে না পেয়ে একটা কাঠের বেঞ্চের সাথে ধাক্কা খেলো। মানুষের ব্যবহারের জন্যে তৈরি করা কাঠের বেঞ্চ দেখে ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে। ভাল করে চারপাশে তাকিয়ে দেখল, দূরে একটা কাঠের টেবিলও আছে। টেবিলের ওপর রয়েছে একটা মাটির কলসি, দুটো থালা, একটা বড় ছুরি, একটা এনামেলের পেয়ালা, একটা পিতলের জগ ও মাছ ধরার সরঞ্জাম। দেয়ালের ওপাশে আছে একটা কাঠের আলমারি। ডালা ধরে টান দিতেই খুলে গেল সেটা। ভেতরে রয়েছে অতি জীর্ণ কয়েকটি কাপড়।

অতীতে এ গুহায় যে মানুষ থাকত সে ব্যাপারে ওদের আর কোনই সন্দেহ রইল না। কিন্তু কতদিন আগে থাকত তারা? কে থাকত এই গুহায়—কে বা কারা?

সে বা তারা এখন কোথায়? এমনি নানা প্রশ্ন ওদের মনে ঘুরপাক খেতে লাগল।

এসব প্রশ্নের উত্তর কারওই জানা নেই বলে ওরা চুপচাপ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে। হলঘরের অন্য প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা বিছানো একটি শয্যা ওদের চোখে পড়ল। মাথার দিকে একটা কাঠের টুল, টুলের ওপর একটা ক্যান্ডেল স্ট্যান্ড। মোম গলে গলে তলায় জমেছে। বিছানার ওপর চাদর বিছানো। যে চাদর বিছিয়েছে, তার আর ফিরে আসা হয়নি এই বিছানায়।

হঠাৎ ওরা খেয়াল করল ফ্যান গুহা থেকে বাইরে বেরিয়ে সমানে চিৎকার করে চলেছে। ওদের ডাকছে। ওরা চুপি চুপি গুহার বাইরে বেরিয়ে এল।

অল্প দূরেই বয়ে চলেছে নদী। নদীর তীর পর্যন্ত ঘন ঝোপের সারি। আবার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে ওরা এগুতে লাগল নদীর দিকে। মাত্র কয়েক পা যাওয়া মাত্রই ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য দেখে ওরা ভয়ে আঁতকে উঠল। প্রচণ্ড ভীতিতে ওরা যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছে।

ঠিক ওদের সামনে, একটা বীচ গাছের তলায় পড়ে আছে একরাশ হাড়-গোড়। এটা যে মানুষের কঙ্কাল তা বুঝতে একটুও কষ্ট হলো না ওদের।

ছয়

ওদের আশঙ্কাই সত্য হলো! মনে মনে এই ধরনের একটা কিছুর ভয়ই করছিল, তাই কঙ্কালটি দেখে ওরা আরও চুপসে গেল। কিছুক্ষণ পরে, একটু আত্মস্থ হয়ে ওরা কাছে গেল। দেখল, লোকটি হাত-পা ছড়িয়ে মারা গিয়েছে, গোটা কঙ্কালটাই আস্ত রয়েছে।

ভয় এখনও কাটেনি। নানা প্রশ্ন এসে দানা বাঁধছে ওদের মনে। কে এই দুর্ভাগা লোক? কত দিন বা কত বছর আগে সে এই নির্জন দ্বীপে এসেছিল? তখন তার বয়সই বা কত ছিল? সে কি কোন ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিক? নাকি কোন জ্ঞান তাপস সাধু? অথবা, ওদেরই মত ভেসে আসা কোন হতভাগ্য কিশোর! না জানি কত মাস, কত বছর নিদারুণ দুঃখে-কষ্টে তাকে কাটাতে হয়েছে এই দ্বীপে! হয়তো বা যৌবনের উচ্ছলতায় ভরপুর এক তরুণ এসেছিল, তারপর বছরের পর বছর নিঃসঙ্গতায় কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যুর শিকার হয়েছে সে!

নরকঙ্কালটি ব্রিয়াঁকে আরও দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছে। এটা যদি কোন মহাদেশের অংশ হত তাহলে এই হতভাগ্য লোকটি কেন পুব দিকে কোন শহর বা জনপদের দিকে যাবার চেষ্টা না করে এই জায়গায় কাটিয়ে দিল? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন ব্রিয়াঁদের মনে ভিড় করতে থাকলেও ঠিক গ্রহণযোগ্য উত্তর ওরা খুঁজে পেল না। গুহাটায় আবার ভাল করে খুঁজে দেখলে ওদের অনেক প্রশ্নের উত্তর হয়তো পাওয়া যেতে পারে। কিছু পাওয়া যাক বা না যাক, ওই গুহাটা শীতে তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা অন্তত সেটা ভাল করে দেখা প্রয়োজন। তাই আবার গুহায় ফিরে এল ওরা।

এবার ব্রিয়াঁ, ডোনাগান, সারভিস আর উইলকক্স মিলে তন্ন তন্ন করে গুহাটার আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখল। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের শেলফ, তার ওপর অনেকগুলো চর্বি ও মোম দিয়ে তৈরি মোমবাতি। ওদের বুঝে নিতে অসুবিধে হলো না কে তৈরি করেছে এগুলো। সারভিস একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলের ওপর রেখেছে। মোমের আলোয় গুহাটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। ওরা লক্ষ করল, গুহাটা আকারে বেশ বড়ই। শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের প্রাচীর, মেঝেটাও শুকনো—স্যাঁতসেঁতে নয়। ঢুকবার বা বেরোবার দরজা একটাই। ব্রিয়াঁ মনে মনে ভাবল—গুহাটায় আর একটা দরজা থাকলে ভাল হত, বাতাস চলাচল করতে পারত। বিপদের সময়, বিশেষ করে শীতে এই গুহা ওদের ১৫ জনের জন্য একটা ভাল নিরাপদ আশ্রয় হতে পারে।

ব্রিয়াঁ গুহার জিনিস পত্রের তালিকা বানিয়ে ফেলল। জিনিসপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই। কতগুলো ভাঙা তক্তা, একটা কুড়ুল, একটা শাঁবল, একটা কোদাল, রান্নার জন্যে দু'চারটে পাত্র, একটা হাতুড়ি—এই হচ্ছে লোকটির ব্যবহৃত জিনিস।

অনেক চিন্তা করে ব্রিয়াঁ সিদ্ধান্ত নিল, 'এই গুহাই আমাদের আস্তানা হবে। এখন থেকে এখানেই থাকব আমরা। মৃত লোকটি যখন এত বছর কাটাতে পেরেছে তখন আমরাও নিশ্চয়ই পারব।'

ব্রিয়াঁর প্রস্তাবের কোন উত্তর দিল না কেউ। সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে। ব্রিয়াঁ মুখে একথা বললেও বুকটা ওর ভয়ে কেঁপে উঠল। সেই কঙ্কালটি যেন ওর কথা শুনে গুহার ভেতরে অট্টহাসি হাসছে! নানান উদ্ভট চিন্তা ওর মাথায় কিলবিল করছে। ওরাও কি ওই লোকটির মতই একদিন অজ্ঞাত এই দেশে মৃত্যু বরণ করবে? শেষ পর্যন্ত যে বেঁচে থাকবে তার মনের অবস্থা কি হবে?...আচ্ছা, ওই লোকটি কিভাবে মরেছে? কত দিন আগের কথা? গাছের গায়ে লেখা ১৮২৭ সাল, তাহলে তো প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা! গত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে কি কেউ আর এ গুহায় আসেনি?

এসব কথা ভাবছে আর খুঁজে চলেছে ওরা। একটা বড় চাকু পাওয়া গেল। তারপর একটা পুরানো কম্পাস। এক কোণে একটা চায়ের কেতলিও পেল ওরা। আর এক কোনায় অদ্ভুত এক জিনিস পেল সারভিস। সবাইকে ডেকে দেখাল সেটা। প্রথমে ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না ওটা কি। ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে অবশেষে ব্রিয়াঁ আঁচ করল, বইয়ে পড়েছে, জিনিসটি হচ্ছে 'বোলা'। আদিম অধিবাসীরা এই 'বোলা' দিয়ে বুনো জন্তু ধরে। একটা বিরাট লম্বা দড়ির দু'দিকে দুটো বেশ ওজনের ভারি বল বাঁধা থাকে। সেটা ছুঁড়ে তারা যে কোন জন্তু ধরতে পারে। এমন অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্র তাদের হাত যে 'বোলা' কোন জন্তুর ওপর ছুঁড়ে মারলে জন্তুটি তক্ষুণি মাটিতে পড়ে যায়। তখন ওটাকে বাগে আনতে কোন অসুবিধাই হয় না। বোলার সাথে একটা ল্যাসোও রয়েছে।

ল্যাসো দিয়ে বন্য গরু, মহিষ, ঘোড়া ইত্যাদি ধরা যায়। লোকটি এই বোলা আর ল্যাসো দিয়েই শিকার করত, সেটা ওরা ধরে নিল।

মলিন সেই বিছানার চাদর সরাতেই একটা সুন্দর ঘড়ি পেল ওরা। ঘড়িটার

ঢাকনা, চেন, চাবি সবই রূপোর তৈরি। ঢাকনা খুলে ব্রিয়াঁ দেখল—কোন এক দিন তিনটে কুড়িতে ঘড়িটার চাবি শেষ হয়ে গেছে। কে জানে কত সালের কত তারিখের তিনটে কুড়িতে থেমেছে ঘড়ি! ব্রিয়াঁ চাবি দিয়ে চেষ্টা করল ঘড়িটাকে চালাতে, কিন্তু পারল না।

ডোনাগানের কথায় ব্রিয়াঁ ঘড়ি নির্মাতার নাম খুঁজে বের করল ঘড়ির ডালায়। ছোট হরফে লেখা, 'দ্যলপঁশ স্যাঁৎমালো'। ফরাসী নাম দেখেই ওরা বুঝতে পারল এটা কোন ফ্রেঞ্চ কারখানায় তৈরি। কিন্তু তবুও লোকটির পরিচয় জানা গেল না। সম্ভবত ফ্রেঞ্চ হবে লোকটা। নিজের দেশের জিনিস ছাড়া অন্য দেশের কিছু তারা ব্যবহার করে না। তবুও, ঘড়িটি ফ্রেঞ্চ কোম্পানীর বলেই লোকটিও যে ফ্রেঞ্চ এমন কথা নিশ্চিত করে বলা চলে না।

খুঁজতে খুঁজতে ওরা একটা নোট বই পেল। এবার লোকটি কোন্ দেশের সে ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই রইল না। নোট বইয়ের ওপরে ফরাসী ভাষায় লোকটির নাম লেখা ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ। অর্থাৎ লোকটি ফরাসী। আর ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ এই নামেরই আদ্যাক্ষর দু'টি ওরা বীচ গাছের গুঁড়িতে দেখতে পেয়েছে।

নোট বই ঘেঁটে ব্রিয়াঁরা তেমন কিছু উদ্ধার করতে না পারলেও ওরা বুঝল এটা আসলে লোকটির ডায়েরী। যেদিন সে প্রথম এই দ্বীপে এসে উঠেছিল সেদিন থেকে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে পর্যন্ত প্রতিদিনকার ঘটনা লিখে রেখেছে বদোয়াঁ। অনেক বছরের পুরানো বলে ডায়েরীর অনেক জায়গাই অস্পষ্ট হয়ে গেছে। এক জায়গায় একটা জাহাজের নাম লেখা রয়েছে 'দুগুয়ে ক্রয়াঁ'। নিশ্চয়ই ওই জাহাজেই ছিল বদোয়াঁ। কোন দুর্ঘটনা বা অন্য কোন ভাবে জাহাজটি সমুদ্রে ডুবে যাওয়ায় হতভাগ্য ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ ভেসে এসেছিল নির্জন এই দ্বীপে। ডায়েরীর প্রথম দিকে ১৮২৭ সালের উল্লেখ আছে। গাছের গুঁড়িতেও এই সালই লেখা। সুতরাং ওরা ধরে নিল প্রায় তেত্রিশ বছর আগে বদোয়াঁ এই দ্বীপে এসেছিল। উদ্ধার পাবার কোন সুযোগই আর সে পায়নি। আসেনি কোন সাহায্য। ওদের নিয়তিও কি একই হবে?

নোট বইটা উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে ভাঁজ করা একটা বড় কাগজ পাতার ফাঁক থেকে মেঝেতে পড়ল। ভাঁজ খুলে ওরা দেখতে পেল হাতে আঁকা একটা ম্যাপ। লতা-পাতার রস দিয়ে বানানো কালিতে আঁকা। উইলকক্স বহুক্ষণ পর কথা বলল, 'বদোয়াঁ যখন ম্যাপ আঁকতে পারত তখন সে নিশ্চয়ই সাধারণ নাবিক বা যাত্রী ছিল না। সে নিশ্চয়ই জাহাজের বড় কোন অফিসার ছিল।'

'আমিও তাই ভাবছি,' ডোনাগান বলল। 'কিন্তু ম্যাপটা কোথাকার হতে পারে?'

বেশ কিছুক্ষণ ম্যাপটাকে ভালভাবে দেখে ব্রিয়াঁ বলল, 'ম্যাপটি তো মনে হচ্ছে এই দ্বীপেরই। এই দেখো, এই জায়গায় রয়েছে আমাদের জাহাজ, এই সেই উপসাগর, যেখানে প্রবাল শ্রেণী আছে। আর এটাই তো সেই হ্রদ যেটাকে আমরা সমুদ্র বলে ভুল করেছিলাম। এটা হচ্ছে দ্বীপের মধ্যেকার সেই গভীর বন যার ভেতর দিয়ে আমরা এলাম। হ্রদটাকে যত বড় মনে হয়েছিল এখন বোঝা যাচ্ছে ওটা আসলে তত বড় নয়। হ্রদের ওপারেই ভীষণ জঙ্গল—আর তার ওপারেই নীল রঙে

সমুদ্র আঁকা।'

সব দেখে-শুনে সারভিস বলল, 'পুবদিকে আর এগুবার চেষ্টা করা বৃথা। বিশাল সমুদ্র ঘিরে রেখেছে সেদিক।'

ম্যাপেই ওরা দেখল দ্বীপটি গোলাকার নয়, আয়তাকার। দ্বীপের মাঝখানে এক গভীর বন আর বনের মধ্যে রয়েছে হ্রদটি। প্রায় ১৫ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল চওড়া এই হ্রদটার দু'পাশেই ঘন জঙ্গল। ম্যাপে ওরা আরও দেখল দ্বীপটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ মাইল, আর পুব-পশ্চিমে পঁচিশ মাইল। তবে এটা প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক কোথায় অবস্থিত তা ম্যাপ থেকে বোঝা গেল না।

ওরা স্পষ্ট বুঝছে এই দ্বীপে তাদের অনেকদিন থাকতে হবে। এখান থেকে ফিরে যাওয়া অত সহজ হবে না। দ্বীপটা নিশ্চয়ই সমুদ্রের এমন জায়গায় অবস্থিত যার ধারে কাছে দিয়ে জাহাজ চলাচল করে না।

ওরা তাই ঠিক করেছে, এই গুহাকেই ওদের আশ্রয় বানাতে হবে। সেজন্যেই ওরা তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরে সবাইকে নিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হলো। তিন দিন হয় ওরা জাহাজ ছেড়ে এসেছে। গরডনরা নিশ্চয়ই ওদের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছে। সুতরাং আর দেরি না করে এবার জাহাজে ফেরা উচিত।

ম্যাপ দেখে ব্রিয়াঁ জানাল, 'আমাদের আর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। ম্যাপের আঁকা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমরা নদীর কিনার ধরে গেলেই জাহাজের কাছে পৌঁছাতে পারব। পথ মাত্র মাইল সাতেকের। সময়ও বেশি লাগবে না।'

যাবার আগে ওরা বদোয়াঁর প্রতি তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে ভুলল না। বীচগাছের তলায় একটা কবর খুঁড়ে ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর কঙ্কাল ওরা সমাহিত করল। তারপর গুহামুখ ভাল করে বন্ধ করে দিল যেন কোন বন্য জন্তু জানোয়ার এসে ঢুকতে না পারে।

এবার ওরা নদীর কিনার ধরে ফিরে চলল। চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত বেড়ে চলেছে। বনের দিক থেকে পোকা মাকড়ের শব্দ ভয় ধরিয়ে দেয়। গা ছম ছম করে। আরও কিছুদূর যেতেই বন হালকা হয়ে এল। সামনেটা বেশ ফাঁকা কিন্তু এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার যে সবার মনে নানান ভয় আনাগোনা করছে। হঠাৎ ব্রিয়াঁর চোখে পড়ল, গাছপালার ফাঁক দিয়ে দূরে, অনেক দূরে আগুনের লাল শিখা দেখা যাচ্ছে। নিকষ ঘন অন্ধকারে অমন টকটকে লাল আগুনের শিখা দেখে ওরা ঘাবড়িয়ে গেল। সারভিস নিচু ভাঙা স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কিসের আগুন, ব্রিয়াঁ?'

কম্পিত স্বরে ডোনাগান বলল, 'আকাশের উল্কা বোধহয়। দেখছ না কত ওপরে, শূন্যে জ্বলছে।'

ব্রিয়াঁ ওদের আশ্বস্ত করল, 'আমাদের এত ভয় পাবার কি আছে! ওই আগুন নিশ্চয়ই গরডনদের কাজ। আমাদের পথ দেখাবার জন্য হাউই ছেড়েছে।।'

ব্রিয়াঁর অনুমান যে মিথ্যা নয় তা ওরা অল্পক্ষণেই বুঝল। ডোনাগান বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে সঙ্কেত দিল।

একটু পরই জাহাজ থেকে পাল্টা সঙ্কেত এল। যাক, জাহাজের সবাই এবার

নিশ্চিন্ত হতে পারবে, ওরা ফিরে আসছে।

আর ঘণ্টাখানেক খুব দ্রুত হেঁটে অবশেষে ওরা জাহাজের কাছে এসে পৌছাল।

সাত

বিয়াঁরা ফিরে আসায় জাহাজের সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারা কি দেখেছে না দেখেছে জানবার জন্যে ওরা সবাই অস্থির হয়ে পড়ল। ব্রিয়াঁ সবাইকে আস্তে আস্তে শোনাল একদিনের পুরো ঘটনা। এরপর সবাই বসল পরামর্শ করতে, কিভাবে মালামাল সব গুহায় নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠিক হলো, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের সব কিছু নিয়ে গুহায় পৌছতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে জাহাজের যে অবস্থা হয়েছে তাতে এই জাহাজে আর বেশি দিন থাকাও যেত না। তক্তাগুলো সব ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। জাহাজটাও দিনকে দিন বালিতে ডেবে গিয়ে কাত হয়ে পড়ছে। কোন ঝড়-ঝাপটা এলেই জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

জাহাজের মালিক গারনেটের বাবা। গারনেট বলল, 'এই জাহাজ বাবার খুব প্রিয় ছিল। জাহাজের এই দশা দেখলে বাবা ভীষণ দুঃখ পেতেন। সে যাই হোক, আমাদের এখন উচিত জাহাজের প্রতিটি অংশ খুলে গুহায় নিয়ে যাওয়া। এগুলো দিয়ে আমরা ঘর ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র বানাতে পারব।'

জেনকিন্সের প্রস্তাবে ডোনাগান ওদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের একটা নামও ঠিক করে ফেলল সেই ফরাসী নাবিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে—'ফরাসী গুহা' অন্যরাও নামটি পছন্দ করল। এবার আর এক সমস্যা দেখা দিল। জাহাজের মাল-পত্র সব নামাতে বেশ ক'দিন সময় লাগবে। এতদিন ওরা থাকবে কোথায়?

গরডনই সমস্যার সমাধান করে দিল, 'নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে থাকলেই চলবে।'

ব্রিয়াঁ গরডনের কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল, 'আমাদের আর দেরি করা ঠিক হবে না। কাল সকালেই আমরা যাত্রার আয়োজন শুরু করব। তোমরা সবাই এখন ঘুমাতে যাও। কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে।'

পরদিন সকালে উঠেই ওরা প্রথমে তাঁবু খাটাল। তারপর জাহাজের মাল-পত্র সব নামাল। এবার জাহাজটা ভাঙতে হবে। গাঁইতি, সাঁড়াশি, শাবল, হাতুড়ি ইত্যাদি দিয়ে ওরা বহুকষ্টে জাহাজের পিতলের তলাটা খুলে ফেলল। এরপর তক্তাগুলো খুলতে লাগল। তক্তা খুলতে গিয়ে ওরা রীতিমত অবাক হলো। আস্ত জাহাজটাকে দেখে বুঝবার কোন উপায়ই ছিল না কত কাঠ লেগেছে এটা তৈরি করতে। পুরো জাহাজটা খুলতে ওদের বহুদিন সময় লেগে যেত, কিন্তু, প্রকৃতি ওদের প্রতি সদয় বলে ওদের সময় আর শ্রম দুটোই বেঁচে গেল।

সময়টা ছিল এপ্রিল মাসের শেষ দিক। বিকেল থেকেই আকাশ কালো মেঘে

ঢাকা পড়েছে। সন্ধ্যা হতেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। ওরা তাঁবুতে আশ্রয় নিল।

নদীর তীরে গাছের নিচে ব্রিয়াঁরা তাঁবু করেছে। গাছের ডালে শক্ত করে তাঁবুর দড়ি বাঁধা বলেই সে রাতের ঝড়ের প্রচণ্ডতা ওরা বুঝে উঠতে পারেনি। ভোর রাত নাগাদ ঝড়-ঝাপটা থামল। বৃষ্টিও রইল না আর। ব্রিয়াঁরা তাঁবুর বাইরে এসে তো হতভম্ব। সারা দ্বীপে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেছে! জাহাজের পুরো কাঠামোই ভেঙে খুলে চারদিকে ছড়িয়ে আছে। এই ধ্বংসলীলা ওদের জন্য অবশ্য আনন্দেরই হলো। জাহাজের তক্তা খোলার পরিশ্রম থেকে ওরা বেঁচে গেছে।

জাহাজের মালামাল কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বলে ওরা বেশ বড় একটা ভেলা বানাল জাহাজের তক্তা দিয়ে। লম্বায় প্রায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় পনেরো। ভেলাটিকে ওরা পানিতে ভাসিয়ে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখল।

পরদিন সকালে তারা ভেলাতে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করল। দিনটা ওদের ভেলা মজবুত করতেই কেটে গেল। তাই পরদিন ওরা ভেলাতে মালামাল ওঠানো শুরু করল। সবাই মিলে একসাথে কাজ করাতে দিনের ভেতরেই সব মাল বোঝাই করা হয়ে গেল। বিকেলের দিকে কাজ শেষ হবার পর ব্রিয়াঁ বলল, 'আমাদের সব কিছুই যখন প্রস্তুত তখন আমরা পরশুদিনই ফরাসী গুহার পথে রওনা হতে পারি।'

ব্রিয়াঁর কথা শেষ না হতেই গরডন প্রশ্ন করল, 'সব কিছুই যেখানে ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আবার এক দিন দেরি করে পরশু যাওয়া কেন?'

ব্রিয়াঁ বয়সে কিশোর হলেও অন্যদের চাইতে কিছুটা ভিন্ন, সে যে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে তা নতুন করে আবারও বোঝা গেল। ব্রিয়াঁ তার পরশুদিন রওনা হবার কারণ ব্যাখ্যা করল, 'পরশুদিন অমাবস্যা। অমাবস্যার দিন নদীতে জোয়ারের যে জোর থাকবে তাতে ভেলাটি নিজেই ভেসে যাবে। আমাদের আর দাঁড় টেনে নিতে হবে না। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমনি পরিশ্রমও অনেক কম হবে। আর কাল রওনা হলে দাঁড় টেনে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব।'

রওনা হবার আগে ওরা সবাই আবার এক সাথে বসেছে। ব্রিয়াঁ বলল, 'আমরা এখন ফরাসী গুহায় যাচ্ছি। সেখানে কতদিন থাকতে হবে কেউ জানি না। সমুদ্র তীর ছেড়ে আমরা এবার চলে যাচ্ছি জঙ্গলের মধ্যে। সে কারণেই আমাদের আর যখন-তখন এদিকে আসা হবে না। সুতরাং কোন জাহাজ যদি কখনও দ্বীপের কাছাকাছি দিয়ে যায় তাহলেও আমরা সেটা জানতে পারব না। অথচ এই দ্বীপ থেকে মুক্তির একমাত্র পথই হচ্ছে কোন জাহাজের সাহায্য। তাই এসো জাহাজের সবচেয়ে বড় মাস্তুলটা সমুদ্র তীরে পুঁতে জাহাজের পতাকাটা উড়িয়ে দেই, তাহলে কোন জাহাজ এদিকে আসলে বুঝতে পারবে এ দ্বীপে কারা এসে আশ্রয় নিয়েছে, কোন্ জাহাজের তারা।'

ব্রিয়াঁর কথায় কেউ অমত করল না। বরঞ্চ সবাই মিলে ছুটে গিয়ে জাহাজের সবচেয়ে বড় মাস্তুলটা নিয়ে এল। সেটাকে মাটিতে পুঁতে তাতে ওদের জাহাজের পতাকাটা উড়াল।

এদিকে সকাল প্রায় সাতটা বেজে গেলেও জোয়ার আসবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। রোদও বেশ কড়া হয়ে উঠেছে। আরও এক ঘণ্টা পার হয়ে আটটাও বেজে

গেছে। ছোটরা ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়ছে। যাত্রার সব ঠিকঠাক তবুও রওনা হওয়া যাচ্ছে না। এ কেমন বিরক্তিকর অবস্থা?

শেষ পর্যন্ত বেলা ন'টার দিকে ভেলার তক্তাগুলোয় হিশ্ হিশ্ শব্দ উঠল। অর্থাৎ জোয়ার আসতে শুরু করেছে। সাথে সাথেই ব্রিয়াঁ সবাইকে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলে ভেলা থেকে লাফিয়ে নিচে নামল। ভেলার দড়ি খুলে দিয়ে আবার ভেলায় উঠল। দড়ি খুলে দেয়াতে ভেলা আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে। কখনও দাঁড় টেনে কখনও জোয়ারের টানে ওরা এসে পৌঁছল ফরাসী গুহার কাছে নদীর কিনারায়।

ছোটরা প্রচণ্ড উৎসাহে ভেলা থেকে লাফিয়ে ডাঙায় নামল। ওরা সবাই আনন্দিত। আজকে যেন ওদের নতুন বাড়িতে প্রবেশের আনন্দ উৎসব। ওদের আগমনে নির্জন বেলাভূমি কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। হৈ-চৈ করতে করতে তারা সবাই ফরাসী গুহায় প্রবেশ করছে। ব্রিয়াঁরা চারজন ছাড়া অন্য সবাই গুহার ভেতর ঢুকবার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। মোকো বুদ্ধিমানের মত ভেলা থেকে একটা বাতি নিয়ে গুহায় ঢুকল। বাতির আলোয় গুহার চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে। সবাই মিলে এবার ভাল করে দেখছে গুহাটি আসলে বিরাট এক হলঘরের মত।

গুহাটা দেখেই বাক্সটার বিরক্তির সাথে বলে ফেলল, 'এত জন কিভাবে এই ছোট জায়গায় থাকবে? পনেরোটি বিছানা ফেললে যে চলাচলই করা যাবে না। আমার তো এখনই দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হচ্ছে।'

হাসিমুখে ব্রিয়াঁ বলল, 'এর চেয়ে ভাল কোন জায়গা তোমার জানা থাকলে চলো না সেখানেই যাই?'

ডোনাগানেরও খুব একটা পছন্দ হয়েছে বলে মনে হলো না। সে বলল, 'এখানে রান্না-বান্না চলবে কি করে? ধোঁয়ায় যে দম বন্ধ হয়ে যাবে।'

'গুহার ভেতর রান্না না করলেই হলো, দরজার পাশে, বাইরে চুলো ধরালেই চলবে।' মোকো উত্তর দিল।

'আপাতত চললেও বৃষ্টি-বাদলের দিন কি হবে?' ব্রিয়াঁ বলল, 'আমার মনে হয় বাইরের সাথে আমাদের যোগাযোগ কমিয়ে ফেলাই ভাল। আর আমরা যদি রাঁধার জন্য স্টোভ ব্যবহার করি তাহলে ধোঁয়া হবার কোন প্রশ্নই উঠবে না। জাহাজের গোটা পাঁচেক স্টোভ আছে আমাদের সাথে, আর স্পিরিটও আছে অনেক। সুতরাং ভাবনার কিছু নেই।'

গরডন বলল, 'এতটুকু জায়গায় শোয়া-থাকা আবার রান্না-বান্না করা খুবই কষ্টকর হলেও আমাদের অন্য উপায় নেই। আগামী বেশ কয়েক মাস শীত থাকবে। এ সুযোগে আমাদের দেয়াল খুঁড়ে দেখতে হবে অন্য কোন উপায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, দেখতে হবে গুহার ভেতরটা আরও বড় করা সম্ভব হবে কি হবে না।'

এবার ব্রিয়াঁ বলে উঠল, 'পরের কথা পরে ভাবলেই চলবে। আগে চলো ভেলা থেকে মালামাল সব এখানে নিয়ে আসি।'

সবাই কাজে নেমে পড়ল। ওরা প্রথমে বিছানাপত্র আর কিছু হালকা তক্তা নিয়ে এল। মেঝেতে তক্তা বিছিয়ে তার উপর সবার বিছানা করল। জাহাজের বড়

টেবিলটি মাঝখানে রেখে তাতে চাদর বিছিয়ে দিল। তারপর অন্যান্য মালপত্র সব একে একে আনতে লাগল।

এখনই বেশ শীত পড়েছে তা ওরা ভেলাতেই টের পেয়েছে। রাতে যে আরও শীত পড়বে তাও ওরা বেশ বুঝেছিল। সেজন্যেই গুহার মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালাবার ব্যবস্থা করল।

ব্রিয়াঁরা এই গুহায় এসে উঠেছে মে মাসের আট তারিখে। আর তার পরের তিন চারদিন ওরা জাহাজের মালামাল গুহায় আনতে এত ব্যস্ত ছিল, অন্যদিকে আর লক্ষ করার সুযোগ পায়নি। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। কনকনে হিমেল হাওয়া কাঁটার মত বিঁধছে গায়ে। ঠাণ্ডায় ওদের ঠোঁট, গাল ফেটে রক্ত পড়ছে। গ্লিসারিন মেখেও কিছু হচ্ছে না। শিগ্‌গিরই যে তুষারপাত শুরু হবে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এরকম আবহাওয়া দেখে ব্রিয়াঁরা ভাবল এ নিশ্চয়ই অ্যান্টার্টিক অঞ্চলের কোন দ্বীপ। শীতের প্রচণ্ড প্রকোপে ওদের বেশ কষ্টই হচ্ছে।

ঠাণ্ডার জন্যে ঘরে বসে থাকলে তো চলবে না। তাই মাঝে মাঝে ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব, উইলকক্স ও বাক্সটার বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বের হয়। প্রতিদিনই ওরা স্নাইপ, বালিহাঁস, জলপিপি, বুনো মুরগি প্রভৃতি শিকার করে ফেরে। এমনি শিকার করতে গিয়ে ওরা একদিন বেশ দূরেই, বার্চ আর বীচ গাছ ঘেরা এক জঙ্গলে চলে গেল। ওরা দেখল, সেখানে মানুষ বাস করত এমন অসংখ্য চিহ্ন রয়েছে। কোথাও ভাঙা চালাঘর, কোথাও বা মাটিতে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে বুনো জন্তু ধরবার ফাঁদ পাতা। একটা গর্তে ওরা বিরাটাকার অজানা এক জন্তুর কঙ্কাল দেখতে পেল।

ডোনাগান বলল, 'এই কঙ্কাল নিশ্চয়ই হিংস্র কোন জন্তুর হবে। দাঁতগুলো যা বড় আর ছুঁচলো তাতে এটা যে হিংস্র কোন জন্তু তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।'

ক্রস ভয় পেয়ে ডোনাগানকে জিজ্ঞেস করল, 'জন্তুটা কি মাংসাশী বলে তোমার মনে হয়?'

'হিংস্র জাগুয়ার কিংবা কুগার জাতীয় কোন জন্তু হবে হয়তো,' ডোনাগান জানাল।

ভয় পেয়ে গেছে বাক্সটার, 'তাহলে তো ভয়ের কথা। যে কোন মুহূর্তেই আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে ওই ধরনের বুনো জন্তু।'

ডোনাগান ওদের উপর বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভয়ের আবার কি আছে? সাবধানে দেখে শুনে চলাফেরা করলেই হবে। আমাদের সাথে তো বন্দুক আছেই। এত ভয় যাদের তারা আবার শিকারে বের হয় কেন? ঘরে বসে থাকলেই পারে।'

ওদের সাথে ফ্যানও আছে। হঠাৎ সে বনের দিকে মুখ করে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল।

ফ্যানের চিৎকারে ওয়েব ভীষণ ভয় পেয়ে গেল, 'অবস্থা বেশি সুবিধার ঠেকছে না, ডোনাগান! নিশ্চয়ই আশেপাশে কোন হিংস্র জন্তু রয়েছে। নইলে ফ্যান এরকম করছে কেন? চলো আমরা বরং গুহায় ফিরে যাই।'

ডোনাগানও বোধহয় কিছুটা ভয় পেয়েছে। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে ফিরে চলল গুহার দিকে। যাবার আগে গর্তের ফাঁদ আবার পেতে দিল উইলকক্স।

এরপর যখনই ওরা বের হয় তখনই এসে দেখে ফাঁদে কোন জন্তু পড়েছে কিনা। কিন্তু, প্রতিদিনই ওদের নিরাশ হতে হয়। ফাঁদ যেমনকার তেমনই ফাঁকা থাকে। শেষ পর্যন্ত উইলকক্স টোপ হিসেবে এক টুকরো মাংস সেই গর্তের উপর রেখে দিল।

পরদিন ব্রিয়াঁরা ক'জন দূরের এক পাহাড়ে গিয়েছে। যদি আর একটা ভাল গুহা পাওয়া যায় তাহলে সেটাকে গুদাম ঘর বানানো যাবে। এই উদ্দেশ্যেই ওদের পাহাড়ে যাওয়া। কাঠের তক্তা, লোহার টুকরো প্রভৃতি ওই গুহায় রেখে আসা যাবে। কিন্তু তেমন কোন গুহাই ওরা খুঁজে পেল না। ফেরার পথে হঠাৎ বনের মধ্যে ওরা হৈ চৈ শুনতে পেল। কি হয়েছে দেখবার জন্য ওরাও ছুটে গেল সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখে উইলকক্স যে গর্তে মাংসের টুকরো দিয়েছিল সেটার সামনে সবাই জড় হয়েছে। ভীষণ উত্তেজিত ওরা। ফ্যানও ওদের সাথে লাফাচ্ছে। গর্তের দিকে তাড়া করে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ভেতরে ঢুকবার আর সাহস পাচ্ছে না।

গর্তের সামনে এসে ব্রিয়াঁ দেখল ফাঁদে একটা বড় জানোয়ার আটকা পড়েছে। ডালপালার ফাঁক দিয়ে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কি হতে পারে ওটা। ডোনাগান বেশ উত্তেজিতভাবে বলল, 'জাগুয়ার বা কুগার জাতীয় হিংস্র প্রাণীই হবে বোধহয়।'

ব্রিয়াঁ ঝুঁকে বসে ডালপালা কিছুটা সরিয়ে দেখল সেই ভয়ানক জন্তুটাকে। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাদের ভয় পাবার কিচ্ছু নেই। এটা জাগুয়ার কিংবা কুগার নয়। এটা হচ্ছে উটপাখি।'

উটপাখি ধরা পড়েছে শুনে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। ছোটরা সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে। ওরা সবাই একটা খেলার সাথী পেল। বেশ পোষ মানানো যাবে আর নেহায়েতই যদি পোষ না মানে তাহলে মোকোর কাছে রান্নার জন্য দিলেই চলবে। বেশ শাহী ভোজ হয়ে যাবে।

ব্রিয়াঁর কথা শুনে অন্যদের ভয় কেটে গেছে। এবার সবাই ডালপালা সরিয়ে পাখিটা দেখছে। বিরাট বড় পাখিটা। বিশাল পিঠ, বিশাল ডানা। মাথাটা অনেকটা মুরগীর মাথার মত। সারা শরীর সাদা পালকে ঢাকা। ব্রিয়াঁ যদিও এটাকে উটপাখি বলল, আসলে কিন্তু এটা উটপাখি নয়। উটপাখি শুধু আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এ ধরনের পাখিকে বলে ইমু। আর দক্ষিণ আমেরিকায় এগুলো নানডু নামে পরিচিত। ব্রিয়াঁদের ফাঁদে পড়া পাখিটা নানডু জাতীয়।

ব্রিয়াঁ সবাইকে সাবধান করে দিল, 'সুযোগ পেলেই কিন্তু এটা এক ঠোকরে মাংস খুলে নেবে।'

পাখিটা বার বার লাফিয়ে উঠে ডানা খুলবার চেষ্টা করছে। গর্তে বেশ বেকায়দাভাবে আটকা পড়েছে; কিন্তু কিভাবে এটাকে জ্যান্ত ধরা যায় সে নিয়ে সমস্যায় পড়ল ব্রিয়াঁরা।

উইলকক্স মোটেও ভয় পায় না। সে আর দেরি সহ্য করতে না পেরে সোজা নেমে পড়ল গর্তে। অন্যরা সবাই দামাল উইলকক্সের কাণ্ড দেখছে। পাখির দু'চারটে ঠোকর খেলেও সে চট করে কোট খুলে সেটা দিয়ে পাখিটার মুখ ঢেকে দিল। পাখিটার তুলনায় গর্তটা ছোট বলেই উইলকক্সকে কিছু করতে পারল না পাখিটা।

তারপর কয়েকটা রুমাল দিয়ে পাখিটার পা দুটো ভাল করে বেঁধে ফেলল। এবার উটপাখি সত্যিই ওদের হাতে বাঁধা পড়ল।

বই-এর পোকা সারভিস বলল, 'আমি সুইস ফ্যামিলি রবিনসনে পড়েছি উটপাখি পোষ মানে। আমিও এটাকে পোষ মানাব। এর পিঠে চড়ব।'

সারভিসের কথায় কেউ আমল না দিলেও গারনেট তার সাগরেদ হয়ে ছুটে গেল। দু'জন মিলে গুহা থেকে শক্ত দড়ি নিয়ে এল। তারপর সবাই মিলে পাখিটার পা আর গলায় দড়ি বেঁধে ওটাকে টেনে উপরে তুলল। পাখিটার গায়ে যে কি প্রচণ্ড শক্তি তা ওরা টেনে তুলতে গিয়েই টের পেল। সবাই মিলে চেষ্টা করেও যেন কাবু করতে পারছে না ওটাকে। পা বাঁধা, চোখ ঢাকা, তবুও থেকে থেকেই লাফ দিচ্ছে ছুটে যাবার জন্য। ওরা বহু কষ্টে টেনে হিঁচড়ে শেষ পর্যন্ত পাখিটাকে নিয়ে এল গুহায়।

উইলকক্স আর সারভিস পাখিটার পা ফাঁক করে বেঁধে রাখল গুহার এক কোণে।

উটপাখিকে পোষ মানিয়ে তার পিঠে চড়ে বেড়াতে যাওয়া যাবে। এ কথা শুনে কোস্টার, ডোল, ইভারসন মহা আনন্দে গান জুড়ে দিয়েছে।

আট

গুহাটা যদিও মস্ত হলঘরের মত। তবুও পনেরো জন ছেলে আর মালামালের জন্য বেশ ছোটই। ওদের কষ্টই হয় থাকতে। একটুতেই দম বন্ধ হয়ে আসে, হাঁফ ধরে যায়। ওরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল গুহার দেয়াল খুঁড়ে আর একটা ঘর বানাবে।

গুহার একদিকের দেয়াল চুনা পাথরের। চুনা পাথরের দেয়াল খুব একটা শক্ত হয় না। আসছে শীতেই ওরা দেয়াল খুঁড়ে ঘর বানাতে পারবে। তবে খুব সাবধানে খুঁড়তে হবে। তাড়াহুড়ো করতে গেলেই দেয়াল ধসে পড়তে পারে।

বসে থাকল না ওরা। জাহাজের একটা দরজা এনে গুহামুখে লাগাল। তারপর দু'দিকের দেয়ালে দুটো জানালার মত গর্ত খুঁড়ল। যাতে গুহার দরজা বন্ধ করলেও আলো বাতাস ঢুকতে পারে। এভাবেই গুহায় ওদের পনেরো দিন কেটে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা দেখল প্রচণ্ড ঝড় আর তুষারপাত হচ্ছে। কুমেরু অঞ্চলের হাড় কাঁপানো কনকনে শীত পড়ে গেছে। বাইরে বের হওয়া বন্ধ হয়ে গেল সবার।

ব্রিয়াঁরা দেখল বাইরে বের হওয়া সম্ভব হচ্ছে না শীতের জন্য। সুতরাং এটাই দেয়াল খুঁড়বার উপযুক্ত সময়। ব্রিয়াঁ প্রস্তাব করল, 'ঢালের দিকে দেয়াল খোঁড়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এখানকার ঢাল হ্রদের দিকে। আমরা খুঁড়তে খুঁড়তে হ্রদের কাছে পৌঁছালে গুহা থেকে বের হবার দুটো রাস্তা হয়ে যাবে। কোন কারণে একটা

বন্ধ হয়ে গেলে অন্যটা ব্যবহার করতে পারব।'

সেদিন থেকেই ওরা গর্ত করা শুরু করে দিল। প্রথম তিনদিন ওরা বেশ সহজেই দেয়াল কাটল। নরম চুনা পাথরের দেয়াল কাটতে বেশ আনন্দই পাচ্ছিল ওরা। গুহাটা প্রশস্ত না হওয়ায় পালা করে খুঁড়ছে ওরা। চার-পাঁচ গজ সুড়ঙ্গ কাটবার পরই আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেল।

ব্রিয়াঁ নিশ্চিন্ত মনে সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে। এমন সময় হঠাৎ এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল সে দেয়ালের ওপাশ থেকে। ব্রিয়াঁ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না পাথরের দেয়ালের ভেতর থেকে কিভাবে গোঙানির শব্দ আসে। সে স্পষ্ট নিজের কানে শুনেছে। একটা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনেই ব্রিয়াঁর গা ছম ছম করতে লাগল।

ব্রিয়াঁ তক্ষুণি গরডনকে ডেকে এই ভূতুড়ে আওয়াজের কথা জানাল। গরডন ব্রিয়াঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিল, 'বাতাসের না কিসের আওয়াজ শুনেছ। খামোকা ভয় পাচ্ছ, ওসব আসলে কিছু না।'

ব্রিয়াঁ কাঁপা গলায় বলল, 'আমি মোটেও ভুল শুনিনি। তুমিও এসো না নিজের কানেই শুনে যাও। পাহাড়ের মধ্যে থেকে কান্নার চাপা আওয়াজ ভেসে আসছে।'

গরডন জানে ব্রিয়াঁ ওকে মিথ্যা ভয় দেখাচ্ছে না। আসলে সে চাইছে না এ ব্যাপারটি সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে যাক। তাহলে ছোটরা সবাই ভূতের ভয়ে আধমরা হয়ে যাবে। ব্রিয়াঁর কথায় শেষ পর্যন্ত গরডনকে ভেতরে যেতেই হলো। ফ্যাকাসে মুখে ফিরে এসে সে বলল, 'পাহাড়ের ভেতর থেকে কি যেন একটা শব্দ ঠিকই শোনা যাচ্ছে। তবে বোঝা যাচ্ছে না শব্দটা কিসের।'

ব্রিয়াঁ আর গরডনের ফিসফিস করা দেখে অন্য সবাই ওদের ঘিরে ধরল। ডোনাগান বন্দুক হাতে এসে হাজির হলো। সব কথা শুনে ব্রিয়াঁদের দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে চেয়ে বুক ফুলিয়ে বন্দুক হাতে ঢুকল সেই সুড়ঙ্গে। ডোনাগান যখন ফিরে এল তখন ওর বাহাদুরি উবে গেছে। মুখ-চোখ বিবর্ণ। মুখে কোন রা নেই। ডোনাগান ফিরে এলে পরে বাক্সটার, ক্রস, উইলকক্স, সারভিস একে একে সবাই ভিতরে গিয়ে মুখ রক্তশূন্য করে ফিরল। সবাই সেই চাপা শব্দ শুনতে পেয়েছে।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে এল। সবাই খেয়ে নিল। খাবার পর আবার সেই শব্দ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু করল ওরা। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! এবার আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না! এভাবে আলাপ-আলোচনা করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেলে ব্রিয়াঁ বলল, 'এখন তোমরা সবাই শুয়ে পড়ো। কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কিসের শব্দ ওটা।'

সবাই মিলে এক সাথে বসে কথা বললে ভয়টা কম লাগে। কিন্তু বিছানায় শুলেই যেন সবাইকে অজানা ভয়টা চেপে ধরে! তবুও ওরা ব্রিয়াঁর কথায় শুতে গেল। তবে ভয়ে কারোই ঠিক মত ঘুম এল না।

রাত প্রায় দুটোর দিকে হঠাৎ ফ্যানের চিৎকারে সবাই ধড়মড় করে ঘুম থেকে জেগে উঠল। তারা দেখল, ফ্যান অন্ধকারে একবার সুড়ঙ্গে ঢুকছে, আবার রাগে

গরর্ গরর্ করে ফিরে আসছে। ব্রিয়াঁ, গরডন আর ডোনাগান ব্যাপারটা কি দেখার জন্যে আবার সুড়ঙ্গে প্রবেশ করল। এবার ওরা সেই চাপা গর্জন আরও স্পষ্ট শুনতে পেল। সেই গোঙানির আওয়াজ এখন যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। কখনও মনে হচ্ছে বহু দূর থেকে ভেসে আসছে সে শব্দ। আবার কখনও মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে পাহাড়ের ভেতর থেকে। কোন অতৃপ্ত আত্মা কি গুমরে কেঁদে বেড়ায় এই গুহার ভেতরে? প্রশ্নটা অনেকের মনে এলেও ভয়ে কেউ মুখ ফুটে বলল না কিছু।

ভয় কিছুটা দূর করার জন্যই ডোনাগান বলে উঠল, 'এটা পাহাড়ী ঝর্নার শব্দ নয় তো?'

'এ রকম শব্দ কখনোই ঝর্নার হতে পারে না। ঝর্না হলে মাঝে মাঝে আবার থেমে যাচ্ছে কেন? তাছাড়া পাহাড়ের ভেতর আবার ঝর্না আসবে কোত্থেকে?'

এরকম নানান জল্পনা কল্পনা চলল ওদের। কিন্তু, সমস্যার সমাধান করে উঠতে না পেরে আবার শুয়ে পড়ল সবাই।

কোন রকমে রাতটা কাটল সবার। পরদিন ভোরে উঠেই সবাই পাহাড়ের ওপরে উঠল। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল পাহাড়ের উপর দিয়ে কোন ফাটল বা গর্ত আছে কিনা। ওদের সব পরিশ্রমই ব্যর্থ হলো। ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে কোন ফাটল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিছুই পেল না ওরা। সবাই ফিরে এল গুহায়। তারপর আবার শুরু হলো কোদাল-শাবল চালানো।

বেলা বারোটার দিকে ছিল বাক্সটারের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার পালা। হঠাৎ তার কাছে মনে হলো গর্তের দেয়াল কেমন যেন ফাঁপা। গাঁইতির শব্দে মনে হয় যেন ওদিকে পাহাড়ের মধ্যে কোন বড় গর্ত আছে। খুশি হয়ে জোরসে শাবল চালাতে লাগল বাক্সটার।

বেলা দুটোর দিকে যখন কাজ বন্ধ করে সবাই খেতে বসেছে তখন ওরা লক্ষ করল ফ্যান ওদের সাথে নেই। ফ্যানের কোনই সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এমন তো কখনও করে না ফ্যান? প্রতিদিন খাবার সময় ওকে খাওয়ানো হয়। ফ্যান মোটামুটি সবারই প্রিয়। কিন্তু, গেল কোথায় সে? গরডন আর সারভিস ফ্যানের নাম ধরে অনেক ডাকল, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না তাকে।

ফ্যানকে খুঁজে না পাওয়ায় সবারই মন খারাপ। ঘুমাতে যেতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেল ওদের। সবাই ওরা ভীষণ ক্লান্ত। তবুও ঠিক ঘুমাতে পারছে না। তন্দ্রার মধ্যে পড়ে আছে। এমনি অবস্থায় হঠাৎ এক প্রচণ্ড আর্তনাদে ওদের তন্দ্রা ছুটে গেল। কে যেন অসহ্য ব্যথায় থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে।

একে তো গভীর রাত। তার ওপর বিদঘুটে এক থমথমে পরিবেশ। ওরা সবাই ঘুমের ঘোরে ভাবল, এবার নিশ্চয়ই ভূতপেতনীর দাপাদাপি শুরু হয়ে যাবে গুহায়।

কেউ কোন কথা বলছে না। ওদের যেন বাকশক্তি লোপ পেয়েছে। আতঙ্কিত চিত্তে সবাই ওই ভূতুড়ে কান্না শুনতে লাগল। হঠাৎ ব্রিয়াঁ চিৎকার করে উঠল, 'দেখো, শুনছ? কান্নার শব্দ সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে আসছে না?' বলেই সে ছুটল সুড়ঙ্গের ভেতরে।

ছোটরা সবাই ভয়ে কম্বলের নিচে লুকাল। অন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। আতঙ্কিত চিত্তে ওরা বুঝতেই পারল না এখন কি করা উচিত।

ব্রিয়াঁ ফিরে এসে জানাল নদীর দিক থেকে নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওদিককার গর্তে ঢুকবার কোন পথ আছে। কান্নার শব্দ আসছে ওই দিক থেকেই। নিশ্চয়ই বন্য জন্তুরা এসে ওখানে আস্তানা করেছে।

সুড়ঙ্গের ভেতরেই যে কোন দৈত্য-দানো এসে হাজির হয়নি এটা জানতে পেরে ছোটরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। আগামীকাল সকালে ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল সবাই।

পরদিন সকালে দেয়াল খোঁড়ার কাজ শুরু হলো আবার। এখন সবার মন থেকে রাতের ভয় কেটে গেছে অনেকখানি। খুঁড়তে খুঁড়তে দুপুরের দিকে শুধু বাক্সটার নয়, ওদের সবার কাছেই দেয়ালটাকে ফাঁপা বলে মনে হতে লাগল। যেন আর কয়েক ইঞ্চি খুঁড়লেই ওদিককার গহ্বর দেখতে পাওয়া যাবে। এবার কিন্তু নতুন এক ভয় ওদের আতঙ্কিত করে তুলল। ওদের মনে হতে লাগল, দেয়ালটা খোঁড়া হলে, গুহার সাথে গহ্বরের যোগাযোগ হওয়া মাত্রই ওপাশ থেকে হিংস্র সব জন্তু ওদের আক্রমণ করে বসবে। সেজন্যে ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স চারজনে বন্দুক বাগিয়ে প্রস্তুত থাকল।

দেয়াল খুঁড়ছে ব্রিয়াঁ। হঠাৎ শাবলের একটা চাড় দিয়েই লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল ব্রিয়াঁ। শাবলের চাড়ে যেই না দেয়ালের মস্ত বড় এক চাঙর ভেঙে পড়েছে অমনি হাত ফসকে শাবলটিও ওদিককার গহ্বরে পড়ে হারিয়ে গেল। একলাফে ছিটকে কয়েক গজ পিছিয়ে এল ব্রিয়াঁ। আর একই সাথে সেই গহ্বর থেকে একটা জন্তু লাফ দিয়ে গুহায় প্রবেশ করল। গুলি করতে গিয়েও ডোনাগানরা থেমে গেল। জন্তুটি আর কেউ নয়, ওদেরই প্রিয় কুকুর ফ্যান! কোথায় ছিল সে এতক্ষণ? ওই গহ্বরেই বা ঢুকল কেমন করে? তাজ্জব হয়ে গেল সবাই।

এবার দেখতে হবে গহ্বরে কি আছে। অজানা ভয়ে সবারই হৃৎপিণ্ড দ্রিম দ্রিম করছে। তবুও একে একে ওরা নেমে পড়ল অন্ধকার গহ্বরে। ফ্যান যখন অক্ষত দেহে ওই গুহা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে তখন অস্ত্র হাতে ওদের আর ভয় কিসের?

নেমে ওরা দেখল, প্রকাণ্ড বড় এই গহ্বর। ফরাসী গুহার প্রায় দ্বিগুণ হবে এটা। মেঝেটা শক্ত পাথরের। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার দেখে ওরা ভেবেছিল এখানকার বাতাস হয়তো বিষাক্ত। কিন্তু, যখন দেখল হাতের বাতি টিপ্ টিপ্ করে ঠিকই জ্বলছে তখন ওরা আশ্বস্ত হলো। টিমটিমে আলোতেই ওরা ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ভেতরটা।

এই আলো আঁধারে চলতে চলতে হঠাৎ কিসের সাথে হোঁচট খেয়ে ওয়েবকে আঁকড়ে ধরল উইলকক্স। ঝুঁকে পড়ে কিসে হোঁচট খেলো দেখবার জন্য হাত দিল উইলকক্স। একটা ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ রোমশ দেহে হাত পড়তেই ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল উইলকক্স।

উইলকক্সের আর্ত চিৎকারে বাতি হাতে ছুটে এল ব্রিয়াঁ। এসে দেখে মৃতদেহটি, একটি বড় শিয়ালের। 'নিশ্চয়ই ফ্যান মেরেছে এটাকে,' বলল ব্রিয়াঁ।

'এখন বুঝতে পারছি গত দু'দিন আমরা কিসের ভূতুড়ে কান্না শুনেছি!' বলল গরডন। সবার মন থেকে ভয়ের এক মস্ত বোঝা নেমে গেল।

কিন্তু ওরা কিছুতেই খুঁজে পেল না ফ্যান বা শিয়ালটি কোন্ পথে এই গহ্বরে ঢুকেছিল। ব্রিয়াঁর মাথায় একটা ফন্দি এল। সে গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে চিৎকার করে চলতে শুরু করল। ছেলেরাও ভেতর থেকে সাড়া দিচ্ছে। এভাবেই গহ্বরের মুখ আবিষ্কার করে ফেলল ব্রিয়াঁ।

পাহাড়ের কিনারে একটা ঝোপে ঢাকা গর্ত। সেই গর্ত দিয়েই শিয়ালটা আর ফ্যান ঢুকেছিল এ গহ্বরে। আর ভেতরে ঢুকে ফ্যান কেন বের হতে পারছিল না সেটাও ওরা দেখল। ফ্যান গহ্বরে ঢুকবার পর একটা আলগা পাথর খসে পড়ে গর্তের মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফ্যান আর শিয়ালটা বেরুতে পারেনি সেজন্যেই।

ব্রিয়াঁরা দ্বিতীয় গুহার নাম রাখল হলঘর। এখন থেকে ওরা হলঘরেই থাকার ব্যবস্থা করবে বলে স্থির করল। আর আগের ঘরটাকে ভাঁড়ার ঘর বানাল। রান্নার ব্যবস্থাও সেখানেই করল। নতুন গুহা মুখেও একটা দরজা বসানো হলো। সেখানে ঘুলঘুলিরও ব্যবস্থা করল ওরা আলো-বাতাসের জন্যে। এক গুহা থেকে আর এক গুহায় যাবার পথে মাঝখানের জায়গায় দুটো চোরা কুঠুরি বানাল। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, গোলা-বারুদ সব তালা বন্ধ করে রেখে দিল।

এমনি ভাবে আরও কিছু দিন পার হলো। একদিন সন্ধ্যা বেলায় সবাই বসে গল্প করতে করতে হঠাৎ গরডনের মাথায় নতুন এক চিন্তা এল। সে ভাবল, এ দ্বীপেই যখন তাদের অনেক দিন থাকতে হবে, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, তখন দ্বীপের বিভিন্ন অংশের এক একটা নাম দিলে কেমন হয়? গরডনের প্রস্তাব সবারই মনে ধরল।

ডোনাগানই প্রথম নাম প্রস্তাব করল, 'যেহেতু আমাদের জাহাজটি স্কুনার জাতীয় ছিল সুতরাং উপসাগরের নাম স্কুনার উপসাগর রাখা হোক।'

ডোনাগানের দেয়া নাম সবারই পছন্দ হলো। তখন বাক্সটার উপসাগরের মাঝে যে নদী গিয়ে পড়েছে সেটার এক সুন্দর নাম দিল। জিল্যান্ড রিভার। 'এই নাম আমাদের নিউজিল্যান্ডের কথা মনে করিয়ে দেবে।' বলল বাক্সটার।

'এবার হ্রদের কি নামকরণ করা যায়?' প্রশ্ন করল গারনেট।

'কেন, দেশের স্মৃতিতে নদীর নাম রাখা হলো জিল্যান্ড রিভার। আমাদের আত্মীয় স্বজনের স্মৃতি হিসেবে হ্রদের নাম ফ্যামিলি লেক রাখা হোক।'

এমনি করে এক এক জনের প্রস্তাবে এক এক অংশের নাম ঠিক হলো। পাহাড়ের নাম হলো অকল্যান্ড হিল। অন্তরীপের নাম ফলস্ পয়েন্ট। বনের যেখানে ফাঁদ পাতা ছিল সেটা ট্র্যাপ উড্স্। স্কুনার উপসাগর আর অকল্যান্ড হিলের মধ্যেকার জায়গার নাম হলো বস উড। জলাভূমির নাম সাউথ মুর। ঝর্নাটার নাম ডাইক ক্রীক। দ্বীপের যে তীরে জাহাজ থেমেছিল সেটার নাম দেয়া হলো রেক কোস্ট। হ্রদ আর নদীর মধ্যবর্তী জায়গার নাম গেম ফরেস্ট। বদোয়াঁর ম্যাপে ওরা

দেখেছিল দ্বীপের উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিমে আরও তিনটি অন্তরীপ আছে। সেগুলোর নাম ওদের দেশের নামানুসারে ব্রিটিশ কেপ, আমেরিকান কেপ ও ফ্রেঞ্চ কেপ রাখা হলো।

মোটামুটিভাবে দ্বীপের প্রতিটি অংশের নামকরণ হয়ে গেলে ব্রিয়াঁ বলল, 'আমরা তো দ্বীপের বিভিন্ন অংশের এক একটা নাম দিলাম। কিন্তু পুরো দ্বীপের একটা সুন্দর নাম তো দেয়া উচিত।'

সাথে সাথেই বই-পোকা সারভিস বলে উঠল, 'আমরা যখন এতগুলো ছোট ছেলে এসে এই দ্বীপে উঠেছি তখন এর নাম দেয়া হোক "ছোটদের দ্বীপ"।'

ওরা বোধহয় এত কিছু করবার পর আর নিজেদের ছোট ভাবতে পারছে না। তাই ছোট শব্দটার প্রতি ওদের কিছুটা বিরূপ বলেই মনে হলো।

এমনি সময়ে কোস্টারের মাথায় যুৎসই একটা নাম খেলে গেল। 'চারম্যান আইল্যান্ড'। ওরা সবাই যখন চারম্যান স্কুলের ছাত্র তখন এই দ্বীপের নাম চারম্যান আইল্যান্ডই হওয়া উচিত।

কোস্টারের নামটি সবার পছন্দ হলো। এতে কোস্টার বেশ একটু ভারিক্কি ভাব নিল। দ্বীপের নামটি ওরই দেয়া।

এ সমস্ত নাম পছন্দ করতে করতে বেশ রাত হয়ে গেল। অনেকের ঘুমও পেয়েছে। এমনি সময়ে ব্রিয়াঁর নতুন এক প্রস্তাবে সবাই আবার নতুন উত্তেজনায় আসর জাঁকিয়ে বসল। শুধুমাত্র ডোনাগানকে দেখা গেল মুখ শুকনো করে বসে আছে।

ব্রিয়াঁ বলল, 'এ দ্বীপে আমরা কত দিন থাকব না থাকব তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তবে যতদিনই থাকি না কেন সে কয়দিন যেন ঠিকমত সব কিছু চলে। দ্বীপের সব কিছু শাসনের জন্যে আমাদের একজন নেতা দরকার। কোন সময়েই প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের সবার মতের মিল হতে পারে না। এসব ক্ষেত্রে যাতে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেজন্যে আমাদের দলনেতা নির্বাচন করতে হবে। যার সিদ্ধান্ত আমরা সবাই মেনে নেব, সেভাবে চলব। তোমরাই বলো কাকে দলপতি নির্বাচিত করবে?'

ডোনাগানের এই প্রস্তাব মোটেই ভাল লাগল না। এ পর্যন্ত সে নিজের খেয়াল খুশিমত চলাফেরা করে এসেছে, এখন এ কি ফ্যাসাদে ফেলল ব্রিয়াঁ?

ডোনাগানের অবশ্য মনে মনে ভীষণ ইচ্ছা দলনেতা হবার। কিন্তু, সে জানে ব্রিয়াঁরা দলে অনেক বেশি। ওরা কিছুতেই ওর নেতৃত্ব মেনে নেবে না। তবুও সে হাল ছাড়ল না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ডোনাগান বলে উঠল, 'দলপতি একজন হলেও তার শাসনের সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকা উচিত। যেমন এ বছরের জন্য একজন নির্বাচিত হলো তো পরের বছরের জন্য আর একজন।'

ব্রিয়াঁ ডোনাগানের আসল মতলব বুঝতে পারল। সেজন্য সে-ও বুদ্ধি করে বলল, 'ডোনাগান খুব ভাল কথা বলেছে। তবে এক বছর পর সবাই চাইলে আগের দলপতির পুনরায় নির্বাচিত হতে কোন বাধা থাকবে না।'

ব্রিয়াঁর কথায় ডোনাগান একদম চুপ মেরে গেল। ব্রিয়াঁও আর দেরি করল না।

ডোনাগান আবার কি প্যাঁচ আঁটে কে জানে? তাই সে বলল, 'আমার মনে হয় গরডনকেই আমাদের দলপতি নির্বাচন করলে ভাল হয়। তোমাদের কি মত?'

সবাই তখন একসঙ্গে গরডনের প্রতি ওদের সমর্থন জানিয়ে দিল। 'তাহলে আজ থেকে গরডন আমাদের নেতা। আগামী এক বছর আমরা গরডনের কথা মেনে চলব। ওর সিদ্ধান্তই সবার সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেব।'

গরডনই আগামী এক বছরের জন্যে এই চারম্যান আইল্যান্ডের শাসনকর্তা নির্বাচিত হলো। ওর প্রতি সবাই সম্মান জানাল—থ্রী চিয়ার্স ফর, গরডন, হিপ-হিপ হুর-রে।

নয়

গরডন যে একজন সত্যিকার বুদ্ধিমান ও ধীর স্থির ছেলে তার প্রমাণ মিলল শাসনভার হাতে নেবার পর। ওর সুন্দর শাসনে শীতকালটা কেটে গেল আনন্দ-ফুর্তির মাঝে। ওরা ধরেই নিয়েছে বাকি জীবন ওদের এই দ্বীপেই কাটাতে হবে। তাই তারা ভাগ্যকে মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট মনে সব কিছু করে বেড়ায়।

২৬ অক্টোবর ওদের জন্যে ছিল এক মজার দিন। সারভিস সবাইকে বলেছিল সেদিন সে উট পাখিতে চড়ে ঘুরে বেড়াবে। সকাল বেলা থেকেই সারভিসের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। অন্যরাও ওর সাথে সাথেই আছে। এ যেন যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি।

প্রথমে সারভিস বহু কষ্টে পাখিটার গলায় লাগাম আর মাথায় একটা ঢাকনি পরিয়ে দিল। লাগাম পরানো হলে সারভিস উট পাখিটাকে টেনে গুহার বাইরে নিয়ে গেল। কয়েকবারই সারভিসকে এ খেলা থেকে বিরত করার চেষ্টা করল গরডন। কিন্তু, নাছোড়বান্দা সারভিস সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই করল না। উট পাখির পিঠে সে চড়বেই। খোলা মাঠে নিয়ে আসবার পর বাক্সটার আর গারনেট পাখিটাকে জোরে চেপে ধরল যাতে পালাতে না পারে। আর সারভিস পায়ের বাঁধন খুলে দিল। অন্যরা তখন ভাবছে সারভিস যদি একবার চড়তে পারে তাহলে ওরাও চড়বে। কি মজাই না হবে!

বহু কসরৎ করে সারভিস শেষ পর্যন্ত উট পাখির পিঠে চড়ে বসল। এখন সে ছেড়ে দিতে বললেই গারনেট আর বাক্সটার পাখিকে ছেড়ে দেবে। কিন্তু সারভিসের মুখ দিয়ে 'ছেড়ে দাও' কথাটি আর বের হয় না। ভয়ে ওর বুক শুকিয়ে আসছে। কি জানি ছেড়ে দিলে যদি পাখিটা কোন বিষম বিপত্তি ঘটিয়ে বসে? শেষ পর্যন্ত অনেক ভয়ে ভয়ে, সাহসে বুক বেঁধে বলল, 'এখন ছেড়ে দাও।'

বাক্সটার আর গারনেটও সাথে সাথে ছেড়ে দিল। অবাক কাণ্ড! ছাড়া পেয়েও পাখিটা নড়ছে না কেন? বোধহয় চোখ বন্ধ দেখে পাখিটা চলছে না। সারভিসও এ কথা চিন্তা করে হাতের ছড়ি দিয়ে পাখির মুখ থেকে ঢাকনাটা খুলে দিল। যেই না খোলা, আর যায় কোথায়? পাখি এবার তীরের মত বনের দিকে ছুটল। সারভিস

প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল পাখিটাকে। ছেলেরা সবাই চিৎকার করে ছুটল তার পেছনে। সবাই উত্তেজনায় অস্থির। কে জানে সারভিসকে নিয়ে কি ঘটায় পাখিটা!

হঠাৎ ওরা দেখল, কিভাবে যেন পাখির উপর থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ল সারভিস। পাখিটাও চোখের পলকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছেলেরা ছুটে গেল সার্ভিসের কাছে। বেচারা মাটি থেকে উঠতে পারছে না। পাখির উপর থেকে পড়ে গিয়ে হয়তো ওর কোমরই ভেঙে গেছে! সবাই মিলে ওকে টেনে উঠাল। আসলে কপাল জোরে বেঁচে গেছে এ যাত্রা। তেমন কিছুই হয়নি।

কোনমতে দাঁড়িয়েই পাখিটার ওপর রেগে গেল সারভিস। 'আমার সুন্দর পাখিটা চলে গেল! এতদিন আদর যত্ন করলাম তাব এই প্রতিদান!...বেঈমান, নচ্ছাড়, অকৃতজ্ঞ...!'

ডোনাগান হাসতে হাসতে বলল, 'এ যাত্রা যে প্রাণে বেঁচেছ তার জন্যে খোদার কাছে শুকরানা আদায় করো। উটপাখির কথা আর মুখেও এনো না।'

দেখতে দেখতে নভেম্বর মাস এসে গেল। শীতের প্রকোপও কমে গেছে। ওরা ঠিক করল এবার চারম্যান আইল্যান্ডটাকে ভালভাবে ঘুরে ফিরে দেখা উচিত। এই দ্বীপের প্রতিটি অংশই ওদের নখ-দর্পণে থাকা প্রয়োজন। তাই ওরা সময় নষ্ট না করে বের হয়ে পড়বার প্রস্তুতি নেয়া শুরু করল।

পাঁচ নভেম্বর ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব, সারভিস, বাক্সটার আর গরডন—এই ছ'জন অভিযানে বেরুল। ফ্যানও ওদের সাথী। ডোনাগান, গরডন আর বাক্সটার তিনজনে তিনটে বন্দুক আর পিস্তল নিয়েছে। বাকি তিনজন নিল একটা করে বড় ছোরা। এছাড়াও ওরা ল্যাসো, বোলা, কুড়াল—এসব রাখল সাথে। রবারের একটা নৌকাও সুটকেসে ভরেছে।

শুরু হলো যাত্রা। কয়েক দিন ধরে একটানা হাঁটতে হাঁটতে ওরা ক্লান্ত দেহে এসে পৌঁছাল সেই হ্রদের ধারে। তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটানো, বুনো খরগোস আর জংলী পাখির মাংস খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ; এভাবেই কেটেছে দিনগুলো। কিছু কিছু নতুন জিনিস ওদের চোখে পড়েছে। আরও কিছু দেখবার আগেই দলনেতা গরডন ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। যদিও ডোনাগান চাচ্ছিল ফ্যামিলি লেকের ওপার দেখে আসবে, কিন্তু গরডনের আদেশে সবাইকে ফিরে যেতে হলো।

ফিরতি যাত্রায় পথিমধ্যে ওরা দেখতে পেল এক চা বাগান। নমুনা হিসেবে কিছু পাতা তুলে নিতে ভুল করল না গরডন।

চা বাগান পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই হঠাৎ গরডন বলে উঠল, 'বাক্সটার, দেখেছ, পাহাড়ের ওপর ছাগলের মত কি যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি এগুলোর একটাকে ধরতে পারবে?'

বাক্সটার ভালভাবে দেখে উত্তর দিল, 'ছাগল, নাকি অন্য জন্তু জানি না; তবে একবার ধরবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই।'

বন থেকে কিছু দূরের মাঠে সেই জন্তুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। গরডনদের দেখতে পায়নি ওরা। গরডন আর বাক্সটার অতি সাবধানে, পা টিপে টিপে এগুচ্ছে। ওরা যখন বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে তখন হঠাৎ বড় একটা জন্তু শূন্যে মুখ তুলে কি

যেন শুঁকল। পরক্ষণেই সেটা পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। আর ওটার দেখাদেখি অন্যগুলোও পিছু নিল। এদিকে বাক্সটার তীরের মত ছুটে গিয়ে একটা জন্তুর দিকে বোলা ছুঁড়ে মেরেছে। সবাই অবাক চোখে বাক্সটারের অব্যর্থ হাতের নিশানা দেখল। বোলাটা মুহূর্তে সেই ছাগল জাতীয় জন্তুটিকে নাগপাশে জড়িয়ে ফেলেছে।

গরডন আর বাক্সটার ছুটে গেল। জন্তুটা বোলার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে ছাড়া পাবার বৃথা চেষ্টা করছে। আর মায়ের এই দুর্দশা দেখে আরও দুটো বাচ্চা ছাগল দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গরডন তাড়াতাড়ি করে বাচ্চা দু'টিকে ধরে ফেলল।

'এই অদ্ভুত জন্তুগুলো কি আসলেই ছাগল?' বাক্সটার জিজ্ঞেস করল গরডনকে।

'না, এগুলো আসলে ভিক্যুনা। এক ধরনের ছাগল জাতীয় জন্তু। প্রচুর দুধ দেয়।' বলল গরডন।

পরদিন ঘটল আর এক ঘটনা। ডোনাগান, ক্রস আর ওয়েব ফ্যানকে নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে। ওদের বেশ পেছনে গরডনরা। এ জায়গায় গাছপালা বেশ ঘন বলে ওরা একে অন্যকে দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ সামনে হট্টগোল শুনে গরডনরা উৎকণ্ঠিত হলো। ওদের কিছু বিপদ হয়েছে ভেবে সবাই ছুটে গেল সামনের দিকে। অল্প একটু যেতেই দেখল ঘোড়ার মত কি যেন এক জন্তু ওদের দিকে ছুটে আসছে। বাক্সটার মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে বোলা ছুঁড়ে মারল সেই জন্তুটার দিকে।

বাক্সটারের অব্যর্থ লক্ষ্য এবারও জন্তুটিকে কুপোকাত করল। ডোনাগান একটা গুলি করেছিল লাগেনি। উত্তেজনায় ডোনাগান ক্রসকে গুলি চালাতে বলল। কিন্তু গরডন সবাইকে বাধা দিয়ে বলল, 'না। এটা আমরা জ্যান্ত ধরব। পোষ মানালে এটা ভাল মাল বওয়ার কাজ করতে পারবে।'

জন্তুটার কাছাকাছি এসে সারভিস বলে উঠল, 'এ আবার কেমন জন্তুরে, বাবা! কিছুটা ঘোড়ার মত। আবার কিছুটা উটের মত! "সুইস ফ্যামিলি" বা "রবিনসন ক্রুসো" কোথাও তো এমন জন্তুর কথা পড়িনি?'

গরডন বলল, 'এটা নিশ্চয়ই গুঅনাকো। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়।'

গুঅনাকো অনেকটা উটের মত আকৃতির হলেও এগুলোকে এক ধরনের ঘোড়াই বলা চলে। গায়ের রঙ অনেকটা চিতল হরিণের মত। খুব শান্ত আর নিরীহ প্রকৃতির হয় এই জন্তুগুলো।

গুঅনাকোটা কিছুক্ষণ পা ছুঁড়ে তারপর অসহায় দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। দেখলেই মায়া হয়। ওটার হাবভাব দেখেই বোঝা যায় সহজেই পোষ মানবে। বাক্সটার গুঅনাকোটার গলায় ল্যাসোর ফাঁস পরিয়ে বোলার নাগপাশ খুলে দিল। আশ্চর্য! গুঅনাকোটা কিন্তু মোটেও পালাবার চেষ্টা করল না।

এবার ওরা সফল অভিযান শেষ করে নাচতে নাচতে ফিরে চলল। চা বাগান আবিষ্কার, দুটো বাচ্চাসহ ভিক্যুনা আর নিরীহ অথচ শক্তিশালী গুঅনাকো ধরা, একি কম কথা?

ডোনাগানের বন্দুকের চাইতে আদিম যুগের ল্যাসো আর বোলা যে ক্ষেত্র বিশেষে অনেক বেশি কার্যকরী তা সবাই স্বীকার করল। আর এ ব্যাপারে নায়ক হচ্ছে বাক্সটার। কেমন কাউবয়দের মত এসব অস্ত্র ব্যবহার শিখেছে সে। কেমন অব্যর্থ লক্ষ্য। কি দ্রুত আর সূক্ষ্ম তার নিশানা। কোন তাকই ব্যর্থ হয় না!

দশ

খেলাধুলা, শিকার আর হৈ-চৈ করে বেশ কেটে যাচ্ছে ওদের দিন। কিন্তু, গত কিছুদিন ধরে ব্রিয়াঁ লক্ষ করছে জ্যাক যেন কেমন বদলে গেছে। যে জ্যাক ছিল উচ্ছলতায় ভরা, হাসি-খুশি সে আজকাল সব সময় মুখ ভার করে বসে থাকে। জ্যাকের এই পরিবর্তন ব্রিয়াঁকে খুবই ভাবিয়ে তুলল। একদিন ওকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল সে, 'কি হয়েছে তোর? কেউ কি কিছু বলেছে? নাকি বাড়ির জন্যে মন খারাপ—খুলে বল তো?'

নিষ্প্রাণ এক হাসি হেসে জ্যাক বলল, 'কই? কিছুই তো হয়নি?'

ব্রিয়াঁ কিছুতেই জ্যাকের কথা মেনে নিতে পারল না, বলল, 'কিছু হয়নি তা হতেই পারে না। কারণ ছাড়া এরকম মুখ গোমড়া করে বসে থাকার ছেলে তুই নস।'

জ্যাকও কিছুই বলতে চায় না আর ব্রিয়াঁও নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই না শুনে ছাড়বে না। অনেক জোরাজুরির পর জ্যাক বলল, 'তুমি যখন এতই জোর করছ তখন আর একদিন সে কথা বলব। আগে একটু ভেবে নিই।'

ব্রিয়াঁও আর চাপ দিল না। তবে সে বেশ বুঝতে পারল জ্যাক নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কথা লুকাচ্ছে। আর সেই কথাই ওর বুকে এমনভাবে চেপে আছে যে সারাদিন মুখ ভার করে বসে থাকে।

কি এমন কথা? ব্রিয়াঁ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল।

গরডন তো ভিক্যুনা আর গুঅনাকো নিয়ে এল কিন্তু জন্তুগুলি রাখে কোথায়? ওরা কয়েকদিনের পরিশ্রমে গাছের কাঠ কেটে একটা খোঁয়াড় বানিয়ে ফেলল। বেশ বড়ই করল খোঁয়াড়টা। কেননা ভবিষ্যতে যে জন্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না তা কে বলতে পারে?

এদিকে উইলকক্স প্রতিদিন গর্তের ফাঁদ পাতে। একদিন আর একটা গুঅনাকো ধরা পড়ল ওর ফাঁদে। তারপর দিন সাতেক যেতে না যেতেই একসাথে এক জোড়া ভিক্যুনা পড়ল। এরপর আবার ধরা পড়ল এক উট পাখি। প্রথমে অবশ্য সবাই ওটাকে আগেরটা বলেই ভুল করেছিল। আগেরটা হোক আর না হোক, উট পাখি দেখে সবাই একটু খেপে গেল। কিন্তু সারভিসের আবার আগের সেই ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। আবারও সে উট পাখিটাকে পোষ মানাবার দিকে মন দিল। ওর এত উৎসাহ দেখে কেউ আর কিছু বলল না। তবে সবাই মনে মনে ভাবছে, এবারও সারভিস উট পাখির অকৃতজ্ঞ ব্যবহারে ক'দিন তার সাত পুরুষ উদ্ধার করবে।

দিনকে দিন ব্রিয়াঁরা নিত্য নতুন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এবার ওরা একটা পাখি ধরার ফাঁদও বানিয়ে ফেলল। মোকোর পরামর্শ মত জাহাজের জাল দিয়ে ওরা বানাল ফাঁদ। ঠিক মাউরিরা যেভাবে পাখি ধরে। জালের উপর কিছু খাবার রেখে দিল। বিকেল বেলা দেখল গোটা কয়েক পাখি পড়েছে জালে। এভাবেই প্রতিদিন ওরা বুনো পায়রা, গিনি ফাউল, বন মোরগ, বাস্টার্ড ইত্যাদি পাখি ধরতে লাগল। জাহাজের লোহার জাল দিয়ে ওরা অনেক বড় পাখির খাঁচা বানিয়ে সেখানেই সব পাখি রাখল। মাস খানেক যেতে না যেতেই কিছু পাখি ডিম পাড়া আরম্ভ করল। কিছু ডিম বাচ্চা ফুটানোর জন্যে রেখে বাকিগুলো ওরা নিজেরা খাওয়া শুরু করল।

পাখি ধরা, জন্তু ধরা, তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা···এসব নিয়েই ওদের দিন কেটে যাচ্ছে। ওদের দেখলে বুঝবার উপায় নেই যে পনেরোটি অসহায় ছেলে অজানা কোন দ্বীপে আটকা পড়ে আছে। ওদের না আছে খাবারের অভাব, না আছে শাসনের ভয়। ওরাই সর্বেসর্বা!

একদিন কথায় কথায় মোকো সবাইকে বলল, 'আমাদের কিন্তু এভাবে শিকারের জন্য গুলি নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। আমরা তো বন্দুকের বদলে তীর-ধনুকও ব্যবহার করতে পারি।' তীর-ধনুকের কথা শুনেই ওদের ভেতর রবিনহুডের একটা ভাব এসে গেল। রবিনহুড তীর-ধনুক নিয়ে কত কিছু করেছে আর ওরা সামান্য শিকার করতে পারবে না? সুযোগ পেয়ে সারভিস রবিনহুডের কিছু কাহিনীও শুনিয়ে দিল সবাইকে।

যেই ভাবা সেই কাজ। ওরা বেত দিয়ে তীর আর অ্যাশ গাছের ডাল দিয়ে ধনুক বানাল। তারপর শুরু হলো প্র্যাকটিস। দেখতে দেখতে বাক্সটার, ক্রস আর উইলকক্স তীর ছোঁড়াতে ওস্তাদ হয়ে উঠল। তীর-ধনুকেও বাক্সটার তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পিছপা হলো না। অদ্ভুত হাতের সই তার। এদিকে গরডন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে গুলি খরচ করার উপর একদম নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিল। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া কেউ একটা গুলিও খরচ করতে পারবে না।

ওদিকে আর একটা ব্যাপার ওদেরকে কিছুটা চিন্তিত করে তুলল। মোমবাতি আর তেল সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। জাহাজের পিপে ভর্তি তেল সব শেষ হয়ে গেছে। মোমবাতিও মাত্র কয়েকটা আছে। কিছু একটা বন্দোবস্ত করা দরকার। ব্রিয়াঁ প্রস্তাব দিল, 'চল আমরা সমুদ্র তীর থেকে কিছু সীল মাছ শিকার করে আনি। একেবারে ফুরিয়ে যাবার আগেই তেল আর মোমের ব্যবস্থা করা উচিত।'

সবাই মিলে চলল সীল শিকারে। প্রথমে কথা ছিল শুধু বড়রা যাবে। ছোটরা গুহাতেই থাকবে। কিন্তু গরডন ভাবল ছোটদেরকেও সাথে নিলে ওদের ভাল লাগবে। সমুদ্রের তীরে কিছুটা ছোটছুটি করতে পারবে।

রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন। আকাশ স্বচ্ছ নীল। ব্রিয়াঁরা সদলবলে চলেছে সীল শিকারে। সঙ্গে নিয়েছে গুঅনাকো দুটো। ওদেরকে একটা গাড়িতে জুড়ে দিয়ে সেই গাড়িতে ডজন খানেক পিপে, কড়াই ইত্যাদি তুলে দিয়েছে। ওরা সীল মেরে সমুদ্রের তীরেই চর্বি থেকে তেল সংগ্রহ করবে। গুহার কাছাকাছি সীল মাছ নিয়ে এলে পরে পচা গন্ধে আর টেকা যাবে না। সমুদ্রের দিকে কয়েক মাইল যাবার পর

ডোল, কোস্টার আর ইভারসন বায়না ধরল ওদেরকে গাড়িতে চড়াতে হবে। ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ায় ওদের আবদার রক্ষা করা হলো। ইভারসনরা গাড়িতে চলল দুলতে দুলতে।

স্কুনার উপসাগরের তীরে পৌঁছতে ওদের প্রায় দশটা বেজে গেল। দূর থেকেই ওরা দেখতে পেল সৈকতে অনেকগুলো সীলমাছ খেলাধুলা করছে। একে অন্যের সাথে হুটোপুটি করছে। ব্রিয়াঁদের দেখেও সীলগুলো ভয় পেল না। নিশ্চিন্তে খেলেই চলেছে। সীলগুলো বোধহয় কখনও মানুষ দেখেনি। তাই এত নির্ভীক।

কিভাবে আক্রমণ করা হবে তার একটা প্ল্যান ঠিক হলো। তারপর বন্দুক হাতে ওরা কয়েকজন অর্ধবৃত্তাকারে সীল মাছগুলোর দিকে এগুতে থাকল। সীলগুলো ওদের বন্দুকের নাগালের মধ্যে আসতেই ডোনাগান সঙ্কেত দিল। আর সাথে সাথেই আক্রমণ শুরু হলো। কয়েক মিনিটেই বেলাভূমিতে যেন তাণ্ডবলীলা হয়ে গেল। ডোনাগানদের অব্যর্থ নিশানায় একটি গুলিও নষ্ট হলো না। বিশেষ করে ডোনাগান রিভলভার নিয়ে যেভাবে চরকির মত সীলের পেছন পেছন ঘুরে শিকার করল তা দেখবার মত। যে কয়টা মরেছে সেগুলো ছাড়া বাকি সব সমুদ্রে পালাল। গুনে দেখা গেল, গোটা তিরিশেক সীল মারা পড়েছে মোট।

বিকেলে তেল সংগ্রহ শুরু করল ওরা। ছুরি, কুঠার ইত্যাদি নিয়ে ওরা বসল এক একটা সীল কাটতে। চামড়া ছাড়িয়ে ভেতরকার মাংস ওরা টুকরো টুকরো করে কাটল। মোকো কিছুটা দূরে পাথর দিয়ে একটা চুলো বানাল। সেই চুলোর উপর বসানো হলো বিরাট এক কড়াই। তাতে পানি ভরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো।

ব্রিয়াঁদের অবস্থা তখন দেখবার মত। রক্তে, মাংসে, চর্বিতে সারা শরীর একাকার! কিন্তু ঘেন্না করবার উপায় নেই, দরকারী কাজ করছে ওরা।

মোকোর কড়াইয়ের পানি ফোটা শুরু হতেই ওরা একটা একটা করে মাংসের টুকরো ছাড়তে থাকল সেই পানিতে। পানিতে ফুটে তেল ভেসে উঠল। ওরা একটু মোটা তেলের পর্দা পড়লেই হাতল দিয়ে সেই তেল ভরতে থাকল পিপেয়। গরম পানিতে মাংস দেয়া মাত্র এমন বিদঘুটে গন্ধ বের হচ্ছে যে পেটের নাড়িভুঁড়ি সব উল্টে আসবার জোগাড়। তবুও ওরা নাক টিপে ধরে কাজ শেষ করল। পুরো দু'দিন লাগল ওদের সম্পূর্ণ তেল সংগ্রহ করতে। পরদিন সন্ধ্যা নাগাদ ১২টা পিপে ভর্তি করে ফেলল ওরা। এবার নিশ্চিন্ত। সামনের শীতে আর তেলের জন্য ভাবতে হবে না। তারা প্রচুর তেল সংগ্রহ করতে পেরেছে।

সময় যে কি দ্রুত বয়ে যাচ্ছে তা দেখে ওরা অবাক। দেখতে না দেখতেই বড়দিন চলে এল। চারম্যান আইল্যান্ডে এখন গ্রীষ্মকাল। সবাই বড়দিনের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওরা ভাবছে, দ্বীপটা কোন্ মেরুতে অবস্থিত? এখানে এপ্রিল মাসে বরফ পড়ে আর ডিসেম্বরে গ্রীষ্মের কড়া রোদ! রাতের বেলায় আকাশে যে তারা ওঠে—তাও আবার উল্টো। এ কেমন উল্টো দেশ?

চারম্যান আইল্যান্ডে এখন বড়দিনের মস্ত আয়োজন। শাসনকর্তা গরডন সবাইকে স্বাধীনতা দিয়েছে নিজেদের ইচ্ছেমত সব আয়োজন করবার। ছেলেদের

আর পায় কে। মহা আনন্দে ওরা যেন পুরো দ্বীপকেই সাজিয়ে তুলছে। ফরাসী গুহার দরজা ওরা নানা রঙের নিশান আর লতা-পাতার শিকল দিয়ে সাজিয়েছে। চারদিকে ঝুলিয়েছে রঙ-বেরঙের অসংখ্য ফানুস।

ফরাসী গুহার ঘুলঘুলির মধ্যে জাহাজের কামান দুটোর মুখ ঢোকানো। বড়দিনের সকালে ডোনাগান কামানে বারুদ পুরে পনেরোটি ফাঁকা আওয়াজ করল। যেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। মহা আনন্দ ফুর্তিতে দিনটি কাটল ওদের।

বড়দিন উপলক্ষে বিশেষ ভূরিভোজের আয়োজন করেছে মোকো। দুপুরে সুন্দর ক্রিকেট খেলা হলো: চারম্যান আইল্যান্ডের শাসনকর্তার দল বনাম ডোনাগানের দল। বিকেলে ফুটবল। রাতে ওরা তক্তা পেতে মঞ্চ বানিয়ে অভিনয় করল। শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' আর 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর কয়েকটা দৃশ্যে সুন্দর অভিনয় করল ওরা। সবশেষে চমৎকার আবৃত্তি করে সবাইকে মুগ্ধ করল ডোনাগান।

বড় দিন পার হতে না হতেই এল নববর্ষ।

নববর্ষের দিন সবার মন বেশ খারাপ হয়ে গেল! দশ মাস পার হয়ে গেছে ওদের এই দ্বীপে। কে জানে আরও কত বছর থাকতে হবে! জীবন যাত্রার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব তারা ঠিকই যোগাড় করেছে। আনন্দে হুল্লোড়ে বেশ ভালই কাটছে দিন। কিন্তু তবু কি আত্মীয় স্বজনকে ছেড়ে, দেশের কথা ভুলে এভাবে মাসের পর মাস থাকা যায়? কত দিন—আর কত দিন ওদের এভাবে মুক্ত অথচ বন্দী জীবন কাটাতে হবে?

এগারো

আবার শীত এসে পড়েছে। তাই শীতকে মোকাবিলার জন্যে ওরা প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রথমে ওরা পোষা জন্তুগুলোর জন্যে একটা ভাল ঘর তৈরি করল।

ওরা ভাবল, শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবার আগেই ফ্যামিলি লেকের পুব দিকটা ওদের ঘুরে দেখা দরকার। হয়তো বা ওইদিকে আরও ভাল আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর ম্যাপে সবকিছু থাকবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ওরা হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারে। হয়তো বা বদোয়াঁর অজানা কিছু রয়ে গেছে পুব দিকে যা সে ম্যাপে আঁকতে পারেনি।

এ প্রস্তাবে গরডনের কোন আপত্তি নেই। ঠিক হলো ব্রিয়াঁ আর ছোট ভাই জ্যাক যাবে এই অভিযানে। ওদের সঙ্গে থাকবে মোকো। যেহেতু নৌকায় করে যেতে হবে তাই মোকোর মত একজন পাকা নাবিক অত্যন্ত আবশ্যক।

চৌঠা ফেব্রুয়ারি সকালে ওরা তিনজন রওনা হলো। দক্ষিণ-পশ্চিমে হাওয়া বইছে। ওরা পাল খাটিয়ে হাল ধরে বসেছে। নৌকা পালের টানে তর তর করে ভেসে চলল।

বেলা তিনটে নাগাদ ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেল। কিন্তু হ্রদের ওপারের কিছুই এখনও দেখা যাচ্ছে না। দূরবীন দিয়ে চেষ্টা করেও ওরা স্পষ্ট কিছু দেখতে পেল না। ডাঙার মত ঝাপসা কি যেন দেখা যাচ্ছে, ঠিক বোঝা যায় না।

আরও ঘন্টা খানেক চলার পর ধীরে ধীরে তীরের গাছপালা ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হ্রদের পশ্চিম দিকটা বেশ গভীর কিন্তু পুব দিকে পানির গভীরতা অনেক কম। কাঁচের মত স্বচ্ছ টলটলে পানি। নিচের সব কিছু দেখা যায়। শ্যাওলা আর জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে নানা রকম মাছ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে, সবই দেখতে পেল ওরা।

আরও কিছুদূর যেতেই ম্যাপে আঁকা সেই নদীটার দেখা পাওয়া গেল। হ্রদ থেকে বেরিয়ে নদীটা পুবদিকের সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

জ্যাকের প্রস্তাবে ব্রিয়াঁ নদীটার নাম রাখল ইস্ট রিভার।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে দেখে ওরা সেদিনকার মত যাত্রায় বিরতি দিল। নৌকা তীরে ভিড়িয়ে একটা ওক গাছের তলায় তাঁবু খাটাল। তাঁবুর সামনে প্রচুর শুকনো ডালপালা জড় করে তাতে আগুন ধরাল ব্রিয়াঁ। বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে বাঁচার জন্যেই এই আগুন।

পরদিন ভোরেই আবার রওনা হলো। নদীতে বেশ স্রোত। স্রোতের টানেই নৌকা বেশ তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথমে নদীর দু'ধারে ঘন জঙ্গল ছিল, যতই এগুচ্ছে ততই জঙ্গল হালকা হয়ে আসছে। বাতাসে লোনাজলের গন্ধ পাচ্ছে তারা। ঘন্টাখানেক পর দূর-দিগন্তে একটা বাঁকা নীল রেখা দেখতে পেল ওরা। সমুদ্রের দেখা পেয়েছে ব্রিয়াঁ, মোকো আর জ্যাক।

বাম তীরে নৌকা ভিড়িয়ে ওরা নামল বালুকাবেলায়। দুপুরের রোদে ঝিকমিক করছে বেলাভূমি। সমুদ্রের ধারে অসংখ্য টিলার মত ছোট ছোট পাহাড় ওদের অবাক করেছে।

সেই পাহাড়ের ভিতর ওরা বিশটা গুহা খুঁজে পেল। ভাবছে ওরা, 'ইশ। আমাদের জাহাজ যদি এখানে এসে ভিড়ত তাহলে আর কোন অসুবিধাই ছিল না। এত কষ্ট করে ফরাসী গুহায় মালামাল টেনে নিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়ত না।'

এবার ওরা সমুদ্রের উল্টো দিকে হাঁটতে হাঁটতে বনের মধ্যে প্রবেশ করল। অসংখ্য পাখি কিচিরমিচির করছে। ব্রিয়াঁর হাত নিশপিশ করছে শিকার করার জন্য। ওদের এই অভিযানে কতদিন কাটবে তার কোন ঠিক নেই। সুতরাং নৌকার খাবারে হাত না দিয়ে এসব পাখি শিকার করে খাওয়াই ভাল। ব্রিয়াঁ শিকারের পেছনে যুক্তি খুঁজে পেয়ে গুলি করে মারল কয়েকটি পাখি।

বন থেকে ফিরে ওরা আবার টিলায় টিলায় ঘুরল কিছুক্ষণ। পাহাড় বা টিলা যাই হোক না কেন, দেখে মনে হয় যেন মস্ত বড় বড় পাথরের টুকরো কেউ বসিয়ে রেখেছে। ব্রিয়াঁ ঘুরতে ঘুরতে দশ বারোটা গ্র্যানাইট পাথরের ঘর খুঁজে পেল। ঘর না হলেও পাথরগুলো এমনভাবে সাজানো যে মনে হয় সত্যি কোন ঘর।

বেলা দুটোর দিকে ওরা উঁচু টিলাটায় উঠল। সেখান থেকে মোটামুটিভাবে

চারদিক বেশ দেখা যায়। দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সুদূর বিস্তৃত বালির পাহাড়। উত্তরে ঊষর মরুভূমি। দ্বীপের মাঝখান ছাড়া আর সবটুকুই বসবাসের অযোগ্য। মাঝখানে সেই বিশাল হ্রদ। হ্রদের দু'পাশে জঙ্গল। পুব দিকে বালির টিলা। আর তারপর সীমাহীন সমুদ্র। সমুদ্রের ওপারে ডাঙা আছে কি নেই জানবার জন্য অস্থিরতা অনুভব করল তিনজনই। মোকো, ব্রিয়াঁ আর জ্যাক পালাক্রমে দূরবীন দিয়ে বৃথাই চেষ্টা করল ওপারের ডাঙা দেখার।

মোকোর চোখে দূরবীন। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'ব্রিয়াঁ! দেখ, দেখ! কি যেন ধূসর মেঘের মত দেখা যাচ্ছে ওই দূরে। অনেকটা পাহাড়ের মত।'

তাড়াতাড়ি মোকোর হাত থেকে দূরবীন নিল ব্রিয়াঁ। 'তাই তো! সমুদ্রের কোল ঘেঁষে পুবদিকে ধূসর একটা রেখা দেখা যাচ্ছে!'

ওরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওই ধূসর জিনিসটি কি? ওটা কি ডাঙা? অন্য কোন দ্বীপ? নাকি কোন মহাদেশের একটা অংশ?

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই ওরা ফিরে এল ঈস্ট রিভারের মোহনায় ওদের তাঁবুতে। গত রাতের মত আজ রাতেও ওরা ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালাল। দিনের বেলা শিকার করা পাখির মাংস রান্না করে খাওয়া সেরে জোয়ারের অপেক্ষায় বসে রইল ওরা। জোয়ার আসলেই রওনা হবে।

নির্দিষ্ট কিছু করবার নেই। ওরা তিনজন তাই আশপাশটা ঘুরে দেখছে। রাত প্রায় সাতটার দিকে মোকো নৌকায় ফিরে দেখল ব্রিয়াঁ আর জ্যাক তখনও ফেরেনি।

কোন বিপদে পড়ল না তো দু'ভাই?

অজানা আশঙ্কায় মোকো তীরে নেমে খুঁজতে লাগল দুই ভাইকে। একটু হাঁটতেই ওর কানে ভেসে এল কান্নার শব্দ। কাছেই কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। একটু কান খাড়া করতেই ব্রিয়াঁর গলা শুনতে পেল।

ব্যাপার কি! ওদের আবার কি হলো? মোকো এগিয়ে গেল তাদের দিকে। কাছে গিয়ে মোকো তো একদম অবাক! ব্রিয়াঁ গম্ভীর মুখে এক গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে আছে। আর জ্যাক ওর সামনে নতজানু হয়ে বসে আকুলভাবে মাফ চাইছে।

মোকো কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না তার এখন কি করা কর্তব্য। দুই ভাইয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে, নাকি এখান থেকে সরে যাবে? মনস্থির করতে পারছে না মোকো। শেষ পর্যন্ত চুপচাপ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল ব্রিয়াঁ আর জ্যাকের কথা।

একটু পরই ওর কাছে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে গেল সে। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে ফিরে গেল নৌকায়।

কিছুক্ষণ পর ব্রিয়াঁ ও জ্যাক ফিরে এল। দু'জনের মুখই গম্ভীর, থমথমে। জ্যাক নৌকায় না উঠে তীরেই বসে পড়ল।

নৌকাতে চুপচাপ বসে আছে ব্রিয়াঁ আর মোকো। কারও মুখে কোন কথা নেই। গলুইয়ের ওপর রাখা হারিকেন টিমটিম করে জ্বলছে। বিশ্রী এক অস্বস্তিকর

পরিবেশ।

অবশেষে মোকো বলে উঠল, 'আমি সব কিছুই শুনেছি, ব্রিয়াঁ।'

'কি? কি শুনেছ তুমি, মোকো?' চমকে উঠল ব্রিয়াঁ।

'জ্যাক যা করেছে সব।'

'তুমি বুঝি আড়ি পেতে সব শুনেছ?'

'হ্যাঁ!' নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল মোকো। 'ওকে তোমার ক্ষমা করা উচিত। ও নিজেও কি জানত এমনটা হবে?'

'আমি না হয় ক্ষমা করলাম! কিন্তু অন্য সবাই? তারা কি ক্ষমা করবে? তুমি কি করবে?'

'আমার ব্যাপারে চিন্তার কোন কারণ নেই। অন্যদেরও উচিত ওকে ক্ষমা করা। আর অন্যরা না হয় নাই জানল এ কথা। কি দরকার সবাইকে জানিয়ে?'

ব্রিয়াঁর বুক থেকে যেন মস্ত এক বোঝা নেমে গেল। অন্তত মোকো জ্যাকের মারাত্মক অপরাধ ক্ষমা করেছে। মোকোর দু'হাত সে নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল।

মোকো কোন কথা বলল না। নীরবে সে ব্রিয়াঁর মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিল। সেই ঝড়ের রাত থেকেই মোকো লক্ষ করেছে ব্রিয়ার অদ্ভুত সাহস, ধৈর্য এবং বুদ্ধিমত্তা। আজ ব্রিয়াঁকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে দেখে মোকোর মনটাও কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেল।

রাত দশটা নাগাদ জোয়ার এল। ওরা জ্যাককে নৌকায় তুলে নিয়ে ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করল।

পরদিন সকাল দশটার দিকে ওরা এসে পৌঁছল ফরাসী গুহার কাছে। ইভারসন সে সময় হ্রদে মাছ ধরছিল। ব্রিয়াঁদের দেখেই সে চিৎকার করে সবাইকে জানিয়ে দিল ওদের আগমন বার্তা।

ব্রিয়াঁ সবাইকে অভিযানের ফলাফল জানাল। বলল না শুধু জ্যাকের অপকর্মের কথা।

চারম্যান আইল্যান্ড বাইরের পৃথিবীর সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একথা ওরা এবার বেশ বুঝতে পারল। বাইরে থেকে কোন সাহায্যই কি কোনদিন আসবে না ওদের জন্যে?

বারো

ব্রিয়াঁর প্রতি ডোনাগানের বিদ্বেষ বোধহয় আর শেষ হবার নয়। ডোনাগান সব সময়েই লেগে আছে ব্রিয়াঁর পিছনে। সেদিন, ২৫ এপ্রিল বিকেলে একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

ডোনাগানই দায়ী ছিল ঝগড়ার জন্যে। গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটে খেলার মাঠ

থেকে। ডোনাগান ও ব্রিয়াঁ, দু'জন দু'দলের ক্যাপ্টেন। খেলায় হেরে যায় ডোনাগানের দল। আর সেজন্যেই সে যাচ্ছেতাই ভাবে গালিগালাজ করে ব্রিয়াঁকে। ব্রিয়াঁ প্রথমে চট করে রেগে উঠলেও নিজেকে সংযত করে নিয়ে ভদ্র ভাষায় ডোনাগানের ব্যবহারের প্রতিবাদ জানায়।

ব্রিয়াঁর ভদ্র কথায় ডোনাগান আরও খেপে ওঠে, 'তোমাকে আর ধর্মের বুলি আওড়াতে হবে না, কাপুরুষ কোথাকার! ওসব আমি অনেক শুনেছি। আর শেখাতে হবে না।' কথাটা বলেই ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে গেল ব্রিয়াঁকে মারতে।

'আমি কাপুরুষ! তবে দেখো!' বলেই ডোনাগানের মুখে এক প্রচণ্ড ঘুসি বসিয়ে দিল ব্রিয়াঁ।

গরডন ছুটে এল গোলমাল শুনে। দু'জনকে দু'হাতে টেনে সরিয়ে দিল।

ডোনাগান রাগে কাঁপতে কাঁপতে নালিশ করল, 'ব্রিয়াঁ আমাকে মিথ্যুক বলেছে, গরডন!'

ব্রিয়াঁও সাথে সাথে নালিশ করল, 'ও আমাকে ভণ্ড জোচ্চোর, কাপুরুষ বলেছে!'

গরডন সবার কাছ থেকে আসল ঘটনা জেনে বলল, 'সবাই যা বলছে সেটা ঠিক হলে দোষ কিন্তু তোমারই বেশি।'

ডোনাগান এবার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল, 'হুঁ! দোষ আমার? সব দোষ আমার? তোমরা যেমন একচোখা, দোষ তো আমারই হবে।'

গরডনও এবার রেগে গেল, 'সব দোষই তোমার! তোমার মত এরকম জঘন্য হিংসুটে ছেলে পৃথিবীতে আর দুটো নেই!'

ডোনাগান এবার বিদ্রূপ করে বলল, 'ব্রিয়াঁ, তুমি কি এতই অকৃতজ্ঞ? গরডনের এত মধুর বাক্যেও ওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছ না!' এ কথা বলেই আবার সে ব্রিয়াঁর দিকে মারমুখো হয়ে তেড়ে গেল।

গরডনকে এতটা খেপতে বোধহয় কেউ কখনও দেখেনি। সে দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাবধান, ডোনাগান, ব্রিয়াঁর গায়ে যদি হাত তোলো তবে আমি তোমাকে ছাড়ব না। আমি তোমাদের দলপতি। সবাইকে আমার কথা শুনতে হবে। যে না শুনবে, সে এখান থেকে চলে যেতে পারে। তুমি যদি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে না পারো তাহলে যেখানে খুশি সেখানে চলে যেতে পারো। এখানে তোমার জায়গা হবে না।'

গরডনের এমনি ঠাণ্ডা স্বরে কঠিন ভর্ৎসনা শুনে ডোনাগান মাথা নিচু করে চলে গেল।

সন্ধ্যা হয়ে আসায় সবাই গুহায় ফিরল। কিন্তু ডোনাগানের কোন পাত্তাই নেই। বিকেলের কথা ভেবে সবারই মন খারাপ। বেশ তো সুন্দর খেলা চলছিল, হঠাৎ এমন হলো কেন?

রাত আটটার দিকে ফিরে এল ডোনাগান। কোন কথা না বলে খেয়েদেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। ওর এই গুম হয়ে থাকাটা কারোই পছন্দ হলো না। কে জানে কি মতলব আঁটছে।

দেখতে দেখতে আবার মে মাস চলে এল। প্রথম সপ্তাহ থেকেই এমন শীত পড়ল যে রাতে আগুন না জ্বেলে থাকা যায় না। শীতের প্রকোপ যতই বাড়ছে, দেশান্তরী পাখিও সব দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে। ব্রিয়াঁ জাল পেতে কিছু সোয়ালো পাখি ধরল। কাগজে তাদের জাহাজ ডুবির কথা লিখে সেটা পাখির পায়ে বেঁধে ছেড়ে দিল। —যদি একটা পাখিও উত্তর দেশে কারও হাতে ধরা পড়ে সেই আশায়।

একটা ব্যাপারে দ্বীপবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা গেল। গরডনের শাসনকাল শেষ হবে জুনের ১০ তারিখে। ওদের আবার নতুন দলপতি নির্বাচন করতে হবে। ব্রিয়াঁ-গরডন এ বিষয়ে উদাসীন হলেও ডোনাগানের উৎসাহের কমতি নেই। সে এবার নির্বাচিত হবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ডোনাগানের জিতবার আশা খুবই কম। ওর দলে মাত্র ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। তবুও তার উৎসাহে কমতি নেই। ভোটের জন্য সে সবার কাছে তদবির শুরু করেছে।

অবশেষে নির্বাচনের দিন, ১০ জুন এসে গেল। বিকালে নির্বাচন। ছেলেরা একটা টুকরো কাগজে নিজের মনোনীত দলপতির নাম লিখে বাক্সে ফেলল।

সবার ভোট দেয়া শেষ হলে চিন্তিত মনে ভোটের বাক্স খুলল গরডন। ডোনাগান এ কয়দিন ভোটের জন্য যেরকম তদবির করেছে তাতে বলা যায় না কি হয়! আর ডোনাগানের হাতে শাসনভার গেলে যে কি অবস্থা হবে তা কে না জানে! দুরু দুরু বুকে সে ভোট গোণা শুরু করল।

ফলাফল হলো:

ব্রিয়াঁ ৮ ভোট

ডোনাগান ৩ ভোট

গরডন ১ ভোট

ডোনাগান, মোকো আর গরডন কাউকে ভোট দেয়নি। ব্রিয়াঁই শুধু গরডনকে ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনের ফলাফল ব্রিয়াঁকে অবাক করল। আর ডোনাগানের তো মাথার চুল ছিঁড়বার জোগাড়। ব্রিয়াঁ মনে মনে চেয়েছিল গরডনই আবার নির্বাচিত হোক। কিন্তু, অন্য কেউ যে গরডনকে ভোট দিল না; এ কি সবাই তাকে চায় বলেই, নাকি ওরা গরডনকে অপছন্দ করে?

প্রথমে ব্রিয়াঁ ভাবল নিজে নেতৃত্ব নিয়ে আবার গরডনকে দিয়ে দেবে। কিন্তু জ্যাকের কথা মনে পড়তেই সে গম্ভীর হয়ে গরডনের কাছ থেকে সব দায়িত্ব বুঝে নিল।

দলপতি নির্বাচিত হয়ে প্রথমেই ব্রিয়াঁ স্থির করল সাহায্য সঙ্কেত হিসেবে জাহাজের পতাকার স্থলে একটা বেলুন উড়াবে। বেলুন অনেক উঁচুতে উড়ানো যায়। আর দেখাও যায় বহু দূর থেকে। অনভ্যস্ত হাতে বেত আর ক্যানভাসের কাপড় দিয়ে বেশ ভালই একটি বেলুন তৈরি করা হলো।

এমন ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে যে ওদের বাইরে বের হওয়া একদম বন্ধ হয়ে গেল। সকাল, দুপুর কিংবা বিকাল কোন সময়েই বের হবার উপায় থাকল না। একেবারে হাড় কাঁপানো শীত। অগত্যা ওরা ভাল এক বুদ্ধি করল। গুহাতেই স্কুল বসিয়ে

দিল। ওদের সাথে বইয়ের কোন অভাব নেই। ছোটরা যা না বোঝে সেটা বড়রা বলে দেয়। বড়রা গল্পের ছলে ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাহিনী বহু কিছুই ছোটদের শেখায়। এভাবে ওরা আগস্ট মাস পর্যন্ত কাটাল। ঠাণ্ডা এখন কিছুটা কমলেও মাঝে মাঝেই বরফ পড়ে। গুহার বাইরে গোটা দ্বীপ বরফে সাদা হয়ে আছে।

বাইরে বরফ দেখে ব্রিয়াঁ ঠিক করল সবাইকে নিয়ে স্কেটিঙ করতে বের হবে। গত বছরই সবাই কিছুটা স্কেটিঙ শিখে নিয়েছিল। স্কেটিঙের সব সরঞ্জাম ওদের জাহাজেই ছিল। সুতরাং আর চিন্তা কি?

গুহার ভেতর এতদিন থেকে ওরা একদম হাঁপিয়ে উঠেছে। বাইরের মুক্ত বাতাসে এসে ওদের মন আনন্দে ভরে উঠল। বরফে হুটোপাটি শুরু করল সবাই।

ওদের ভেতর ভাল স্কেট করতে পারে শুধু তিনজন। ডোনাগান, ক্রস আর জ্যাক। সবাই ভাবল ওরা তিনজনই হয়তো চোখের নিমেষে দূরে হারিয়ে যাবে স্কেট করতে করতে। ব্রিয়াঁ অবশ্য সবাইকে সাবধান করে দিল, 'তোমরা লক্ষ রেখো, বাইরে কিন্তু প্রচণ্ড ঘন কুয়াশা। দূরের জিনিস সব ঝাপসা মনে হয়। তোমরা কেউ কিন্তু দূরে যাবে না, তাহলে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আর এই শীতে পথ হারানো মানে কি তা তো বোঝোই!'

মহা আনন্দ ও উৎসাহে স্কেটিঙ শুরু করল সবাই। কেউ দু'পা গিয়েই আছাড় খেলো, আবার কেউবা আরও কিছুদূর গিয়ে পিছলে পড়ল। তবুও ওরা দমবার পাত্র নয়। হোঁচট খেতে খেতেই ওরা দূরে চলে গেল হাসি ঠাট্টার মাঝে।

সবচেয়ে সুন্দর স্কেটিঙ করছে জ্যাক। অত্যন্ত সাবলীল ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে চলেছে জ্যাক। কখনও এক পায়ে, কখনও দু'পায়ে আবার কখনও বা লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে ছুটে চলেছে সে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যাক, ডোনাগান আর ক্রস সবাইকে পিছনে ফেলে বহু দূরে চলে গেল।

যেতে যেতে ডোনাগান বলল, 'চল, আমরা আরও সামনের দিকে যাই। ওদিকে অনেক বুনো হাঁস আছে।'

'না; সামনে যা কুয়াশা! শেষে কি হিংস্র জন্তুর খপ্পরে পড়ব নাকি?'

ডোনাগান ক্রসের আঁতে ঘা দিল, 'ওসব জন্তু-টন্তু কিছু না। আসল কথা ব্রিয়াঁর ভয়ে তুমি যেতে চাইছ না।'

এবার ক্রস বেচারা বাধ্য হলো ডোনাগানের সাথে যেতে। ক্রমেই কুয়াশা আরও ঘন হয়ে আসছে। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। ওরা বুনো হাঁসের ডাক ঠিকই শুনতে পেল কিন্তু কুয়াশার জন্যে কিছুই দেখতে পেল না। এ যেন ওদের ছুটে বেড়ানো রৌদ্রকরোজ্জ্বল চারম্যান আইল্যান্ড নয়, অজানা অচেনা এক কুয়াশা-জগৎ।

বেলা তিনটের দিকেই কুয়াশা এত ঘন হয়ে এল যে, কিছুই দেখা যায় না। ব্রিয়াঁ আর গরডন অস্থির চিত্তে পায়চারি করছে গুহার সামনে। ক্রমশ কুয়াশা এত বেশি অন্ধকার করে তুলল যে, ওরা একে অপরকে ঠিকমত দেখতেই পাচ্ছে না।

ব্রিয়াঁ অধীর হয়ে উঠেছে, 'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হয়েছে। নিশ্চয়ই ওরা এই

নিকষ কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছে। এখন ফিরবে কি করে?'

গরডন বলল, 'তোমার শিঙাটা বাজিয়ে দেখো না। শিঙার আওয়াজ শুনে ওরা ঠিকই ফিরে আসতে পারে।'

ব্রিয়াঁ তিনবার শিঙায় ফুঁক দিল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই একে একে সবাই ফিরে এল। এল না শুধু ডোনাগান আর ক্রস। বার বার শিঙায় ফুঁ দিয়েও ওদের কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে সন্ধ্যাও প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কি করা যায়?

এই সময়ে গরডন বলল, 'ওরা হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে। সেই জন্যে শুনতে পাচ্ছে না। আমরা কেউ যদি শিঙা হাতে সামনে থেকে ঘুরে আসি তাহলে নিশ্চয়ই ওরা শুনতে পেয়ে ফিরে আসবে।'

গরডনের কথায় দুরন্ত বাক্সটার লাফিয়ে উঠল, 'আমিই যাই, কি বলো সবাই?'

সারভিসও যেতে চাইল।

উইলকক্স বলল, 'আমি যাব।'

শেষমেষ এই গণ্ডগোল দেখে ব্রিয়াঁ বলল; 'তোমাদের কাউকে যেতে হবে না। আমিই যাব।'

এ সময় জ্যাক বলল, 'আমার মত জোরে স্কেটিঙ করে অন্য কেউ যেতে পারবে না। আমার মনে হয় আমি গেলেই সব চেয়ে ভাল হয়।'

গরডন জ্যাককে সমর্থন জানাল, 'জ্যাক ঠিকই বলেছে। এ কাজে ওর জুড়ি কেউ নেই।'

ব্রিয়াঁও রাজি হয়ে গেল, 'ঠিক আছে, খুব তাড়াতাড়ি শিঙা বাজাতে বাজাতে যাবি। আর ওদের বন্দুকের আওয়াজ পেলেই পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবি।'

জ্যাক শিঙা বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য হয়ে গেল সামনের ঘন কুয়াশায়। একটু পরেই ওর শিঙার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না। এদিকে জ্যাক যাবার পর প্রায় আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। তিনজনের কারুরই কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ব্রিয়াঁ এবার রীতিমত অস্থির হয়ে উঠল। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত গরডনকে বলল কামান দেগে সঙ্কেত দেবার জন্যে। ফরাসী গুহার ঘুলঘুলিতে মুখ বাইরে করা দুটো কামান বসানো ছিল। তারই একটাতে বারুদ ভরে আগুন ধরিয়ে দিল বাক্সটার।

সারা দ্বীপ কেঁপে উঠল কামানের গোলার প্রচণ্ড আওয়াজে। অন্ততপক্ষে ১০ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে কামানের শব্দ। কিন্তু মিনিট দশেক পার হবার পরও কোন দিক থেকেই ওদের তিনজনের কোন সাড়াশব্দ বা প্রত্যুত্তর এল না। আবার কামান ছোঁড়া হলো। এবারও কোন উত্তর নেই। অজানা আশঙ্কায় সবার বুক কাঁপছে। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই পর পর আরও দু'বার কামানের ফাঁকা আওয়াজ করল ওরা। আর তারপরই ছেলেরা দু'তিনটে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ শুনতে পেল।

গুলির আওয়াজ শুনে ছেলেদের মন থেকে দুশ্চিন্তার বোঝা সরে গেল। বাক্সটারও সাথে সাথে গুলির আওয়াজ করে উত্তর দিল। এবার পুব দিক থেকে

ওদের সঙ্কেতের উত্তর এল। বন্দুকের শব্দ অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরেই দুটো ছায়ামূর্তি তীর বেগে ছুটে এল ওদের দিকে। কিন্তু, এ কি! শুধু ক্রস আর ডোনাগান কেন? জ্যাক কোথায়? ওরা জানাল জ্যাকের সঙ্গে ওদের দেখাই হয়নি!

ব্রিয়াঁর ইচ্ছে হচ্ছে তক্ষুণি ছুটে যায় জ্যাকের সন্ধানে। গরডন আর বাক্সটার অনেক বুঝিয়ে থামাল ওকে।

আরও কয়েকবার তোপধ্বনি করল ওরা। কিন্তু, তাতেও কোন ফল হলো না। অবশেষে ওরা কিছু শুকনো ডাল-পাতা জড়ো করে তাতে আগুন ধরাল। কুয়াশাতেও বহুদূর থেকে আগুনের আলো দেখা যাবে। কুয়াশাও যেন কিছুটা পাতলা হয়ে আসছে।

এমন সময় গরডন দেখতে পেল দূরে কি যেন ছায়ার মত নড়ছে! একটু পরই সেটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ছেলেরা দেখল একটা ছায়ামূর্তি পড়িমরি করে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

নিশ্চয়ই জ্যাক!

সবাই চিৎকার করে জ্যাককে ডাকতে শুরু করে দিল। উল্কার মত ছুটে আসছে জ্যাক। ওর দিকে দূরবীন চোখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ব্রিয়াঁ। হঠাৎ সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল, 'গরডন! দেখো, জ্যাকের পেছনে আরও দু'জন লোক ছুটে আসছে! ওরা কারা?'

'লোক কোথায়, ব্রিয়াঁ!' বাক্সটার কেঁদে ফেলে আর কি! 'ওগুলো যে দুটো ভয়ঙ্কর জাগুয়ার!'

এতক্ষণে সবাই স্পষ্ট দেখতে পেল ও দুটো মানুষও নয়, জাগুয়ারও নয়—দুটো হিংস্র ভালুক।

জ্যাক তখনও ওদের থেকে বেশ অনেকটা এগিয়ে আছে। জ্যাকের পেছনে ভালুক দু'টিকে দেখে আর এক মুহূর্তও দেরি করল না ডোনাগান। চোখের পলকে বন্দুক হাতে ছুটে গেল সেদিকে। ছুটন্ত অবস্থাতেই সে ভালুক দুটোকে লক্ষ্য করে গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্য তার। গুলি ভালুক দু'টির গায়ে লাগলেও কিছুই হলো না ওদের। তবে, ভয় পেয়ে হ্রদের দিকে পালিয়ে গেল।

গুহায় ফিরবার পথে ব্রিয়াঁ ডোনাগানকে যথেষ্ট ধমক দিল, 'তোমার অবাধ্যতার জন্যেই আজ এমন হলো। নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি কেন দল ছেড়ে এতদূর চলে গিয়েছিলে? আমরা সবাই তোমাদের চিন্তায় ভেবে অস্থির। তবে, আজ ভালুক দুটোর ব্যাপারে তুমি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছ সেজন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ব্রিয়াঁ হাত বাড়াল ডোনাগানের সাথে করমর্দনের জন্যে। কিন্তু ডোনাগান ব্রিয়াঁর হাতকে উপেক্ষা করে বলল, 'আমি শুধু আমার কর্তব্য করেছি।' কারও সাথে আর কোন কথা না বলে সোজা গুহায় চলে গেল সে।

তেরো

ওই অপ্রীতিকর ঘটনার পর মাস দেড়েক কেটে গেছে। শীতকালও শেষ হয়ে এসেছে। কোথাও আর বরফের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায় না। ডোনাগানদের ব্যবহার দিনকে দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।

১০ অক্টোবরের কথা।

ফ্যামিলি লেকের দক্ষিণ প্রান্তে হঠাৎ দেখা গেল চারজন ছেলেকে। হাঁটতে হাঁটতে এতদূর এসেছে ওরা। কিছুক্ষণ পর আগুন জ্বালিয়ে দুটো বালিহাঁস পোড়াল তারা। তারপর পরম তৃপ্তিভরে চারজনে মিলে হাঁসের মাংস খেলো। খাওয়া শেষ করে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল তিনজন। চতুর্থ জন থাকল পাহারায়।

কিন্তু ব্যাপার কি? কারা এই চারজন? কেনই বা ফরাসী গুহা ছেড়ে এতদূরে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটাচ্ছে ওরা?

আবার কারা হবে? ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স ছাড়া আর কে? আলাদাভাবে থাকার জন্যে ওরা ফরাসী গুহা ছেড়ে চলে এসেছে এখানে।

খেলার মাঠে গণ্ডগোলের পর থেকে ব্রিয়াঁ আর ডোনাগানের সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, প্রতিদিনই ওদের ঝগড়া লাগে। দলপতি ব্রিয়াঁর কোন নির্দেশই মেনে চলতে রাজি নয় ডোনাগান। ইদানীং সে সুযোগ পেলেই ব্রিয়াঁর অবাধ্যতা করে। ব্রিয়াঁও ওকে কম তিরস্কার করে না। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে উঠল ওদের একসঙ্গে থাকাই দুষ্কর হলো।

এদিকে গত কয়দিন ধরে ব্রিয়াঁ লক্ষ করছে ডোনাগান সবার সাথে সারাক্ষণ কি যেন ফিসফিস করে।

একদিন গরডনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, 'ওরা চারজন সম্ভবত আলাদা হয়ে যেতে চায়। আমাদের সাথে থাকতে চায় না।'

'আলাদা হতে চায়! কিন্তু কেন? কোথায় গিয়ে থাকবে ওরা?'

গরডন বলল, 'অতসব বলতে পারি না। তবে একদিন দেখলাম বদোয়াঁর ম্যাপ নকল করছে উইলকক্স।'

'বদোয়াঁর ম্যাপ নকল করেছে উইলকক্স! তার মানেই ওরা আর এখানে থাকতে চাচ্ছে না। আচ্ছা, গরডন, আমার জন্যই তো সমস্ত গণ্ডগোল। এক কাজ করি না, আমি পদত্যাগ করি। ডোনাগানকে তোমরা নেতা করে নাও। ওরা আলাদা হয়ে গেলে ছোটদের মধ্যে এর খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে। তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করাই বরং অনেক ভাল।'

'না সে হয় না, ব্রিয়াঁ।' উদ্বেগের সাথে জানাল গরডন, 'ডোনাগান যেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে তাতে ওর আলাদা হয়ে যাওয়াই ভাল। বরঞ্চ ও যেমন প্রতিদিন ঝগড়া শুরু করেছে এতেই আরও ছেলেদের মনোবল ভেঙে যাবে।'

প্রতিদিনই ব্রিয়াঁ অপেক্ষা করছে ডোনাগান কবে কথাটা বলে।

শেষে ৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় খেতে বসে ওদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করল ডোনাগান, 'ব্রিয়াঁ, আমরা ঠিক করেছি কাল থেকে আমি, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স এই গুহা ছেড়ে আলাদা থাকব।'

যদিও ব্রিয়াঁ ডোনাগানের উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত ছিল তবুও আজ নিজেকে ভীষণ অসহায় বোধ করল।

'তোমরা কি আমাদের ত্যাগ করে চলে যাচ্ছ, ডোনাগান?'

'না, ব্রিয়াঁ। ঠিক ত্যাগ করছি না। তবে আমরা চারজন আর তোমাদের সাথে থাকতে চাই না।'

'কিন্তু কেন? আমরা কি করেছি? কিসের জন্যে তোমার এই সিদ্ধান্ত, ডোনাগান?'

'তুমি কি সেটা বোঝো না, ব্রিয়াঁ? আমরা যে কারও হুকুম মেনে চলতে চাই না, আমাদের খেয়াল খুশিমত চলতে চাই—সেটাও কি তোমাকে নতুন করে বুঝিয়ে দিতে হবে?'

'আমি কি তোমাদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করেছি? তোমাদের অযথা কোন হুকুম করেছি, ডোনাগান? আমার ব্যবহারে কোন দোষ কি পেয়েছ তোমরা?'

'দোষ শুধু তোমার, এমন কথা বলতে চাই না। দোষ হয়তো আমাদের দু'তরফেরই। তবে, তোমার সবচেয়ে বড় দোষ, তুমি এ দ্বীপের দলপতি অর্থাৎ শাসনকর্তা।'

ব্রিয়াঁ খানিকক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে বলল, 'ঠিক আছে। তোমরা যদি যেতে চাও তো যাও। আমার আর কিছু বলবার নেই।'

'কিন্তু, আমরা আমাদের ভাগের সমস্ত জিনিসপত্র চাই। বন্দুক থেকে শুরু করে সবকিছু। উইলকক্স সব মালামালের একটা তালিকা তৈরি করেছে। সেই তালিকা অনুযায়ী আমাদের সব কিছু চাই।'

'তোমাদের অংশ, তোমরা তো নেবেই। তা, তোমরা কবে রওনা হচ্ছ?'

'কালই যাব,' ডোনাগান তড়িৎ জবাব দিল।

ব্রিয়াঁ যখন ফ্যামিলি লেকের ওপারে গিয়ে সমস্ত কিছু দেখে এসে অন্যদের সব বলেছিল, তখনই ডোনাগান ঠিক করেছিল সুযোগ পেলেই সে তার দল নিয়ে হ্রদের ওপারের গহ্বরে আস্তানা নেবে। ব্রিয়াঁর কাছেই শুনেছে ঈস্ট রিভারের পানি মিষ্টি, প্রচুর জীব জন্তু, পাখি পাওয়া যায়। বনে হয়তো ফলমূলও আছে। সুতরাং এর চাইতে আদর্শ জায়গা ডোনাগানদের জন্যে আর কি হতে পারে!

সেই কারণেই ওদের চারজনকে দেখা গেল ফরাসী গুহা ছেড়ে ঈস্ট রিভারের তীরের বনভূমিতে। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স ঘুমাচ্ছে এবং ডোনাগান বসে ছাই-পাঁশ ভাবছে আর পাহারা দিচ্ছে। ওরা এক একজন পালা করে পাহারা দিয়ে রাতটা কাটাল। ভোরে আবার যাত্রা শুরু হলো ওদের।

যেতে যেতে ডোনাগান বলল, 'চারম্যান আইল্যান্ডের এই পুবদিকেই আমাদের থাকা উচিত। আমার মনে হয় এখান থেকে আমেরিকা কাছেই হবে। ম্যাগেলান প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যেসব জাহাজ পেরু আর চিলি বন্দরের মধ্যে আসা যাওয়া করে, সেসব জাহাজ এই পুবদিক দিয়েই যাবে। একদিন না একদিন কোন জাহাজ

আমরা দেখতে পাবই। তখন কি মজাই না হবে!'

চারদিক ভালভাবে ঘুরেফিরে ডোনাগান গ্র্যানাইট পাথরের মেঝেওয়ালা একটা পছন্দসই গহ্বর খুঁজে বের করল। দেয়ালও গ্র্যানাইট পাথরের। আশপাশের গুহাগুলোকেও ওরা নানা কাজে লাগাবে বলে ঠিক করল। পাহাড়টির নাম দিল ওরা রিয়ারব্লক হারবার।

পরদিন বেশ কয়েক মাইল হাঁটবার পর ওরা দেখতে পেল ছোট্ট খালের মত একটা নদী। নাম রাখল: নর্থ ক্রিক। সকাল থেকে এতখানি সময় হেঁটে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সবাই। এক জায়গায় বসে পড়ল কিছুটা জিরোবার জন্য।

হঠাৎ ক্রস দূরে একটা গণ্ডারের মত জন্তু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওটা কি চরে বেড়াচ্ছে, ডোনাগান?'

বন্দুক হাতে ছুটল ওরা সেদিকে। একটা গাছের আড়াল থেকে ভয়ে ভয়ে ওরা গুলি করল গণ্ডারটাকে। কিন্তু চার পাঁচটা গুলি লাগা সত্ত্বেও সেটার কিছুই হলো না। পালিয়ে গেল গভীর জঙ্গলে। তখন ডোনাগান ওটাকে চিনতে পারল। আসলে ওটা ট্যাপির—দক্ষিণ আমেরিকার নদী তীরে চরে বেড়ায়।

পরদিনও তারা চারম্যান আইল্যান্ড চষে বেড়াল, যদি নতুন কিছু দেখা যায়! কিন্তু না, কিছুই চোখে পড়ছে না। এদিকে আবার মেঘ মেঘ করেছে। এত বেলা হলো, কিন্তু সূর্যের কোন চেহারাই দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রের দিক থেকে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ঠিক যেন ঝড়ের আগের ঠাণ্ডা হাওয়া।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। এমন সময় হঠাৎই মেঘে কালো হয়ে গেল আকাশ। আর সাথে সাথেই শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি। কোন উপায় না দেখে ফিরে যাওয়াই ঠিক করল ডোনাগান। এই ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়েই ফিরে চলল ওদের আস্তানা, রিয়ারব্লক হারবারে। ঝড়ের তোড়ে সমুদ্রে যেন তোলপাড় কাণ্ড চলছে। নিকষ কালো অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা। শুধু মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর সেই আলোয় পথ দেখে ফিরছে তারা।

এমনিভাবে চলতে চলতে হঠাৎ ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল উইলকক্স। বিদ্যুতের আলোয় সে সমুদ্রের কিনারে দৈত্যের মত কাকে কি যেন দেখেছে। এখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্যরাও দেখল, বিশাল এক সামুদ্রিক প্রাণী বিভীষিকার মত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে!

ওদের যেন চলার শক্তিও হারিয়ে গেছে! হতভম্বের মত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স।

এবার আর রক্ষা নেই! ট্যাপির বা ভালুকেরই যখন গুলিতে কিছু হলো না তখন এত বড় সামুদ্রিক প্রাণীর গায়ে তো গুলি আঁচড়ও কাটতে পারবে না! তার অর্থ হচ্ছে ওই বিভীষিকা ওদের টুকরো টুকরো করে খাবে!

আবার কড় কড়াৎ শব্দে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। কিন্তু ব্যাপার কি? জন্তুটা যে একই জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। মোটেও নড়াচড়া করছে না? ওটা তাহলে কি?

বিদ্যুতের আলোয় এক ঝলক দেখলেও ডোনাগানের মনে হচ্ছিল ওটা বোধহয়

কোন নৌকা। অনেক বড় নৌকা।

এদিকে রাত প্রায় ৯টা বেজে গেছে। ঝড়ঝাপটা কমার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় গাছ-পালা আথাল-পাথাল করছে।

কিছু একটা করা দরকার। ভয়ে ভয়ে চারজন কালো জিনিসটার দিকে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল।

কাছে থেকে দেখে ওরা নিশ্চিত হলো। জিনিসটা আসলেই একটা বড় নৌকা। কিন্তু এখানে নৌকা এল কোথা থেকে?

নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও কোন জাহাজ ডুবেছে। যে প্রচণ্ড ঝড়, জাহাজ না ডুবলে নৌকা আসবে কোত্থেকে?

প্রচণ্ড ঝড়ঝাপটা সহ্য করেও ওরা নৌকার দিকে অগ্রসর হলো।

ছেলেরা যখন নৌকার কাছাকাছি চলে এসেছে তখন বিদ্যুতের ঝলকানিতে ওরা যা দেখতে পেল তাতে ওদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠেই চুপ করে গেল আবার।

বিদ্যুতের বাঁকা চোরা আলোয় ওরা দেখেছে এক বীভৎস, ভয়াবহ দৃশ্য!

স্পষ্ট দেখেছে, নৌকার পাশে দুটো মানুষের নিঃসাড় দেহ চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওরা যে কেউই বেঁচে নেই সে ব্যাপারে ওদের কোন সন্দেহ নেই। ঝড়ের রাতে এমন দৃশ্য ওদের যেন একেবারে বোবা করে দিয়েছে।

চোদ্দ

একে তো ঝড়ের প্রচণ্ড মাতম, তার উপর ওই নিস্পন্দ মৃতদেহ! চারটি কিশোর আত্মাই ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সংবিৎ ফিরে পেয়েই সোজা উল্টো দিকে ছুট দিল ওরা।

ঝড়ের মধ্যেই ছুটে চলেছে তারা। কোন দিকে তাকানো নেই। শুধু হাত ধরাধরি করে দৌড়াচ্ছে। রাত ফুরিয়ে এসেছে। পুব দিগন্তে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ঝড়ঝাপটাও থেমে যাচ্ছে। ভোরের আলো ফুটে ওঠাতে ওরা আবার সাহস ফিরে পেল। আস্তানায় ফিরে যাবার আগে আবার ওরা ফিরে এল নৌকার কাছে। মৃতদেহগুলোর সদগতি করা ওদের কর্তব্য।

তারা জানে না, নৌকার কাছে তাদের জন্য আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছে!

ওরা দেখল, নৌকা যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে, কিন্তু মৃতদেহ দু'টি ভোজবাজির মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। আশপাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লাশের কোন হদিসই পেল না তারা।

কম্পিত স্বরে উইলকক্স বলল, 'লোক দুটো হয়তো বেঁচেই ছিল। পড়ে ছিল জ্ঞান হারিয়ে। জ্ঞান ফিরে পেতেই উঠে চলে গেছে কোথাও। আমরাই ভুল করেছি।'

'কিন্তু আমরা চারজনই এরকম ভুল করব তা তো মনে হয় না! নিশ্চয়ই

সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গেছে।' এ কথা বলেই ডোনাগান দূরবীন চোখে লাগিয়ে সমুদ্রে খুঁজতে শুরু করল।

কিন্তু না, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ ছাড়া কোন কিছুই চোখে পড়ছে না। ওরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে দেখল। কিন্তু কোথাও জীবিত বা মৃত কোন লোকের সন্ধান মিলল না।

ডোনাগান যদিও মুখে বলছে ওদের ভুল হয়নি, কিন্তু ওর মনেও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। ও ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। আবার নৌকার কাছে ফিরে এল তারা। নৌকাতেও কিছুই নেই।

নৌকাটা লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট। যথেষ্ট মজবুত হলেও ডুবো পাথরের সাথে ধাক্কা খেয়ে একটা দিক একদম ভেঙে গেছে। নৌকার ভেতরে কিছু ছেঁড়া পাল আর মোটা দড়ি রয়েছে। নৌকার একপাশে পিতলের ফলকে লেখা: 'সেভার্ন স্যানফ্রান্সিসকো।'

ওরা এবার নিশ্চিত হলো এই নৌকা কোন আমেরিকান জাহাজেরই হবে। নিশ্চয়ই ক্যালিফোর্নিয়ার স্যানফ্রান্সিসকো বন্দরের কারও হবে জাহাজটি। ঝড়ে পড়ে ডুবেছে। জাহাজের কেউ কেউ হয়তো নৌকাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল। এমনি সাত-পাঁচ ভাবছে ওরা। কেমন যেন একটা অজানা ভয় ঢুকেছে ওদের মনে।

ডোনাগান তার দল নিয়ে চলে যাওয়ায় ব্রিয়াঁর মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। কিছুতেই সে এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে পারছে না। দলে ভাঙন ধরেছে। ছেলেরাও ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে। গরডন সব সময়ই ব্রিয়াঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে। 'তুমি কেন খামোকা চিন্তা করছ, ব্রিয়াঁ! তোমার তো কোন দোষ নেই। ডোনাগান স্বেচ্ছায় গেছে! আমি জানি দু'দিন পরেই ওরা আবার ফিরে আসবে। বর্ষা নামলেই দেখবে ওরা চলে এসেছে।'

গরডন যত প্রবোধই দিক না কেন ব্রিয়াঁর দুর্ভাবনা দূর হলো না। ছেলেদেরও আর দ্বীপের স্বাধীনতা ভাল লাগছে না। দেশের জন্যে সবার মন কাঁদছে সেটা ব্রিয়াঁ বেশ ভালই বুঝতে পারছে। ড্যানিয়েল ডিফো যাই লিখুক না কেন, রবিনসন ক্রুসোও এক পর্যায়ে দ্বীপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কাছেও দ্বীপের আবদ্ধ জীবন আর ভাল লাগত না। ছেলেদের মনের অবস্থাও দিনকে দিন কি পর্যায়ে যাচ্ছে তা ভেবে ব্রিয়াঁ আশঙ্কিত।

দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে ব্রিয়াঁ অস্থির হয়ে উঠেছে। সাহায্য সঙ্কেত হিসেবে বেলুনের চাইতে একটা বিরাট ঘুড়ি উড়ানোর কথা চিন্তা করল সে। সমুদ্রের কিনারে বাতাসের যা জোর তাতে বিরাটাকৃতির ঘুড়ি উড়াতে কোন অসুবিধা হবে না। যত উঁচুতে ঘুড়ি উড়ানো যাবে ততই বেশি দূর থেকে সেটা দেখা যাবে।

বন থেকে বেত এনে ক্যানভাসের কাপড় দিয়ে এক অতিকায় ঘুড়ি তৈরি করা হলো। ঘুড়ি বানানোর পর দুই দিন খারাপ আবহাওয়ার জন্যে সেটা আকাশে উড়ানো গেল না। আবহাওয়া কিছুটা ভাল হলে ওরা বেলা একটার দিকে ঘুড়িটা উড়ানোর ব্যবস্থা করল। বাক্সটার আর গরডন দু'জনে ধরাধরি করে ঘুড়িটাকে উঁচু করে ধরল। জাহাজের একটা হুইলের সাথে ঘুড়ির সুতো বেঁধে দিল ওরা। ব্রিয়াঁর

হাতে ঘুড়ির সুতো। ওর ইশারা পেলেই গরডনরা ঘুড়ি ছেড়ে দেবে। কিন্তু ব্রিয়াঁর আর ইশারা দেয়া হলো না।

হঠাৎ করে ফ্যান ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে গেল পাশের জঙ্গলের দিকে। ছেলেরা ঘুড়ি উড়ানো বন্ধ রেখে তৎক্ষণাৎ বন্দুক হাতে ছুটল ফ্যানের পিছনে। ওরা ঝোপের ধারে এসে অবাক! গাছের গুঁড়ির কাছে মাটিতে অসাড় হয়ে পড়ে আছে এক ভদ্রমহিলা। আর ফ্যান তার সামনে গিয়ে লেজ নাড়ছে। ভদ্র মহিলার পোশাক দেখে মনে হয় ইংরেজ।

এতদিন পর দ্বীপে আর একজন জীবিত মানুষ দেখে ওদের মন কেমন যেন করে উঠল। গরডন আর ব্রিয়াঁ মহিলার হাতের নাড়ি পরখ করে দেখল। কিন্তু নাড়ির স্পন্দন ঠিক বোঝা গেল না। ওরা বুদ্ধি করে একটা কাঁচের টুকরো নাকের কাছে ধরতেই মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস টের পাওয়া গেল।

ভদ্রমহিলাকে ধরাধরি করে গুহায় নিল ওরা। ওদের সেবা শুশ্রূসায় জ্ঞান ফিরে পেল মহিলা। ভীষণ ক্ষুধার্ত সে। ছেলেরা খেতে দিল তাকে। খাবার পর কিছুটা সুস্থ বোধ করলে ছেলেদের কৌতূহল মিটিয়ে বর্ণনা করল তার দ্বীপে আসার কাহিনী:

আমেরিকান এই মহিলার নাম ক্যাথেরীন রেডি। তবে সবাই তাকে 'কেট' বলে ডাকে। কেট, স্যানফ্রান্সিসকো থেকে 'সেভার্ন' জাহাজে করে চিলি যাচ্ছিল। তারা বেশ আনন্দেই প্রথম কয়দিন জাহাজে কাটিয়েছিল। কিন্তু জাহাজ যখন মাঝ সমুদ্রে তখন ঘটল এক মহা অঘটন।

ওই জাহাজে তাদের সহযাত্রী ছিল ওয়ালস্টোন এবং তার সাতজন সঙ্গী: ব্রান্ড, রক, হেনলি, কুক, ফরবস, কোপ আর পাইক। এরা সবাই এক একটা সাক্ষাৎ শয়তান। ওরা পারে না এমন কোন দুষ্কর্ম নেই। যাত্রীবেশে বেশ নিরীহ ভাবেই যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু মধ্য সমুদ্রে এসে ওদের আসল রূপ বেরিয়ে এল। জাহাজের ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে জাহাজটি দখল করে নিল ওয়ালস্টোন। জাহাজের ডেকে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল একে একে যাত্রীদের হত্যা করে। শুধু হত্যা করেনি কেট আর ইভান্সকে। ফরবস ওয়ালস্টোনের কাছে কেটের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিল, আর ইভান্স ছিল জাহাজের ফার্স্ট মেট। ওকে মারলে জাহাজ চালাবে কে? এ দু'জনই কেবল রক্ষা পেল সারা জাহাজে। ওদের প্রয়োজন শেষ হলেই ইভান্সের জীবনও যে শেষ হবে একথা বুঝতে কারও অসুবিধা হয়নি।

ওয়ালস্টোন জাহাজটিকে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নিয়ে মধ্যযুগের জলদস্যুদের মত ক্রীতদাসের ব্যবসা চালাতে চেয়েছিল। সেভাবেই জাহাজ চালাতে বাধ্য করা হয়েছিল ইভান্সকে।

কিন্তু, ঈশ্বর বোধহয় ওয়ালস্টোনদের প্রতি সদয় ছিলেন না। কয়েকদিন চলবার পরই হঠাৎ করে জাহাজে আগুন লেগে গেল। সাধ্যমত চেষ্টা করেও যখন আগুনের লেলিহান শিখা ওরা আয়ত্তে আনতে পারল না তখন নিরূপায় হয়ে সবাই জাহাজের একটা বড় নৌকায় চড়ে সমুদ্রে ভাসল। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে হেনলি সমুদ্রে পড়ে যেতেই হাঙরের ঝাঁক তার সদগতি করল। হেনলির রক্তে ওই জায়গার পানি কিছুক্ষণ লাল হয়ে রইল।

দু'দিন একটানা নৌকায় ভেসে চলেও ওয়ালস্টোনেরা কোনদিকেই ডাঙার

খোঁজ পেল না। যেদিকে তাকায় শুধু সমুদ্র আর সমুদ্র। তারপর সেদিনের ঝড়ে পড়ে নৌকা এসে উঠল এই দ্বীপে।

ঝড়-ঝাপটার সাথে পাল্লা দিয়ে নৌকার সবাই এত ক্লান্ত আর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে ওদের সবার মৃতপ্রায় অবস্থা। তীরের কাছাকাছি এসে প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে নৌকাটি এক ডুবো পাথরের সাথে ধাক্কা খেলো। এ ধাক্কাতেই পাঁচ জন সমুদ্রে ভেসে গেল আর দু'জন বালির উপর ছিটকে পড়ল। আর কেট ভেসে গেল অন্য দিকে।

অনেকক্ষণ অবচেতন অবস্থায় পড়েছিল কেট। জ্ঞান ফিরে আসলে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু, শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল কিছুতেই উঠবার শক্তি পাচ্ছিল না। এমন সময় সে ওয়ালস্টোন, ব্রাড আর রকের কথাবার্তা শুনতে পায়। ওরা ভেসে যায়নি। এখন অন্য সঙ্গীদের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের কথাবার্তা থেকেই কেট বুঝতে পারল, আর সব কিছু ভেসে গেলেও বন্দুক আর গোলা বারুদ ভেসে যেতে দেয়নি ওয়ালস্টোন। ইভান্‌সকে পাইক আর কুকের পাহারায় বেঁধে রাখা হয়েছে।

ওয়ালস্টোন ভাঙা নৌকা ভাল করে পরীক্ষা করে কোথায় যেন চলে গেছে সঙ্গীদের নিয়ে। যেই ওরা একটু দূরে গেছে অমনি কেট ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছে। তারপরে আর কিছুই মনে নেই তার। জ্ঞান ফিরতে দেখেছে, ছেলেদের গুহায় ওদের সেবা শুশ্রূষায় আছে সে।

কেটের কাহিনী শুনে বেশ ভয় পেল ছেলেরা। এতদিন ওরা নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিল। ভয়ের কিছু ছিল না। আজ একি বিপদ এসে জুটল। কেটের কাছ থেকে ওয়ালস্টোনদের যে বর্ণনা ওরা পেয়েছে তাতে ভয়ে হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকে যাবার জোগাড় হলো সবার। ওই নিষ্ঠুর লোকগুলো পারে না এমন কোন কাজই নেই। প্রয়োজন মনে করলেই যাকে যখন খুশি খুন করতে পারে ওরা। ফরাসী গুহার খোঁজ একবার পেলে ব্রিয়াঁদের খুন করে সবকিছু দখল করে নেবে ওয়ালস্টোন।

গুহার ছেলেরা না হয় কেটের কাছ থেকে ওয়ালস্টোনদের কথা জানতে পেরে সাবধান হয়েছে বলে সতর্কতার সাথে চলাচল করবে, যাতে দস্যুরা ওদের খোঁজ না পায়। কিন্তু ডোনাগানদের কি হবে? ওরা তো ওয়ালস্টোনদের উপস্থিতি জানে না। ওরা স্বাভাবিকভাবেই হয়তো বন্দুকের গুলিতে শিকার করবে। সেই আওয়াজে ওয়ালস্টোনরা ওদের খোঁজ পেয়ে যাবে। আর তারপর···ভাবতেই ব্রিয়াঁর শরীর ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

ব্রিয়াঁ বলল, 'যেভাবেই হোক ডোনাগানদের ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের এখন নিজেদের ঝগড়া ভুলে সবাইকে একজোট হয়ে ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে হবে। আমি ভাবছি মোকোকে নিয়ে এখনই বেরিয়ে পড়ব ডোনাগানদের খোঁজে।'

গরডন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এত রাতে বের হবে? সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না?'

'না, গরডন। আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে আমরা বেশ চলতে পারব। ওয়ালস্টোনরা

টেরও পাবে না।'

ব্রিয়াঁ আর মোকো নৌকা নিয়ে চলেছে ডোনাগানদের খোঁজে। চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ওরা। হঠাৎ দূরে কি যেন দেখতে পেয়ে মোকোর হাতে চাপ দিল ব্রিয়াঁ।

চাপাস্বরে মোকো বলল, 'কি?'

ব্রিয়াঁ প্রায় একশো গজ দূরে ঈস্ট রিভারের মোহনায় একটা আগুনের দিকে মোকোর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কারা ওরা? ডোনাগানরা, নাকি ওয়ালস্টোনের দল? তীরে নৌকা ভিড়িয়ে নেমে পড়ল ব্রিয়াঁ আর মোকো। ব্রিয়াঁর কোমরে রিভলভার, হাতে কুঠার। সন্তর্পণে এগিয়ে চলল সে। কোমরে রিভলভার আর হাতে কুঠার থাকলে কি হবে, অন্ধকারে ওর বুক ভয়ে ঢিপঢিপ করছে। অল্প একটু যেতেই দেখল মস্ত এক কালো ছায়া সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়াল ব্রিয়াঁ। পরমুহূর্তেই সে একটা হিংস্র গর্জন শুনতে পেল আর একই সাথে দেখল কালো ছায়াটা কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো ছায়াটি যে কি তা চিনতে দেরি হলো না ব্রিয়াঁর—মস্ত এক জাগুয়ার ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সাথে সাথেই রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে কারও করুণ আর্তনাদ কানে এল ব্রিয়াঁর।

'এ তো ডোনাগানের স্বর!' বলেই চোখের নিমেষে কুঠার হাতে ডোনাগানের সাহায্যে ছুটে গেল ব্রিয়াঁ। ডোনাগান কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। হঠাৎ জাগুয়ারের আক্রমণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভয়ার্ত স্বরে চিৎকার করছে। কিন্তু কিছুতেই বন্দুক নাগালে এনে পাল্টা আক্রমণ করতে পারছে না।

ব্রিয়াঁও বিন্দুমাত্র দেরি না করে সরাসরি জাগুয়ারের মাথায় কুঠারের আঘাত হানল। অব্যর্থ লক্ষ্য। কুঠারের এক আঘাতেই খতম হয়ে গেল জাগুয়ার। কম্বল মোড়া ছিল বলেই ডোনাগান বেঁচে গেছে। ডান কাঁধে শুধু সামান্য আঁচড় লেগেছে। আর কোন ক্ষতি হয়নি।

ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্সও ছুটে এল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করায় ব্রিয়াঁকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবে ভেবে পেল না ডোনাগান। ব্রিয়াঁ কাউকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন সুযোগই না দিয়ে সোজা টেনে নিয়ে তুলল নৌকায়। মোকোও সাথে সাথেই দাঁড় বাইতে শুরু করল। নৌকায় বসে ডোনাগানকে সব খুলে বলল ব্রিয়াঁ। সেভার্ন জাহাজ, ওয়ালস্টোন ও তার দলবল, কেট, সবার কথাই সে ধীরে ধীরে জানাল ডোনাগানদের।

ডোনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—চারজনের মধ্যেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন এসেছে। ব্রিয়াঁর প্রতি বিদ্বেষ কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে তার কোন হদিসই নেই। ওরা সবাই এখন উত্তেজিত। সবাই সবার জন্যে উদ্বিগ্ন। কিভাবে এক সাথে শত্রুকে প্রতিহত করা যায় সেটাই সবচেয়ে বড় চিন্তা।

কেটের সাথে ছেলেদের ভীষণ ভাব হয়ে গেছে। তাকে ছেলেদের খুব পছন্দ, আর সে-ও ছেলেদের ভালবেসে ফেলেছে। ছেলেরাও 'আন্টি' পেয়ে দারুণ খুশি। ওরা যেন মায়ের স্নেহ খুঁজে পেয়েছে কেটের ভালবাসায়।

পনেরো

দেখতে দেখতে আরও কয়টা দিন পার হয়ে গেল। এখন পর্যন্ত ব্রিয়াঁরা কেউই ওয়ালস্টোনের কোন খোঁজ পায়নি। তবু প্রতিটি দিনই ওরা ভয়ে ভয়ে কাটাচ্ছে। ছেলেদের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। দ্বীপের সবখানে ছেলেদের বসবাসের চিহ্ন! আর বেলুনটি তো আছেই। জলদস্যুরা যদি একবার খোঁজ পায়, তাহলে রক্ষা নেই।

একদিন রাতে চট করে বেলুনটা খুলে নিয়ে এল ওরা। প্রতিদিনই ওরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বের হয়ে চারদিকে খুঁজে বেড়ায়। কোথাও যদি কোন আগুনের শিখা বা অন্য কোন চিহ্ন পাওয়া যায়! কিন্তু, শত চেষ্টা করেও কোন কিছুই পেল না ওরা। এ কি বিষম জ্বালা? প্রতিটি মুহূর্ত থাকতে হচ্ছে ডাকাতদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে। এই বুঝি আক্রমণ করে ওরা! কিন্তু না আসছে কোন আক্রমণ, না পাওয়া যাচ্ছে ওদের কোন হদিস! এরকম অনিশ্চয়তায় কত দিন থাকা যায়?

শেষ পর্যন্ত ব্রিয়াঁ এক অভিনব বুদ্ধি বের করল। কোন বইয়ে যেন সে পড়েছিল এক মহিলা নাকি অতিকায় এক ঘুড়ির সাথে নিজেকে বেঁধে নিয়ে আকাশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ব্রিয়াঁ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে-ও ওরকম ঘুড়িতে চড়ে দ্বীপের উপর দিয়ে উড়ে ওয়ালস্টোনদের অবস্থান খুঁজে বের করবে।

ব্রিয়াঁর কথামত বিরাটাকৃতির এক ঘুড়ি তৈরি করা হলো। এত বড় ঘুড়ি ওড়াতে দড়িও প্রয়োজন তেমনি মজবুত। মজবুত দড়ির কাজ জাহাজের লগ রীলের সুতো দিয়ে চালানো হলো। এবার জাহাজের মাস্তুলের গায়ে যে ধরনের বড় বড় ঝুলি লাগানো থাকে তেমনি একটা ঝুড়ি ঘুড়ির সাথে লাগিয়ে তাতে দেড় মণ ওজনের পাথর ভরে উড়ানো হলো সেই ঘুড়ি। অত ওজনের ভার নিয়েও দিব্যি আকাশে উড়ছে। তার মানেই হচ্ছে ওদের যে কেউ নিশ্চিন্ত মনে এমন ঘুড়িতে উড়ে বেড়াতে পারবে। লগ রীলে সুতো পেঁচিয়ে ঘুড়িটাকে মাটিতে নামাল ওরা।

এবারে লোক ওঠার পালা। যথেষ্ট বিপজ্জনক কাজ। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতি পদেই মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে।

ব্রিয়াঁ বলল, 'কে উঠবে এবার?'

সাথে সাথেই জ্যাক বলে উঠল, 'আমি উঠি।'

ডোনাগান, উইলকক্স ও অন্যরাও বলল, 'আমি। আমি।' এটা যেন মোটেও মৃত্যু ভয়ের কিছু নয়, মজার এক খেলা! সবার কাণ্ড দেখে ব্রিয়াঁ অবাক।

এমনি সময় ব্রিয়াঁর দু'হাত চেপে ধরে জ্যাক বলল, 'ব্রিয়াঁ, আমাকে যাবার অনুমতি দাও। আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোরো না।'

জ্যাকের কথায় ডোনাগান, উইলকক্স সবাই চমকে উঠল। কি বলছে জ্যাক? কিসের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছে সে? জ্যাক একই আবেগ বিহ্বল স্বরে বলে

চলেছে, 'আজ আমাকে সব খুলে বলতে দাও, ব্রিয়াঁ! এ কথা চেপে রাখার ভার আমি আর সহ্য করতে পারছি না!' ডোনাগানের দিকে তাকিয়ে জ্যাক রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'আমি এক অমার্জনীয় অন্যায় কাজ করেছি, ডোনাগান। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমারই উচিত এই ঘুড়িতে চড়ার মত বিপজ্জনক কাজ করা। তোমরা প্রায় গত দু'বছর ধরে এই দ্বীপে এত কষ্ট করে থাকছ, এত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছ, সব কার জন্য জানো? তোমরা কি জানো, কে তোমাদের এই দুর্ভোগের মুখে ঠেলে দিয়েছে? কিভাবে জাহাজ বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রে এসে পড়েছে? সবই আমার দোষ! আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যেই আজ সবার এই মারাত্মক পরিণতি ঘটেছে।

'তোমরা সবাই যখন নিশ্চিন্ত মনে ক্লান্ত দেহে ঘুমিয়ে পড়েছিলে তখন আমি বোকার মত পরিণতির কথা না ভেবেই জাহাজের দড়ি খুলে দিই। আমি ভেবেছি বেশ মজা হবে। কিছুতেই ভাবতে পারিনি কি দুর্যোগের মুখে পড়বে আমাদের জাহাজ। দড়ি খুলে দেবার পর ঝড়ো বাতাসের টানে জাহাজ যখন সমুদ্রের মাঝে গিয়ে পড়েছে তখন আমি এতই ভয় পেয়ে যাই, তোমাদের আর ডেকে তুলতে সাহস পাইনি। কিছুক্ষণ ডেকে একা দাঁড়িয়ে দেখেছি জাহাজ কিভাবে সাঁ সাঁ করে বিশাল সমুদ্রের দিকে ভেসে যাচ্ছে। দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডেকেছি। তারপর চুপচাপ ভাল মানুষের মত বিছানায় শুয়ে সারা রাত ছটফট করেছি; কিছুতেই এক ফোঁটা ঘুমাতে পারিনি। এরপরও কি আমার অপরাধের ক্ষমা আছে?'

জ্যাক কান্নায় ভেঙে পড়ল। ব্রিয়াঁ অপরাধীর মত মাথা নিচু করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল। বাকি ছেলেরা সবাই হতভম্ব!

ডোনাগান থমথমে পরিবেশকে হালকা করবার জন্য বলল, 'তোমার মত ফুর্তিবাজ ছেলে গত দু'বছর যেমন ম্লানমুখে অপরাধের বোঝা বয়ে বেরিয়েছে তাতেই তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে। তোমার আর নতুন করে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না।'

সবাই জ্যাককে নানাভাবে সান্ত্বনা জানাল। ওদের সহানুভূতি পেয়ে জ্যাক এবার ঘুড়িতে চড়ে বসল। ঘুড়ির সুতো ছাড়া হবে ঠিক এমনি সময় ব্রিয়াঁ ঘুড়ির কাছে এসে জ্যাককে নেমে আসতে বলল, সে নিজেই ঘুড়িতে চড়বে বলে ঠিক করেছে।

গভীর রাতে মহাশূন্য অভিযান শেষ করে ব্রিয়াঁ নামল ঘুড়ি থেকে। সাথে সাথেই ছেলেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ব্রিয়াঁ শুধু জানাল, 'ওয়ালস্টোনরা নিশ্চিন্ত মনে দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

২৪ নভেম্বর ব্রিয়াঁ আর গরডন নৌকা করে জিল্যান্ড রিভারের অপর পাড়ে গিয়েছিল। সরু যে পথটা আছে সেটা ওরা বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল।

নৌকা থেকে নেমে তীর ধরে ওরা যখন প্রায় দেড়শো গজ গেছে এমন সময় ব্রিয়াঁর জুতার তলায় কি যেন মচ মচ করে ভেঙে গেল। জিনিসটা তুলে তো ওরা হতবাক! একটা তামাকের পাইপ।

'পাইপ কোত্থেকে এল এখানে?'

তার মানে কি দস্যুরা ওদের অবস্থান জেনে গেছে?

পাইপ শুঁকে ওরা দেখল টাটকা পোড়া তামাকের গন্ধ! অর্থাৎ ওয়ালস্টোন এখানেও এসেছিল।

ওরা তক্ষুণি ফিরে চলল গুহার দিকে।

ব্রিয়াঁ যে কোন মুহূর্তেই দস্যুদের আক্রমণ আশঙ্কা করছে। ওরা হয়তো বাচ্চাদের দেখতে পেয়েছে। এখন ঘাপটি মেরে আশপাশে কোথাও ওঁৎ পেতে বসে আছে। সুযোগ পেলেই আক্রমণ করবে।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে অহেতুক ভয়ে আধমরা হয়ে বসে থাকলে চলবে না ব্রিয়াঁদের। কিভাবে ডাকাতদের আক্রমণ প্রতিহত করে ওদের পরাস্ত করা যায় তা ভাবতে হবে।

দু'দিন প্রচণ্ড গরম পড়বার পর ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় শুরু হলো ভীষণ ঝড়-ঝাপটা। ব্রিয়াঁরা গুহার দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছে। ফ্যানও ওদের সামনে শুয়ে ছিল, হঠাৎ এক সময় সে দরজার কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। কারণ ছাড়া তো ফ্যান কখনও এমন করে না! পরক্ষণেই ঝড়-ঝাপটার আওয়াজ ভেদ করে প্রচণ্ড শব্দে একটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। নিশ্চয়ই কেউ ওদের একশো গজের ভেতর গুলি করেছে। এটা কি ওয়ালস্টোনদের আক্রমণ?

ব্রিয়াঁ, ডোনাগান, উইলকক্স, গরডন সকলেই যে যার বন্দুক, পিস্তল নিয়ে তৈরি হলো আক্রমণ রুখতে। প্রতি মুহূর্তেই গুহার দরজা ভেঙে ওয়ালস্টোন ও তার সঙ্গীদের আসার অপেক্ষা করছে ওরা। এমন সময় ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনের মাঝে ক্ষীণ একটা আর্তচিৎকার ভেসে এল, 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছ আমাকে বাঁচাও!'

চিৎকার শুনে দরজার কাছে গিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে আওয়াজ চিনবার চেষ্টা করল কেট। আবার বাঁচাবার আকুতি ভেসে আসতেই কেট বলে উঠল, 'জলদি দরজা খুলে দাও! এ যে ইভান্সের গলা!'

দরজা খুলে দিতেই ক্লান্ত, অবসন্ন এক বয়স্ক নাবিক গুহার ভেতর এসে পড়ল। সে যেন শরীরের সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

লোকটাকে ওদের চিনে নিতে কষ্ট হলো না। সেভার্ন জাহাজের ফার্স্ট মেট ইভান্স।

গুহায় ঢুকেই তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল ইভান্স। তারপর অনেকক্ষণ কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল ওকে ধাওয়া করা দস্যুদের পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় কিনা।

দস্যুদের কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না নিশ্চিত হয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল। ঘুরেই অবাক হয়ে গেল ইভান্স। এতগুলো ছোট ছোট ছেলে কোথা থেকে এল এই গুহায়? এমন সময় কেটের দিকে দৃষ্টি গেল ইভান্সের।

'ম্যাডাম! আপনি বেঁচে আছেন?'

'হ্যাঁ, ইভান্স, আমি বেঁচে আছি, শুধু এই ছেলেদের জন্যেই আমি বেঁচে গেছি। তোমার মত আমাকেও ওরাই বাঁচিয়েছে।'

ইভান্সের দিকে চেয়েই বোঝা যায় খিদেয় পেট জ্বলছে তার। ছেলেরা

তাড়াতাড়ি কিছু খাবার এনে ওকে খেতে দিল। খাবার শেষ করে কিছুটা সুস্থ বোধ করলে ইভান্‌স প্রথমে, ছেলেদের কাহিনী শুনে পরে নিজের কাহিনী বলল।

ঝড়-ঝাপটার হাত থেকে রক্ষা পাবার পর সমুদ্রের তীর থেকে ইভান্‌সকে নিয়ে ওয়ালস্টোন ও তার সঙ্গীরা ডিসেপশন বে'-র তীরে রিয়ারব্লক হারবারে একটা গুহায় আশ্রয় নেয়। তারপরই ওরা ভাঙা নৌকাটা দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসে গুহার সামনে।

নৌকার একটা দিক একদম ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি থাকলে হয়তো মেরামত করে পাড়ি জমাবার কথা চিন্তা করা যেত।

'আমাদের কাছে সব যন্ত্রপাতি আছে।' বলল ডোনাগান।

'তোমাদের কাছে যে যন্ত্রপাতি আছে সবই জানে ওয়ালস্টোন। তোমাদের কোন কিছুই আর জানতে বাকি নেই তার।' জানাল ইভান্‌স।

'কেমন করে জানে?' গরডন ভয়ার্ত প্রশ্ন করে।

'সপ্তাহ খানেক আগে আমরা যখন ওয়ালস্টোনের সাথে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছি এমনি সময় হ্রদের তীরে এক অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই। ওটা দেখেই আমরা বুঝতে পারি দ্বীপে লোকের বাস আছে।'

জিনিসটা কি তা বুঝতে ওদের দেরি হলো না। ওদের বিরাটাকৃতির ঘুড়িটাই ওয়ালস্টোনের চোখে পড়েছে।

ইভান্‌স বলে চলেছে, 'ওই ঘুড়ি দেখবার পর থেকেই ওয়ালস্টোন জানার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছে, কারা এই দ্বীপের বাসিন্দা? আমি সেই মুহূর্ত থেকে সুযোগ খুঁজছি পালাবার। এই দ্বীপের বাসিন্দারা যদি নরখাদক জংলীও হয় তাহলেও পালাতে পারলে ওদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করব। তবুও খুনে শয়তান ওয়ালস্টোনদের সাথে থাকব না। এদিকে ওয়ালস্টোন দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে শুরু করে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চষে বেড়াল। কিন্তু কোন জীবিত বা মৃত মানুষের খোঁজ পেল না।'

কেন ওরা কোন সাড়াশব্দ পায়নি সেটার কারণ বলল ব্রিয়াঁ, 'আমরা দিনে ফরাসী গুহা থেকে বেরই হই না। আর রাতে বের হলেও কখনোই বন্দুকের গুলি ব্যবহার করি না।'

'এত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা তোমাদের কথা জানতে পেরেছিলাম। একদিন তোমরা হয়তো ক্ষণিকের জন্যে গুহার দরজা খুলেছিলে। সে সময় গুহার ভেতরের হারিকেনের আলো আমাদের চোখে পড়ে। পরদিন সকালেই ওয়ালস্টোন নদীর কিনারে ঝোপের আড়ালে সারা দিন বসে থেকে তোমাদের ওপর লক্ষ রাখে।'

'আমরা একটা পাইপ কুড়িয়ে পেয়েছি সেখানে,' বলল ব্রিয়াঁ।

'ঠিক তাই!' ইভান্‌স বলল, 'পাইপ হারিয়ে ওয়ালস্টোন ভীষণ খাপ্পা হয়ে উঠেছিল। তবে ঝোপের মধ্যে থেকে তোমাদের দেখতে পেয়ে ওর সব রাগ পানি হয়ে যায়। ছেলেদেরকে কিভাবে খুন করে তাদের গুহা দখল করে নেয়া যায় সেই ফন্দি বের করতে ব্রান্ডের সাথে পরামর্শ করতে বসে সে।'

এবার ইভান্‌স তার পালানোর কাহিনী বলতে শুরু করল, 'আজ সকালে ওয়ালস্টোন আমাকে ফরবস্‌ আর রকের পাহারায় রেখে তার দলবল নিয়ে কোথায়

যেন গেল। ওরা আমাকে এমন চোখে চোখে রাখছিল, পালাবার কোন সুযোগই পাচ্ছিলাম না। এমন সময়, সকাল দশটার দিকে আমাদের সামনের ঝোপের কাছে একপাল গুঅনাকো চরতে এল। গুঅনাকোর পাল দেখে যেই ফরবস্ আর রক ঝোপের দিকে এগিয়েছে, অমনি আমি জান-প্রাণ নিয়ে উল্টো দিকে লাগালাম ছুট। হয় পালাব, না হয় ওদের গুলিতে মারা পড়ব। দ্বিতীয় কোন পথ নেই! আমাকে ছুটে পালাতে দেখে ওরাও শিকার ফেলে আমার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করল। আমি প্রাণের ভয়ে এত জোরে ছুটেছি যে নিজেই অবাক হয়ে গেছি। আমি যখন ওদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছি তখন বেশ কয়েকটা গুলিও ছোঁড়ে ওরা। কিন্তু ভাগ্য ভাল, একটা গুলিও আমার গায়ে আঁচড় কাটতে পারেনি। মানুষ বাঁচবার জন্য কি না করতে পারে! সাধারণ অবস্থায় মানুষ যা কিছু অসম্ভব মনে করে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে সে-সব অসম্ভবকে সম্ভব করা মানুষের পক্ষেই আবার সম্ভব হয়।' ইভানস্ একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। আর ছেলেরা সব রুদ্ধশ্বাসে তার কাহিনী শুনছে। ভয় লাগলেও, বেশ রোমাঞ্চ অনুভব করছে ওরা।

'এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসতেই প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। তবুও ওরা আমার পিছু ছাড়েনি। অগত্যা আমি নদীতে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। সাঁতার কেটে কিছুদূর যেতেই বিদ্যুতের আলোয় ওরা আমাকে দেখেই গুলি করল। আমিও সাথে সাথেই ডুব সাঁতার দিয়ে অনেক দূরে গিয়ে উঠলাম। আমি গুলি খেয়ে ডুবে গেছি মনে করে আমার শ্রাদ্ধ করতে করতে ফিরে গেল ওরা। তীরে উঠে তোমাদের গুহা খুঁজতে থাকি। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এমন সময় তোমাদের কুকুরের চিৎকার শুনে তোমাদের আস্তানা খুঁজে পেলাম।'

সবশেষে ইভানস বলল, 'এখন থেকে আমাদের সবাইকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ওয়ালস্টোনকে মোকাবিলা করতে হবে। তোমরা আমার ওপর ভরসা রেখো। আমরা সবাই মিলে এক সাথে নিশ্চয়ই ওদের মোকাবিলা করতে পারব।'

এমন সময় গরডন বলল, 'আচ্ছা, ওয়ালস্টোনের সাথে একটা আপস করে নিলে হয় না? যেমন আমরা যদি ওদের নৌকা ঠিক করে দিই তাহলেও কি ওরা আমাদের ক্ষতি করবে?'

গরডনের কথায় হাসল ইভানস, 'আপস করবে ওরা? তুমি ওদের চেনো না, মুখে মুখে ঠিকই আপস মেনে নেবে। আর যেই না ওদের কাজ হাসিল হবে, ব্যস, বিনা দ্বিধায় নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করে সমস্ত মালামাল লুঠ করে নেবে। মুখে যত সাধু কথাই বলুক না কেন পেটে ওরা সব সময় ভয়ঙ্কর সব পিলে চমকানো ফন্দি আঁটতে থাকে! তাছাড়া, ওই নৌকা যদি মেরামত করে দাও তাহলে তোমরা উদ্ধার পাবে কি করে?'

গরডন অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইল, 'ওই নৌকা পেলেই কি আমরা উদ্ধার পেতে পারি? হাজার হাজার মাইলের প্রশান্ত মহাসাগর অতটুকু নৌকায় পাড়ি দেয়া কি করে সম্ভব?'

'হাজার হাজার মাইল হতে যাবে কেন?' বলল ইভানস। 'এখান থেকে মাইল তিরিশেক গেলেই এমন একটা দেশ আমরা পাব যেখান থেকে অনায়াসে বড় জাহাজে করে যেখানে খুশি যাওয়া যাবে।'

ডোনাগান জিজ্ঞেস করল, 'ত্রিশ মাইল গেলেই এক দেশ পাওয়া যাবে! তার মানে এই দ্বীপের চারদিকে সমুদ্র নেই?'

'ঠিক তা নয়। শুধু পশ্চিম দিকে সমুদ্র। আর অন্য তিনদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে অসংখ্য খাল। এসব খাল খুব সহজেই পার হওয়া যাবে।'

'তাহলে এটা বোধহয় দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরের কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ?' বলল গরডন।

গরডনের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিল ইভান্‌স, 'এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দূরত্ব মাইল ত্রিশেক। দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি অসংখ্য দ্বীপেরই একটা এটা। তোমাদের স্কুলের ম্যাপে এই দ্বীপের নাম দেয়া হয়েছে হ্যানোভার আইল্যান্ড।'

ষোলো

বিয়াঁরা, ওয়ালস্টোনের সাথে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইভান্‌স ওদের সবকিছুতেই সাহায্য করছে। নিষ্ঠুরতায় ওয়ালস্টোনের দলের কেউ কম যায় না। ওদের ভেতর যেন প্রতিযোগিতা চলে কে কতটা পিশাচ হতে পারে, কে কার চেয়ে বেশি নিষ্ঠুর! তবে কেটের মতে ফরবসকে ওদের মাঝে একটু ভাল বলা যায়। কেননা সে-ই ওয়ালস্টোনকে বলে কয়ে কেটের জীবন বাঁচিয়েছিল। কিন্তু, ইভান্‌সের ধারণা সম্পূর্ণ উল্টো। ফরবসই তাকে হত্যা করার জন্যে গুলি ছুঁড়েছিল।

প্রতিরোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। কিন্তু আক্রমণ আসবে কোন দিক থেকে? ওয়ালস্টোনের পরিকল্পনা যদি একটুও জানতে পারত, তবে সেই অনুযায়ী ওদের প্রতিহত করার ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব হত। সবচেয়ে দুর্ভাবনার ব্যাপার হলো, গত কয় দিন ধরে বোম্বেটেদের কোন সাড়া শব্দই পাওয়া যাচ্ছে না। ওরা হয়তো ভাবছে ইভান্‌স বেঁচে নেই। ছেলেরাও ওদের কথা জানতে পারেনি। সুতরাং সরাসরি আক্রমণ না করে হয়তো ছলাকলার আশ্রয় নেবে ওয়ালস্টোন। জাহাজ-ডোবা নাবিকের মত আশ্রয় প্রার্থনা করবে। ইভান্‌স ছেলেদের শিখিয়ে দিয়েছে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ওদের ধারণাই ঠিক হলো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় গুহার দরজায় ধাক্কা দিয়ে আশ্রয়ের জন্য করুণ মিনতি জানাল দু'জন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দরজা খুলে দিল ওরা। গুহায় ঢুকে দু'জন করুণভাবে ওদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করল। জাহাজ ডোবা অসহায় নাবিক পরিচয়ে ব্রিয়াঁদের কাছে আশ্রয় চাইল ফরবস আর রক।

ছেলেরা ওদের হলঘরে বসিয়ে খাওয়াল। তারপর শোবার জন্য গুহার ওদিককার ঘরটি দেখিয়ে দিল। রক আর ফরবস যেমন সত্যিকার জাহাজ ডুবির অভিনয় করল, ওরাও তেমনি ওই দু'জনকে বুঝতে দিল না যে ওদের পরিচয় জানতে ছেলেদের আর বাকি নেই। কেট আর ইভান্‌স লুকিয়ে থাকল চোরা

কুঠুরিতে।

দস্যু দু'জন ফরাসী গুহাটা ভাল করে দেখে নিয়ে নিরীহ নাবিকের মত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। একটু পরই তারা বিকট আওয়াজে নাক ডাকতে শুরু করে দিল। ওদের নাক ডাকার বহর দেখে ব্রিয়াঁ বুঝতে পারল ওরা শুধু ঘুমের ভান করছে।

রাত ন'টার দিকে মোকোও একটা কম্বল নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ওদের একটু দূরে শুয়ে পড়ল। ফরবস আর রক ভাবল, মাঝরাতে ছোকরাকে সাবাড় করে নিজেদের কাজ সমাধা করবে।

ওয়ালস্টোন ও তার অন্য শিষ্যরা তখন গুহার আশপাশে ঘুরঘুর করছে। রক আর ফরবসের সাথে ওরা এরকম ফন্দি করেছিল যে মাঝরাতে ছেলেরা সব ঘুমিয়ে পড়লে ওরা দরজা খুলে দেবে। তখন সবাই মিলে ছেলেদের নির্বিচারে হত্যা করে সব মালামাল লুঠ করে নেবে। গুহাও দখল করা যাবে।

ছেলেরা মোকোকে দস্যু দু'জনের সাথে শুতে পাঠিয়ে দুই ঘরের মধ্যেকার সরু গলির দরজা বন্ধ করে দিল। আর সেই সাথেই ইভান্স আর কেটকে চোরা কুঠুরি থেকে বের করে ঘরে নিয়ে এল।

মোকো কম্বল মুড়ে শুলে কি হবে, মোটেও ঘুমায়নি সে। ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে কেবল। রাত বারোটার দিকে মোকো লক্ষ করল, ফরবস আর রক বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সাথে সাথেই মোকো চোখ বন্ধ করে আবার ঘুমের ভান করল। মোকো টের পেল ওরা ওর দিকে ঝুঁকে দেখছে সে ঘুমাচ্ছে কি না। মোকো ঘুমাচ্ছে মনে করে ওরা পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগুলো। ছেলেরা আগে থেকেই ফরাসী গুহার দরজার সামনে অসংখ্য পাথর জমিয়ে রেখেছিল, ওয়ালস্টোনরা যাতে সহজে দরজা ভেঙে গুহায় প্রবেশ করতে না পারে। আড়চোখে মোকো দেখল, ওরা দু'জন অতি সন্তর্পণে একটার পর একটা পাথর সরাচ্ছে।

পাথর সরিয়ে রক যেই না দরজা খুলতে গেছে অমনি পিছন থেকে বজ্রমুষ্ঠিতে কে যেন তার হাত চেপে ধরল। চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে রক তো অবাক। ভূত দেখলেও বোধহয় মানুষ অতটা আঁতকে ওঠে না। ভীত কণ্ঠে রক বলল, 'ইভান্স! তুমি এখানে?'

'হ্যাঁ, রক, আমি ইভান্স; কিন্তু এখন তোমার আজরাইল!'

কেট আর ছোটরা ছাড়া বাকি সব ছেলেরা ছুটে এল এই ঘরে। সবার হাতে বন্দুক। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স চোখের নিমিষে ফরবসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে চেপে ধরল মেঝেতে। ইভান্সের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে রক প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ব্রিয়াঁ, ডোনাগান আর বাক্সটার যেমনি ইভান্সকে সাহায্য করতে যাবে অমনি রক কোমরে গোঁজা ছোরা বের করে ইভান্সের কাঁধে বসিয়ে দিল। ছোরা মেরেই সে এক ঝটকায় ইভান্সের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে দরজা খুলে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ইভান্স জখম নিয়েই পলায়নপর রককে লক্ষ্য করে কয়েকবার গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু গুলি রকের পায়ে লেগেছে বলে মনে হলো না। অক্ষত শরীরেই পালিয়ে গেল শয়তানটা।

অন্ধকারে আর রকের পিছনে ছুটল না ইভান্‌স। একটাকে ধরতে পারা গেছে তাতেই সে খুশি। ছোরা হাতে এগিয়ে গেল ফরবসের দিকে। ফরবসকেই খতম করবে সে। ছেলেরাও ফরবসকে এমনভাবে ঠেসে ধরেছে, ওর দম বের হয়ে যায় আর কি! কাকুতি মিনতি করে সে ছেলেদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল। তার চিৎকারে কেট ছুটে এসে বলল, 'ওকে মেরো না, ইভান্‌স। ফরবসই আমাকে ওয়ালস্টোনের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল একদিন!'

ইভান্‌স কেটের অনুরোধে খুব একটা সন্তুষ্ট নয়। সে বলল, 'ফরবস একটা আস্ত শয়তান। ওকে মেরে ফেললেই ভাল হত। কই আমাকে গুলি করবার সময় তো একবারও ভাবেনি শয়তানটা!'

কেটের অনুরোধে ছেলেরা ফরবসকে দড়ি দিয়ে এমনভাবে বাঁধল যাতে কোনমতেই সে পালাতে না পারে। তারপর ওকে একটা কয়লার বস্তার মত ফেলে রাখল চোরা কুঠুরিতে।

রকের জখম তেমন ভয়ঙ্কর কিছু ছিল না বলে ক্ষত পরিষ্কার করে পট্টি বেঁধে দিতেই বেশ সুস্থ বোধ করল সে।

এবার ইভান্‌স পরিকল্পনা বদলে ফেলেছে। রক যখন পালাতে পেরেছে, তখন আর গুহায় চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। ওদের অবস্থান খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজন পড়লে সন্মুখ যুদ্ধও করতে হবে। একদিন অস্ত্র হাতে ব্রিয়াঁ, সারভিস, ডোনাগান আর গরডনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ইভান্‌স।

কেট অবশ্য ফরবসকে জেরা করে করে ওয়ালস্টোনদের অবস্থান সম্পর্কে দু'একটা তথ্য বের করেছে। কিন্তু সে সবই পুরানো। ওদের আগেই জানা হয়ে গেছে। একটা ব্যাপার সবাই লক্ষ করল, ফরবসের কেমন যেন পরিবর্তন হয়েছে। চুপচাপ কি যেন ভাবে সারাক্ষণ।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ইভান্‌স সবাইকে সাবধান করে দিল। ওদের সবাইকেই গা ঢাকা দিয়ে যেতে হবে। আর দস্যুদের দেখামাত্রই গুলি করতে হবে। ওদের খুন করতে কেউ যেন বিন্দুমাত্রও দ্বিধা না করে।

খুব সাবধানে পা টিপে টিপে চলেছে ওরা। হঠাৎ সামনের একটা গাছের তলায় দেখল কিছু পোড়া কয়লা পড়ে আছে। আগুন সম্পূর্ণ নেভেনি তখনও। সবাই আরও সাবধান হয়ে গেল। নিশ্চয়ই গতরাতে দস্যুরা এখানে ছিল। হয়তো বা কিছুক্ষণ আগেও ছিল। এসব কথা আলোচনা করছে ওরা। হঠাৎ গুলির শব্দ! ব্রিয়াঁর কান ঘেঁষে চলে গেল গুলিটা। সাথে সাথেই আরও তিনটে গুলির আওয়াজ হলো। অন্যেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও ডোনাগান খেপার মত ছুটে গেল যেখান থেকে গুলির আওয়াজ হয়েছে সেই ঝোপের দিকে। ইতিমধ্যেই ডোনাগান বন্দুকের ঝিলিক লক্ষ্য করে গুলি করেছে। অন্যরাও ডোনাগানের পিছনে ছুটল। ঝোপের কাছে গিয়ে দেখল ডোনাগান হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে একটা লাশের দিকে। লাশটা পাইকের। যত পাপ কর্মের নায়কই হোক না কেন লোকটা, একটা জীবিত মানুষকে হত্যা করে কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে ডোনাগান। এত শিকারের নেশা ওর, বন্দুক পেলেই হাত নিশপিশ করে; তবুও আত্মরক্ষার খাতিরে হলেও মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে কেমন যেন লাগছে তার।

সবাই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। পাইকের মৃতদেহ তাদের মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বলে মনে হলো না।

ইভান্‌স সবাইকে আরও সতর্ক করল, 'খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে চলো! যে কোন মুহূর্তেই আবার ওরা আক্রমণ করে বসতে পারে।'

ইভান্‌সের কথা শেষ হবার আগেই আবার গুলি হলো। সারভিস সাথে সাথে কপাল চেপে মাটিতে পড়ে গেল। গুলি তার কপালে লেগেছে। কপালে বললে ভুল হবে, আসলে কপাল ঘেঁষে চলে গেছে ওটা। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে সারভিস। আঘাত সামান্য হলেও যথেষ্ট রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

সারভিসকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত যে আশপাশের দিকে লক্ষ করার সুযোগ পায়নি। হঠাৎ দূরে ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনে সবাই দেখল ব্রিয়াঁ ওদের পাশে নেই। তবে কি ব্রিয়াঁর সাথেই হাতাহাতি হচ্ছে দস্যুদের?

ডোনাগান তক্ষুণি ছুটে চলল সেদিকে। অন্যেরাও ওর পিছু নিল। মুহূর্তে গরডনের পাশ দিয়ে একটা গুলি ছুটে গেল। ওরা দেখল সামনেই রক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। ইভান্‌স রককে মারার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল না। ইভান্‌সের বন্দুক রকের দিকে তাক করে গর্জন করে উঠল। কিন্তু, আশ্চর্য ঘটনা! রক কোথায় হাওয়া হয়ে গেল? রক যেখানে ছিল ইভান্‌স ছুটে গেল সেখানে। কিন্তু না, রকের কোন চিহ্নই নেই কোথাও! পালিয়েছে শয়তানটা!

ঝোপের মধ্যে তখন ডোনাগান চিৎকার করছে, 'শয়তানটাকে ছেড়ো না, ব্রিয়াঁ! ধরে রাখো!'

অন্যরা সবাই ঝোপের ধারে গিয়ে দেখল কোপের সাথে ব্রিয়াঁর তুমুল মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। কিশোর ব্রিয়াঁ কিছুতেই পেরে উঠছে না জোয়ান তাগড়া কোপের মত পেশাদার গুণ্ডার সাথে। কোপ ব্রিয়াঁকে মাটিতে চেপে ধরে ওর বুকে ছোরাটা বসিয়ে দিতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ব্রিয়াঁও প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে ওকে। ডোনাগান সামনে ছুটে এসে গুলি করতে যাবে এমন সময়ে আচমকা ব্রিয়াঁকে ছেড়ে ডোনাগানের বুকে ছোরাটা বসিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল কোপ। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ডোনাগান।

মারাত্মক জখম হয়েছে সে। বাঁচবে কিনা সন্দেহ। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে সে। সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে লাল রক্তে। ওরা তাড়াতাড়ি ডোনাগানকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ফরাসী গুহার দিকে। গুহার কাছাকাছি আসতেই ওরা দূর থেকে শুনতে পেল কোলাহল। কিসের এত হট্টগোল?

হট্টগোল আর কিছুরই নয়। ওদের অনুপস্থিতির সুযোগে ফরাসী গুহা আক্রমণ করেছে ওয়ালস্টোন ও তার দুই দোসর ব্রান্ড আর কুক। একটু এগিয়ে ওরা দেখল ওয়ালস্টোন জ্যাকের টুঁটি চেপে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। আর তার পিছনে ব্রান্ডও কোস্টারকে একইভাবে ধরে নিয়ে চলেছে নদীর দিকে। জ্যাক আর কোস্টার সাধ্যমত চেষ্টা করছে ওদের হাত থেকে মুক্তি পেতে।

বাক্সটার কোত্থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রান্ডের উপর। প্রথমে সে একটু হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই এক ঘুসিতে বাক্সটারকে ধরাশায়ী করল।

ওয়ালস্টোন আর ব্রান্ড ছুটে চলেছে নদীর দিকে। সেখানে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে কুক। ওদের মতলব ধরে ফেলেছে ব্রিয়াঁ, ইভানস। একবার যদি নদীতে

পৌঁছাতে পারে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে! জ্যাক আর কোস্টারকে জিম্মি হিসেবে ব্যবহার করে যা খুশি তাই করতে পারবে ওরা। কিছুতেই ওদের নৌকাতে পৌঁছতে দেয়া যেতে পারে না। ইভান্‌স, গরডন, ব্রিয়াঁ, ক্রস আর উইলকক্স ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ওদের পিছনে। ওরা গুলিও করতে পারছে না, জ্যাক বা কোস্টারের গায়ে লাগার ভয়ে।

ব্রিয়াঁরা ওদের ধরতে পারছে না এমন সময় কোথা থেকে যেন ফ্যানের উদয় হলো। তীরবেগে ছুটে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রান্ডের উপর। ওর ঘাড় কামড়ে ধরল। ব্রান্ড কিছুতেই ফ্যানের সাথে পেরে উঠছে না। বাধ্য হয়ে কোস্টারকে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল সে। ওয়ালস্টোনও জ্যাককে ছেড়ে ব্রান্ডের সাহায্যে ছুটে এল।

ফরবসকে দেখা গেল ফরাসী গুহার ভিতর থেকে ছুটে ওদের দিকে আসছে। ফরবসকে দেখে আশ্বস্ত স্বরে চিৎকার করে উঠল ওয়ালস্টোন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে, ফরবস? জলদি এদিকে এসো!'

ইভান্‌স ফরবসের বিশ্বাসঘাতকতায় খেপে গিয়ে ওর দিকে বন্দুক তুলে ধরল। কিন্তু, সবাইকে হতবাক করে দিয়ে ওয়ালস্টোনকে সাহায্য করার বদলে প্রচণ্ড আক্রমণ করে বসল ফরবস।

প্রথমে অবাক হলেও সামলে নিয়ে পরক্ষণেই কোমরে গোঁজা ছোরাটি ফরবসের বুকে বসিয়ে দিল ওয়ালস্টোন। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ফরবস। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মাটি।

ফরবস মাটিতে পড়ে যেতেই আবার জ্যাককে ধরবার জন্য এগিয়ে এল ওয়ালস্টোন। জ্যাক এবার চট করে জামার তলা থেকে পিস্তল বের করে একটুও দ্বিধা না করে ওয়ালস্টোনের বুকে গুলি চালাল।

ব্রান্ড এরই মধ্যে নৌকায় উঠে পড়েছে। ওয়ালস্টোনও গুলি খেয়ে টলতে টলতে নৌকায় উঠল। কুকও তক্ষুণি নৌকা ছেড়ে দিল।

সারা দ্বীপ কাঁপিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে কয়েকটা কামানের গোলা এসে পড়ল নৌকার উপর।

ফরাসী গুহা থেকে কামান দাগছে মোকো।

কামানের গোলায় নৌকা ও তার যাত্রীরা একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। নদীতে কিছুক্ষণ কামানের গোলার আলোড়ন হলো। ওয়ালস্টোন আর তার সঙ্গীরা যে কোথায় তলিয়ে গেল তার কোন হদিসই পাওয়া গেল না।

সতেরো

কেট ছোটকাল থেকেই অবসর সময়ে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা করত। তারই অক্লান্ত চেষ্টা ও সেবা শুশ্রূষায় ডোনাগান ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছে। ডোনাগানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সারা গুহায় বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিল। ওয়ালস্টোনদের পরাস্ত করেও

তারা আনন্দের বদলে দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ডোনাগানের জন্যে।

ফরবসকেও ওরা গুহায় নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ওর আঘাত ছিল মারাত্মক। কিছুতেই ওকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। শেষবারের মত যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে তাকে পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্য কেটকে ধন্যবাদ জানায়। আর ছেলেদের কাছেও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। অনুশোচনায় ফরবসের গলা ভারি হয়ে এসেছিল। ছেলেদেরও চোখ টলটল করছিল দুঃখে।

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর কবরের পাশেই ওকে সমাহিত করে দুটো ক্রস চিহ্ন বসিয়ে দিল ওরা।

ওদের বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি। কোপ আর রক যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ওরা নিশ্চিন্ত মনে আগেকার মত স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারবে না। ওয়ালস্টোন বেঁচে না থাকলে কি হবে। ওরা কেউই কম নয়। যে-কোন মুহূর্তে ছেলেদের উপর হামলা করে বসতে পারে ওই দু'জন।

ডোনাগান একটু সুস্থ হলে ইভান্‌স, গরডন, ব্রিয়াঁ, বাক্সটার, উইলকক্স বেরিয়ে পড়ল কোপ আর রকের সন্ধানে। ওদের খতম করতেই হবে। কোপকে খুঁজে বার করতে বেশি কষ্ট হলো না। ট্র্যাপ উডের একটা গাছের তলায় তার গুলিবিদ্ধ পচা মৃতদেহ পড়ে আছে। কিন্তু রক? তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না তাকে।

ওরা যখন ফিরে আসছে তখন হঠাৎ উইলকক্সের খেয়াল হলো নানান ঝামেলায় ফাঁদের ভিতরটা বহুদিন দেখা হয়নি। কোন জন্তু-টন্তু পড়েছে কিনা দেখা প্রয়োজন। উইলকক্স ফাঁদের গাছপালা সরিয়ে ভিতরে তাকিয়েই চিৎকার দিল। অন্যেরাও ছুটে এসে হতবাক!

কোন জন্তু নয়, স্বয়ং রক ধরা পড়েছে ফাঁদে। এবার ইভান্‌স বুঝল, রক কেন হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল। রকের প্রাণহীন দেহটার দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ইভান্‌স। যাক শত্রুরা সব তাহলে শেষ হয়েছে!

ব্রিয়াঁদের সহায়তায় জানুয়ারি মাস শেষ হবার আগেই 'সেভার্ন' নৌকাটি মেরামত করে ফেলল ইভান্‌স। নৌকা প্রস্তুত হতেই ওরা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব নৌকায় ওঠানো শুরু করল। খাবার-দাবার, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, ওদের পড়ার বই, জাহাজের সিন্দুকের কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, সবই নিল ওরা।

ওরা সবাই ঠিক করল ৫ ফেব্রুয়ারি ওরা দেশের পথে রওনা হবে। সেজন্যে ৪ তারিখ বিকেলে ওরা পোষা জন্তুগুলোকে ছেড়ে দিল। ছাড়া পেয়েই অস্ট্রিচ, গুঅনাকো, ভিক্যুনা সব চোখের পলকে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'জন্তুগুলো কি অকৃতজ্ঞ রে, বাবা! একটু কৃতজ্ঞতাও জানাল না? ছাড়তে না ছাড়তেই হাওয়া হয়ে গেল!' বেশ রোষের সাথেই বলল গারনেট।

গুরুগম্ভীর সুরে সারভিস বলে উঠল, 'এমনই হয়। এটাই জগতের রীতি।' সারভিসের কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। মাঝে মাঝেই সে এই ধরনের কথা বলে সবাইকে হাসায়।

সেদিন রাতে কারও চোখে ঘুম নেই। এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কত চেষ্টাই না ওরা করেছে। কিন্তু আজ যখন যাবার সব কিছু ঠিক তখন ওদের মন

কেমন আনমনা হয়ে গেছে।

এই দ্বীপের ওপর যে কি প্রচণ্ড মায়া জন্মে গেছে তা আজ ওরা টের পাচ্ছে।

১৮৬২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা। জিল্যান্ড রিভারের উপর দিয়ে স্কুনার উপসাগরের দিকে ভেসে চলল একটা নৌকা। পাটাতনে বসে আছে অকল্যান্ডের চারম্যান বোর্ডিং স্কুলের নিখোঁজ ১৪ জন ছেলে, মোকো, কেট ও ইভান্‌স। অকল্যান্ড হিলের সবচেয়ে বড় চূড়াটিও এক সময় ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সেই সাথে ছেলেদের বুকের ভিতর কি যেন মোচড় দিয়ে উঠল।

ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ। সকালবেলা হঠাৎ সারভিস '—ধোঁয়া! ধোঁয়া!' বলে চিৎকার করে উঠল। ইভান্‌স চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখল বহুদূরে একটা স্টীমারের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ব্রিয়াঁ উত্তেজনায় মাস্তুলের মাথায় উঠে বসেছে। সে দেখল আসলে ওই ধোঁয়া একটা জাহাজের।

আরও কিছুক্ষণ যেতেই সবাই খালি চোখেই দেখতে পেল একটা কালো সওদাগরী জাহাজ দ্রুত বেগে ওদের দিকেই আসছে। দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে ছেলেরা হাতের কাছে যে যা পেল তাই ভীষণ বেগে নাড়ছে। উত্তেজনায় সবাই অধীর। ওদের জামা-কাপড়, রুমাল ইত্যাদি উড়ানোর জবাবে জাহাজ থেকে ভেঁপুর গভীর একটা শব্দ ভেসে এল। জাহাজের নাবিকেরা ওদের নৌকা দেখতে পেয়েছে। মিনিট দশেকের মধ্যেই নৌকার ১৭ জন যাত্রী আর মালামাল 'গ্র্যাফটন' জাহাজে উঠল।

গ্র্যাফটন জাহাজের ক্যাপ্টেন লঙ অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে যাচ্ছেন। দু'বছর আগেকার চারম্যান বোর্ডিং স্কুলের ছেলেদের জাহাজ নিখোঁজ হবার কথা তিনি জানতেন। ওদের নিখোঁজ হবার বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এতদিন পর সেই হারিয়ে যাওয়া ছেলেদের উদ্ধার করবার গৌরব লাভ করে ক্যাপ্টেন লঙ আর তার নাবিকেরা মহাখুশি।

জাহাজে রীতিমত হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেছে। নাবিকরা সবাই অধীর হয়ে পড়েছে ছেলেদের গল্প শোনার জন্যে। ছেলেরাও ঝগড়া শুরু করে দিল কে গল্প শোনাবে তাই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন লঙ বললেন, 'তোমরা একজন গুছিয়ে সব ঘটনা বলো।'

সাথে সাথেই বাক্সটার বলল, 'আমি সব আমার ডায়েরীতে লিখে রেখেছি। প্রতিদিনের ঘটনাই লেখা আছে তাতে। আমিই না হয় বলি।' ক্যাপ্টেন লঙ বললেন, 'তাহলে তুমিই ডায়েরীটা পড়ে শোনাও।'

বাক্সটার তার দিনপঞ্জী বের করে পড়ে শোনাচ্ছে।

গ্র্যাফটনের ক্যাপ্টেন ও নাবিকেরা অবাক বিস্ময়ে শুনতে লাগল এই খুদে অভিযাত্রীদের আশ্চর্য কাহিনী। আর বাক্সটারের পড়ার সাথে সাথে ছেলেদের চোখে যেন জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল স্বপ্নিল সেই দিনগুলো।

হেসে খেলে বেড়ানো, স্বাধীনভাবে চলা, উচ্ছল আবেগময় সেই দিনগুলো! এই ঝগড়া, এই বন্ধুত্ব, বিচ্ছেদ আবার আরও নিবিড় বন্ধন···বার বার ভেসে উঠছে ছেলেদের মানসপটে সব কথা।

****